স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচিতে
নারী, জেন্ডার এবং অধিকার প্রসঙ্গ

arrow

vol. 23 no. 1 2017
issn 1394-4444

পরিবর্তনের জন্য

অনুচ্ছেদ ঃ ধর্ম এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের রাজনীতিকরণ

সম্পাদকীয় ২ - ৬
ধর্ম ও রাজনীতি ঃ নারীর অধিকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ

বিশেষ নিবন্ধ ৬ - ১৭
দৃঢ় প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন ঃ ধর্মীয় চরমপন্থা, মৌলবাদ, জেন্ডার এবং মানবাধিকারের বর্তমান চালচিত্র

ধর্ম ও রাজনীতির কবলে এসআর এইচআর ঃ মালদ্বীপ, মরক্কো এবং পাকিস্তান পরিপ্রেক্ষিত

ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এবং যুব সমাজ ঃ বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বিত যৌন শিক্ষা

দক্ষিণ বিশ্বের ভাষ্য ১৭ - ২৫
নারীর মানবাধিকারের জন্য সংস্কৃতি ও ধর্মের পুনঃবিন্যাস ঃ ফরিদা শহীদের সঙ্গে সংলাপ

জেন্ডার ন্যায় বিচার অন্বেষণে ধর্মকে জিজ্ঞাসাবাদ ঃ ফুলাতা ময়োর সঙ্গে সংলাপ

দেশীয় ও আঞ্চলিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ২৬ - ২৯
এক ধাপ অগ্রসর, ১০ ধাপ পশ্চাদপদতা ঃ সিডো (CEDAW) ও টঙ্গা (Tonga)
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ধর্মীয় মৌলবাদ

Arrow-এর এসআরএইচআর বিষয়ক জ্ঞান সহভাগিতা কেন্দ্রের তথ্য ভান্ডার ৩০ - ৩৪

Arrow-এর বাছাইকৃত তথ্য উপকরণ ৩৫-৩৭

সংজ্ঞার্থ ৩৮- ৩৯

তথ্য ফাইল ৩৯ - ৪৫
ধর্মের অপ (ব্যবহার) ঃ বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার ও ফিলিপাইন পরিপ্রেক্ষিত

সম্পাদনা ও প্রকাশনা দল ৪৬ - ৪৭

প্রকাশনায়
the asian-pacific resource & researche centre for women

championing women's sexual and reproductive rights

নারীর যৌন ও প্রজনন অধিকারের সমর্থনে

অনুবাদ অংশীদার- আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন

ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত

২ *পরিবর্তনের জন্য* arrow
vol. 23 no. 1, 2017 (অনুবাদিত ২০১৭) সম্পাদকীয়

ধর্ম ও রাজনীতি ঃ
নারীর অধিকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ

কায়রো বা বেইজিং আলোচ্যসূচী[১] যখন সফল হলো, তখন আমরা জাতীয়, আঞ্চলিক এমনকি পৃথিবীব্যাপী এবং সীমান্তপারে ধর্মীয় চরমপন্থার পুনরুত্থান দেখব তা আমরা প্রত্যাশাও করিনি। এই আক্রমণ বুঝিয়ে দিয়েছে নারী ও বালিকাদের ক্ষেত্রে অনেক অধিকার অর্জন করেছি বা বাস্তব রূপ নিয়েছে বলে আমরা যতই মনে করি না কেন তা নতুন হুমকির সম্মূখীন। অধিকারের উপর প্রবল আক্রমণ হয়েছে, আর এই সাধারণ ধর্মীয় চরমপন্থাকে নির্দেশ করে, যা অন্যান্য রাজনৈতিক গতিধারার সাথে বিজড়িত, যাকে নৃভিত্তিক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ হিসাবে সবচেয়ে ভাল বর্ণনা করা যায়।

এই তিনটি বিষয়াবলী- জাতীয়তাবাদ, জাতিস্বত্তা আর ধর্ম - সাধারণভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও পিতৃতান্ত্রিক ধারণা। বিষয়গুলো আমাদের সংজ্ঞায়িত করা দরকার আরো অধিকতর বোঝার জন্য যে আসলে এগুলো দ্বারা কি নির্দেশ করে। জাতীয়তাবাদ এমন একটি ধারণা যা জাতিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতা সনাক্তকরণের উপর নির্ভর করে আর এই সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে সার্বভৌমত্ব, স্বনির্ধারণ এবং স্বশাসনকে সমর্থন করে। জাতিস্বত্তা একটি পরিচয়, সাধারণত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বংশোদ্ভুত, সংস্কৃতি, ভাষা ও প্রথাকে নির্দেশ করে। নৃ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এক ধরনের জাতীয়তাবাদ যা নির্ভর করে জাতিস্বত্তার উপর এবং আরো বাড়িয়ে বললে একটি দেশের নাগরিক বলতে একটি নৃগোষ্ঠী বা সাংস্কৃতিক দলে সীমাবদ্ধ বোঝায়। ধর্ম বলতে বিশ্বাস, আচার, গ্রন্থ ও অলৌকিক বিশ্বদর্শনকে বোঝায় আর পার্থক্য নির্ণয়কারী হিসাবে পরিচয় ব্যবহৃত হয়। জাতিস্বত্তা সাধারণত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পৃক্ত যেখান ধর্ম জাতীয় পরিচয়ের সাথে সাথে জাতিস্বত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতি চেনার জন্য অবদান রাখে চিহ্নিত অবদানকারী। মৌলবাদী ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ যখন সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় পরিচয়ে ইন্ধন যোগায় তখন তা দানব হয়ে উঠে এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বৈধতা পুনঃর্বহাল করে প্রাথমিকভাবে অনুগত্যের পর্যায় থেকে ধর্মীয় মতবাদ পর্যন্ত। মৌলবাদী ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্র, ভৌগলিক সীমারেখা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিধানকে অকার্যকর করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তা আরোপ বা নিরূপন করে।

মৌলবাদী ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্র, ভৌগলিক সীমারেখা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিধানকে অকার্যকর করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তা আরোপ বা নিরূপন করে। আমরা যারা মানবাধিকারের কাঠামোর মধ্যে নারীর অধিকার, নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে কাজ করি তাদের জন্য বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ কঠিন করে তোলে। ইহা বহুশির বিশিষ্ট সরীসৃপের সাথে যুদ্ধ করার মতো বিষয় যার একটি শিরচ্ছেদ করলে তৎস্থলে দুটি আবির্ভূত হয়।

আমরা যারা মানবাধিকারের কাঠামোর মধ্যে নারীর অধিকার, নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে কাজ করি তাদের জন্য বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ কঠিন করে তোলে। ইহা বহুশির বিশিষ্ট সরীসৃপের সাথে যুদ্ধ করার মতো বিষয় যার একটি শিরচ্ছেদ করলে তৎস্থলে দুটি আবির্ভূত হয়।

তথাপি আমরা যেহেতু এই অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি তাই আমাদের প্রথমেই বোঝা উচিৎ কোন পরিস্থিতিতে এর উদ্ভব হচ্ছে। অতীতে দেশগুলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের 'ভান করে' এগিয়ে গেছে, কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে জাতিগুলো ধর্মকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে নিজেদেরকে পরিচালিত করতে- যেমন, একটি বৌদ্ধ শ্রীলংকা, একটি খ্রীস্টান আমেরিকা, একটি হিন্দু ভারত এবং একটি মুসলিম তুরস্ক। অনেক দেশে, প্রায়শই, জাতীয় ধর্মকে অধিভুক্ত

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ এগুলো দ্বারা নির্দেশ করে ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (যা কায়রো বলতে বোঝায়) এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন (যা বেইজিং বলতে বোঝায়)।

করেছে, আধিপত্যবাদী (সংখ্যাগরিষ্ঠ), সাম্প্রদায়িক বা নৃ-গোষ্ঠীর ভিত্তিতে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার তল্পিবাহক এই দলগুলো[২], গণতন্ত্রের আড়ালে পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে হাকডাক করছে। নাগরিকদের মধ্যে যারা জাতিগত ও ধর্মীয় এবং যৌন সংখ্যালঘু এমন নারীদের সমঅধিকার এবং বৈচিত্রের এই গ্রহণযোগ্যতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি সর্বোপরি হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। মজার ব্যাপার, এই বিষয়টি সকল মহাদেশ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রতীয়মান হচ্ছে।

যদিও ধর্ম হচ্ছে এই বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ, কিন্তু একমাত্র অংশ নয়। বর্ধিষ্ণু দারিদ্রতা, ব্যাপক অসমতা ও অসাম্য, সম্ভাবনা ও সম্পদের প্রবেশগম্যতার ঘাটতি, অপশাসন, আর শিক্ষার নিম্নমান মৌল জাতীয়তাবাদী মতবাদের জন্ম দেয়। যে যুক্তিগুলো ব্যবহার হয় তা অতি সাধারণ। প্রথমটি হলো সহজেই সনাক্তকৃত 'অন্যজন' এমন একজন যিনি সুযোগ এবং সম্ভাবনা কেড়ে নেয় এবং দারিদ্রতা ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বহুমাত্রিকতা ও উদারনীতি এমন এক ভাবাদর্শ যা 'অন্যজনের' সমঅধিকার মঞ্জুর করে আর 'অন্যজনকে' সংখ্যাগরিষ্ট-দের উপরে ক্ষমতায়ন করে। তৃতীয়টি হলো গরিষ্ঠতামূলক রাজনীতি সমৃদ্ধ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে, সুশাসন দিবে আর সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে অধিকতর সমতার ভিত্তিতে বিতরণ করবে। সর্বশেষটি, অবশ্যই, যারা উদারনীতি আর বহুমাত্রিকতায় বিশ্বাসী (সচরাচর, যারা নারী বাদী আর LGBTIQ এর সক্রিয় কর্মী) তারা ধর্মীয় গরিষ্ঠতামূলক, মৌল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র এবং এর সফলতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, তাদেরকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উপরন্তু তারাই 'প্রতিপক্ষ' হচ্ছেন। এই ('প্রতিপক্ষ'/ 'অন্যজনরাই') ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সরল যুক্তিগুলো আকর্ষণীয়, সহজবোদ্ধ, আর সহজবাচ্য। যাই হোক, মৌল জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় কাঠামো জাতীয় ও বৈশ্বিক উভয়ক্ষেত্র বর্ধমান দরিদ্রতা, অসমতা, আর অস্থিতিশীলতার কোন সমাধান দেয় না। অর্থনৈতিক নীতির কোনটিকেই এটি চ্যালেঞ্জ করে না বিশেষতঃ নব্য উদার অর্থনীতি যেমন : বিরাষ্ট্রীয়করণ, আর্থিক কৃচ্ছতা সাধন, বিধান শিথিলকরণ, মুক্ত বাণিজ্য, এবং সামাজিক সেবা প্রদানে সরকারের ভূমিকাহ্রাসকরণ- যা দারিদ্রতা, অসমতা ও অসাম্যকে আরো গভীরতর করতে থাকে।

মৌল জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় কাঠামো জাতীয় ও বৈশ্বিক উভয়ক্ষেত্র বর্ধমান দরিদ্রতা, অসমতা, আর অস্থিতিশীলতার কোন সমাধান দেয় না। অর্থনৈতিক নীতির কোনটিকেই এটি চ্যালেঞ্জ করে না বিশেষতঃ নব্য উদার অর্থনীতি যেমন : বিরাষ্ট্রীয়করণ, আর্থিক কৃচ্ছতা সাধন, বিধান শিথিলকরণ, মুক্ত বাণিজ্য, এবং সামাজিক সেবা প্রদানে সরকারের ভূমিকা হ্রাসকরণ- যা দারিদ্রতা, অসমতা ও অসাম্যকে আরো গভীরতর করতে থাকে।

ধর্মের উপর ভিত্তি করে নারীর অধিকার, বিশেষ করে আমাদের যৌন ও প্রজনন অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিপক্ষে যে বিতর্ক তা দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আসে। একটি হচ্ছে ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে কাজ করা আর ন্যায্যতা, কম পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যাখ্যা যা অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করে অধিকারকে সহজতর করে এবং অপরপক্ষেও অনুরূপ। সত্যিই, কিছু সহযোগী আর বিশ্বাসভিত্তিক সংস্থা অনুরূপ কৌশলগত পরিকল্পনায় সাফল্য পেয়েছে। মালদ্বীপে, ARROW এর সহযোগী সংস্থা Society for Health education (SHE)[৩] প্রগতিশীল ধর্মীয় চিন্তাবিদদের সাথে কাজ করেছে গর্ভপাতকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে ফতোয়াজারির[৪] ক্ষেত্রে। এই বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা হাদীস[৫] থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে গর্ভপাত অনুমোদনযোগ্য ছিল সেখানকার পরিস্থিতিকে সমর্থন করেছে। তারা আরও উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ছিল ঃ অন্তরঙ্গ সঙ্গীর প্রতি সহিংসতা, বৈবাহিক ধর্ষণের বিরুদ্ধে, গর্ভনিরোধের সমর্থন ছিল। এটা কৌশলগতভাবে সফল ছিল, বিশেষত মালদ্বীপের ঘটনার ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণত ইসলাম সম্পের্কে একই ধারণা ছিল। অধিকাংশ কাজই ছিল মুসলিম দেশগুলোতে গর্ভনিরোধ এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া, যেমন ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান, প্রগতিশীল ব্যাখ্যার একই কৌশলের সদ্ব্যবহার করেছিল, যা পরিকল্পিত সময়ের ব্যবধানে সন্তানের জন্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। এটি উপরন্তু নারীদের যৌনাঙ্গের ত্বকচ্ছেদের মত বিষয়ে সেনেগালের মত দেশেও কার্যকর হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

২"সংখ্যাগরিষ্ঠতন্ত্র বলতে একটি সনাতন রাজনৈতিক দর্শন বা মতবাদকে বোঝায়। (মাঝে মাঝে ধর্ম, ভাষা, শ্রেণী সমাজ, বা কিছু অন্য নির্ণায়ক উপাদান দ্বারা শ্রেণীকরণ করা হয়) যা সমাজে সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের কিছু মাত্রায় প্রাধান্যের পরিচায়ক, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দিয়েছে যা সমাজকে প্রভাবিত করে।" "Majoritaruanism," সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/Jbky9U.

৩ Society for Health education (SHE), *Perceptions of Islam and sexual and Reproductive Health and rights in the Maldives* (Male and Kuala Lumpur: SHE and Asian-Pacific Resource and Research Centre for women, 2016), সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/WcdDPe.

৪ *ফতোয়া হচ্ছে* "একটি আইনী মতমত বা ইসলামী ধর্মীয় নেতা কর্তৃক জারিকৃত ফরমান"। "Fatwa", *Meriam-Webster*, সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/CTPC7h

৫ *হাদীস হচ্ছে* রাসুল (সাঃ) এর ঐতিহ্য বা বাণী এর লেখ্য প্রমাণ, ধর্মীয় আইন আর নৈতিক নির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে প্রাপ্ত ও অনুসরণীয়, কোরানের পর ইসলামের ব্যাখ্যার অধিকার প্রাপ্ত দ্বিতীয় পবিত্র গ্রন্থ । "Hadith", Encyclopaedia Britannica, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/dbqT4E.

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে কাজ করা। যা নারীর সমতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং এর অগ্রগতিতে সহায়তা করে। মরক্কোয়, আমাদের সহযোগী, সংস্থা The Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF) ও নিরাপদ গর্ভপাতের অধিকারের ওপরে কাজ করছে।[৬] যথেষ্ট মজার ব্যাপার হচ্ছে, মালকি প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে মরক্কোর ইসলামী চিন্তাধারার নির্দেশনামূলক প্রতিষ্ঠান। যাদের ব্যাখ্যাকে সবচেয়ে কঠোরতম আর দৃঢ় হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং যারা স্পষ্টভাবে গর্ভপাতের বিরোধীতা করে। তথাপি, সহযোগী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সমর্থ হয়েছিল সমাজকল্যাণমূলক যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ গর্ভপাতের অধিকার নিশ্চিত করতে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বিদ্যমান আইন সংশোধনের মাধ্যমে ধর্ষণ, অজাচার, ও ভ্রুণের বিকলাঙ্গতার ক্ষেত্রে গর্ভপাতকে বৈধ্যতা দিতে সক্ষম হয়েছিল । এই কৌশল মরক্কোতে সফল হয়েছিল, যেটা ছিল একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র যেখানে সমাজকল্যাণমূলক যুক্তিগুলোর আবেদন রয়েছে এবং প্রগতিশীল রাজাকে তা বোঝানো সম্ভব হয়েছিল এবং সাধারণভাবে এখনও মূলত ধর্ম নিরপেক্ষ রয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে কাজ করলে কর্মীদের নারীর অবাধ স্বাধীনতা, চারিত্রিক সততা, অধিকার ও পছন্দের মত উচ্চতর ধারণার বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের সুযোগ করে দেয়। ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে কাজ করলে কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের অগ্রগতি সাধিত হয়, অবিবাহিত, যুবক, শিশুকাল অতিক্রান্ত ব্যক্তি, শিশুদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বিত যৌনতা শিক্ষার প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে এবং জোরপূর্বক বিয়ে, আর বিচিত্র যৌন শিক্ষা ও লিঙ্গ পরিচয় এবং অভিব্যক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি অবৈষম্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতারা সর্বজনীনভাবে জন্ম 'নিয়ন্ত্রণ' করাকে সমর্থন করে না । এটা স্বত্ত্বেও সকল ধর্মে এই বিষয়গুলোকে সমর্থন করার মত উদার ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। প্রশ্ন তখনও রয়েছে কেন উদার ব্যাখ্যা প্রায়শই ব্যবহার করা হয় না এবং ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়া হয় না? প্রাথমিকভাবে এটা মনে করার কারণ ধর্মীয় ব্যাখ্যা শুন্যের উপর ভিত্তি করে আর বই ও পন্ডিতদের সাথে একক পরামর্শক্রমে হয় না। প্রগতিশীল ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলোকে মূলধারায় আনতে ৫টি অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথম চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে কিছু সংখ্যক দেশে, শক্তিশালী নৃভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচলন রয়েছে, যা ধর্মীয় ব্যাখ্যার পটভূমি তৈরি করে। শ্রীলংকায় নারী ও গণমাধ্যমের সমষ্টিগত গবেষণায়[৭] দেখা যায় যে, রাজা পাকসের সর্বশেষ রাজনৈতিক সরকার Bodhu Bolu Sena (BSS) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশনায় পরিচালিত ডান পন্থীসংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে অধিভুক্ত। BSS এর জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য ছিল গরিষ্ঠতামূলক রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে এবং মেরিস্টোপ ইন্টারন্যাশনাল ও PSI এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে সিংহলী নারীদের বন্ধ্যা করা যায় যা সিংহলী বৌদ্ধ জনসংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। একই সময়ে, শ্রীলংকাকে বৌদ্ধ দেশ হিসাবে পরিচিত করার স্বার্থে, দম্পতি প্রতি দুটি সন্তানে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সামনে আসে। গরিষ্ঠতামূলক রাজনীতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিকে চিরস্থায়ীকৃত করতে এই প্রস্তাব যা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্যতা আবিস্কারের পথকে ব্যাহত করে।

প্রগতিশীল ব্যাখ্যার মূল আবিস্কারের জন্য দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অনেক দেশে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় সমজাতীয় রাজনীতির উৎস হিসাবে। গ্রামীণ নারীদের সামাজিক শিক্ষা সংস্থা[৮] কর্তৃক ভারতে এক গবেষণার তথ্যে উঠে এসেছে কিভাবে মিশ্র বিবাহকে (বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের মধ্যে বিবাহ) নিরুৎসাহিত এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কখনও বলপ্রয়োগে, এমনকি সহিংসতার মাধ্যমে এবং বিশেষ করে নারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে। মায়ানমারেও, সরকার মিশ্র বিবাহ নিষিদ্ধকরণে আইন প্রণয়ন করেছে,[৯] এবং মালয়েশিয়াতে একজন মুসলিমকে বিবাহ করতে হলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে[১০]। এই ঘটনাগুলোতে, একজনের সঙ্গী পছন্দ করার স্বাধীনতা ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের সমজাতিক পরিচয়ের শিকারে পরিণত হয়েছে। নৃভিত্তিক ধর্মীয় রাষ্ট্রে মিশ্র বিবাহ নিষিদ্ধ, নিরুৎসাহিত বা শাস্তি প্রদান করা হয় কারণ তারা সনাতনী পরিবার প্রথার প্রতি হুমকিস্বরূপ যেটা সামাজিক প্রজনন ও প্রাথমিক সামাজিকিকরণের মূল স্থান। তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি ততটাই

তথ্যসূত্র ও টীকা:

৬ Fadoua Bakhadda, *Religious Fundamentalism and Access to Safe Abortion Services in Morocco* (Rabat and Kuala Lumpur: Moroccan Family Planning Association and ARROW, 2016), সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/ve2W6W

৭ Smriti Daniel, Zainab Ibrahim, Darshi Thoradeniya, Edna Malkanthi, and Evangeline de Silva, *Ethno-Religious Nationalism and Sexual and Reproductive Health and Rights in Sri Lanka: A Social Media, Print Media and Policy Review* (Colombo and Kuala Lumpur: Women and Media Collective and ARROW, 2016), সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/eAM47j

৮ P. Balasubramanian, Rajalakshmi Ram Prakash, and N. Srilakshmi, *Religious Fundamentalism and Comprehensive Sexuality Education in South India* (Tamil Nadu and Kuala Lumpur: Rural Women's Social Education Centre and ARROW, 2016), সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/Y5W2pu

৯ Rachael McGuin and Nang Lao Liang Won, *Myanmar/ Burma-Breaking Barriers:Advocating Sexual and Reproductive Health and Rights* (Kuala Lumpur: ARROW, 2016), সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/JmWCEc

১০ "Freedom of Religion in Malaysia," সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/NqggBh

দৃঢ়, দারিদ্রতার পটভূমিতে যৌন ও প্রজনন অধিকার সংশ্লিষ্ট সংকীর্ণ ব্যাখ্যাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। বাংলাদেশ[১১], ইন্দোনেশিয়া[১২] আর পাকিস্থানের[১৩] গবেষণায় দেখা যায় যে, দরিদ্র, গ্রামীণ, স্বল্প শিক্ষিত সম্প্রদায়গুলো ক্ষমতা ও উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে এবং অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার একেবারেই কম।

ক্ষমতা ও সম্পদের এই দূর্লভ পরিবেশে সামাজিকতাগুলো প্রায়শই ছিল সমাজপতিদের নিয়ন্ত্রণে, ধর্মীয় নেতা ও কর্তৃত্ববাদী মানুষগুলোও ছিল এর অন্তর্ভূক্ত। এই সমাজপতিগণ সামাজিক আধিপত্যের পরম্পরা ভেঙ্গে ফেলার চেয়ে আরোপ করার ক্ষেত্রেই জেন্ডার ও ধর্ম উভয়কেই ব্যবহার করেছেন। কারণ এই সম্প্রদায়গুলোর শিক্ষা, পরিবহন ও প্রযুক্তি সকল ক্ষেত্রে নূন্যতম প্রবেশাধিকার ছিল, সহজপ্রাপ্য প্রগতিশীল ব্যাখ্যা এবং বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান নয় এমন প্রগতিশীল ব্যাখ্যাকেই সমথর্ন করেছে। এই ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে, যে কার্যক্রমগুলো ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে কাজ করছে তা নারীদের শরীর ও তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়নের চেয়ে লিঙ্গ ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা শক্তিশালী করতে বেশি প্রবৃত্ত হয়েছে।

... দৃঢ়, দারিদ্রতার পটভূমিতে যৌন ও প্রজনন অধিকার সংশ্লিষ্ট সংকীর্ণ ব্যাখ্যাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া আর পাকিস্থানের গবেষণায় দেখা যায় যে, দরিদ্র, গ্রামীণ, স্বল্প শিক্ষিত সম্প্রদায়গুলো ক্ষমতা ও উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে এবং অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার একেবারেই কম।

চতুর্থ চ্যালেঞ্জটি ছিল সীমানা নির্বিশেষে চরমপন্থী ব্যাখ্যার দ্রুত প্রেরণ আর তাতে সুনির্দিষ্ট ধর্মভিত্তিক দলগুলো ইন্ধন যুগিয়েছে। ইসলামে, এটা ছিল শক্তিশালী ওয়াহাবী/সালাফি মতবাদের উৎপত্তি যারা নারীর অধিকার ও ভূমিকার বিষয়ে তাদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের আদর্শ ব্যাখ্যা হিসেবে জাহির করেছে। খৃষ্ট ধর্মে, এটা ছিল আমেরিকান সুসমাচার প্রচারণাকারী গির্জাগুলো কর্তৃক রপ্তানীকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী, গর্ভপাত বিরোধী এবং সমকামীতা বিরোধী প্রচারণা[১৪]।

ধর্মীয় বিশ্বাসের সচেতন রপ্তানীকরণ, সেই সাথে দেশে দেশে "সমাজ কল্যাণ" আইন তৈরি এবং স্বাধীন ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদানের স্বাভাবিক সক্ষমতার ভিত্তিকে ক্রমশ দূর্বল করেছে, আর এটা ছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন্ত বাস্তবতার প্রতিফলক[১৫]। তারা এই ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো রপ্তানী করল সত্য বিশ্বাসের নিশ্চিত আনুগত্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ ধর্ম-নিরপেক্ষতা, মানবাধিকার এবং নারীর অধিকার কাঠামো খুঁজে উচ্ছেদ করতে ।

শেষ চ্যালেঞ্জটি হলো ধর্মকে অনেক দেশেই প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেওয়া হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র যাজক, ইমাম আর ভিক্ষু সমৃদ্ধ গির্জা, মসজিদ আর মন্দিরই নয় রয়েছে ধর্মীয় সংস্থা, ধর্মীয় স্কুল, ধর্মীয় স্বাস্থ্যসেবা, ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এবং ধর্মীয় আদালত, যারা অন্তর্ভূক্ত করে, বাস্তবায়িত করে, আর সেই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে রায় কার্যকর করে। সেখানে ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটি পুরো সামাজিক[১৬], অর্থনৈতিক[১৭] এবং আইনী[১৮] পদ্ধতি রয়েছে যা বিচ্ছেদ, বিশুদ্ধতা, আচার এবং মৌলবাদকে সমর্থন করে এবং শুধুমাত্র 'প্রগতিশীল' ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করতেই নয় প্রতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের ওপরও কাজ করার আবশ্যকতা তৈরি করে। বছর ব্যাপী লুথারের অনুসারী গির্জাগুলোর অধিকার-নিয়ে কাজ করা সক্রিয় কর্মীরা সামনে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছেন এবং যৌন ও প্রজনন অধিকারকে স্বতন্ত্র ধর্মীয় নেতৃত্বের চেয়ে প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুমোদন করাতে পেরেছে। নারীর শারিরীক স্বাধীনতা, সততা ও অধিকারকে শক্তিশালী এবং জোরদার করতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নিকট প্রগতিশীল ব্যাখ্যা তৈরি ও প্রসারের কাজটি অবশ্যই হাতে হাত রেখে করতে হবে। যখন ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থন করা হয়, আমাদেরকেও একই ভাবে ধর্ম হতে স্বাধীনতাকে সমর্থন করা প্রয়োজন। সেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে নবীন গণতন্ত্রে সমান বিনিয়োগ দরকার, যাতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও প্রভাব যাচাইয়ে সক্ষম হয় এবং অধিকার লঙ্ঘিত বা অনধিকার চর্চা হলে এর প্রতিকার প্রদান করে।দূর্বল শাসনের সাথে জড়িয়ে আছে অব্যাহতির সংস্কৃতি, আর এই সকল দেশগুলোতে, ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা স্বত্ত্বেও সেখানকার সরকারের সকল পর্যায়ে অবাধ দুর্নীতি

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১১ Nazme Sabina, *Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and Higher Secondary Education in Bangladesh* (Dhaka and Kuala Lumpur: Naripokkho and ARROW, 2016), সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/jvTVwe.

১২ Atashendartini Habsjah, *The Influence of Conservative Religious Interpretations on Child Marriage in West Java and East Java* (forthcoming publication by Yayasan Kesehatan Perempuan/ Women's Health Foundation and ARROW).

১৩ Nazish Brohi and Sarah Zaman, *Impact of Fundamentalist Discourses on Family Planning Practices in Pakistan* (Karachi and Kuala Lumpur: Shirkat Gah-Women's Resource Centre and ARROW, 2016), সন্নিবেশিকরণ April 27, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/4vFcRM.

১৪ Peter Montgomery, "Global Religious Right Asks 'How Far Can We Get?'; And More In The Global LGBT Recap," *Religion Dispatches*, May 2, 2017, সন্নিবেশিকরণ May 16, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/sVL3yA.

১৫ Fred R. von der Mehden, "Saudi Religious Influence in Indonesia," Middle East Institute, December 1, 2014, সন্নিবেশিকরণ May 16, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/q7rPrk.

১৬ Rose Calnin Kagawa, Andrew Anglemyer, and Dominic Montagu, "The Scale of Faithbased Organisation Participation in Health Service Delivery in Developing Countries: Systemic Review and Meta-Analysis," PLOS One 7-11 (2012): e48457, সন্নিবেশিকরণ May 16, 2017, doi:10.1371/journal.pone.0048457, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/gt1vSA

১৭ Brett Freudenberg and Mahmood Nathie, "Tax and Religion: Never the Twain Shall Meet?" (paper presented at the 9th International Tax Administration Conference, Sydney, April 8-9, 2010), সন্নিবেশিকরণ May 16, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/fs5tya.

১৮ Azahar bin Mohamed, "The Impact of Parallel Legal Systems on Fundamental Liberties in Multi-religious Societies," সন্নিবেশিকরণ May 16, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/bVEAG1

রয়েছে। অতএব, সেখানে শক্তিশালী মানুষদের দ্বারা তাদের ধর্মান্ধ কার্যক্রম গোপন করতে এবং উন্নয়ন, সুশাসন ও জবাবদিহিতার মত বড় বিষয় থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ধর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তার অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন। অধিকন্তু, আমরা যদি এই অস্থিতিশীল সময়ে সমতা, স্বাধীনতা ও অবৈষম্যের অনুকূলে সরে আসতে চাই তাহলে আমাদেরকে সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার, যাতে জাতি, ধর্ম এবং জেন্ডারের সীমা নির্বিশেষে কাজ করা যায় এবং একটি শক্তিশালী, সুসংগঠিত দল গড়তে নৃভিত্তিক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

শ্রীভানাম্থী থানীন থিরান
নির্বাহী পরিচালক, ARROW | Email: siva@arrow.org.my | Twitter: @sivanamthiT

বিশেষ নিবন্ধ

দৃঢ় প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন ঃ
ধর্মীয় চরমপন্থা, মৌলবাদ, জেন্ডার এবং মানবাধিকারের বর্তমান চালচিত্র

২০১৬ সালের বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর পর নতুন-পুরাতন চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে বিশ্ব এখন ২০১৭ সালের মাঝামাঝিতে। আমরা যদি এ বছরের দিকে তাকাই এরকম চালচিত্র দেখা যায় : যৌন ও প্রজনন অধিকার এবং জেন্ডার নিয়ে সক্রিয় কর্মীদের অনেক কাজ রয়েছে। মানবাধিকার কর্মীগণ কাজ করছেন। তারা কাজ করছেন ব্যক্তির অধিকার বা নির্যাতন হতে মুক্ত করার জন্য, অথবা পরিবেশ ও ভূমি সম্পর্কিত অধিকার আদায়ে, অথবা শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে, অথবা খাদ্য এবং পানি গ্রহণের অধিকারের জন্য, অথবা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা, সমিতি এবং আয়োজনের অধিকার নিয়ে। সুতরাং এটা মনে হয়, যে সকল নৃশংস পদ্ধতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে দিচ্ছে সেগুলো রক্ষায় আইনেরও কোন কমতি নেই। (অধিকন্তু অনাকাংখিত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পছন্দের বিষয় নিয়ে স্বাভাবিকভাবে যুক্তি- তর্ক করতে পারি: যখন পরিস্থিতি ভীতিযুক্ত হয় অথবা হুমকীর মূখে পড়ে তখন কারো অধিকারের বিষয়ে কেউ সীমাবদ্ধ থাকে না) । বিরাজমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উত্তর এবং দক্ষিণ বিশ্বের উভয়ভাগে মৌলবাদীদের মধ্যে সমচিন্তা বিরাজমান। ধর্মীয় চরমপন্থা বন্ধে প্রয়োজন শক্তিশালী ও ধারাবাহিক আলোচনা যার মাধ্যমে সমষ্টিক রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব। তাই ধর্মীয় মৌলবাদ বিষয়টিকে দেখতে হবে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে[১] এবং প্রতিরোধ করতে হবে সৃজনশীল কৌশলের মাধ্যমে ।

ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদ এবং নব্য উদার অর্থনৈতিক নীতির সাথে সংযুক্ত হয়ে সংহত হচ্ছে পুজিবাদ, যৌনবাদ, অহেতুক ভয় বা ঘৃণা, অভিবাসী সংক্রান্ত ভীতি, বিশ্বব্যাপী শরণার্থী সংকট, সামরিকীকরণ এবং অবিরামভাবে গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের। সন্ত্রাসবাদ যখন পৃথিবীর চারদিকে থাবা বিস্তার করছে। তখন প্রতিরক্ষা শিল্পসমূহ, বোমা হামলার ড্রোন, বিমান, যুদ্ধ জাহাজ বিক্রি করছে এবং সেনাবাহিনী সেগুলো বহন করে সন্ত্রাসীদের কাছে পৌছে দিচ্ছে যেগুলো বিপজ্জনক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজুড়ে মানুষও এখন জীবন রক্ষায় প্রতিনিয়ত ছোট ছোট অস্ত্র ব্যবহার করছে। ইহা সত্য

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর) চরমপন্থা ও মৌলবাদ উভয় বিষয়ে প্রতিবেদন তুলে ধরে আরও বিস্তারিত Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association (A/ HRC/32/36, on the impact of fundamentalism) প্রাপ্তিসূত্র http://undocs.org/A/HRC/32/36 ; and Report of the Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights(on religious extremism and fundamentalism) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/XA2ZNu

যে পারিবারিক, আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতা, আত্মঘাতী বোমা হামলা ও গণহত্যা, পৈচাশিক আচরণ এবং জাতিগত কোন্দলও বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি পুলিশ বাহিনীও নিদিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর লোকদের উপর নৃশংস আচরণ করছে, যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান আমেরিকান মানুষের উপর। ইতোমধ্যে তারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সরকারের লেজুড়বৃত্তি এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীদের (অথবা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অন্য যে কোন ভাষা) সঙ্গে সম্পর্ক করছে। মোটের উপর তারা সবাই রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করছে এবং রাষ্ট্রসমূহ তাদের জন্য কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করছে।

ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং এর বিপর্যয়মূলক যে কোন আলোচনা হলে এর প্রভাব পড়ে মানুষের উপর বিশেষ করে নারীদের উপর এবং তাদের যৌন ও প্রজনন সম্পর্কিত অধিকারের বিষয়ে এবং তাহা আরও অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে।

মৌলবাদকে কেউই ধারণ করে না। এমন কোন একাধিপত্যের ব্যবস্থা নেই, যেখানে কোন গোষ্ঠী, সরকার বা অঞ্চলে চিরস্থায়ী দরিদ্রতা এবং অপব্যবহার অথবা যারা দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক তৈরি, নাগরিকত্ব অস্বীকার অথবা মানবতাকে সম্পূর্নভাবে অস্বীকার করে।

কোন মৌলবাদীরা একে অপরের থেকে আলাদাভাবে কোন কাজ করেনা, তারা ক্ষমতার সঙ্গে ধর্মের অপব্যাখ্যা, ভীতিকর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি (বিশেষ করে বৈশ্বিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, পুজিবাদের অন্যান্য প্রভাব এবং ব্যবসায়িক লোভ লালসা) সরকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অনমনীয় সামরিকতন্ত্র

ধর্মীয় মৌলবাদকে সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা নারীর অধিকার অস্বীকার করে, যৌন সম্পর্কিত অভিব্যক্তি সীমিত করে এবং সংস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, এই বিষয়গুলো কিন্তু কয়েকটি প্রেক্ষাপটে আসে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ন যুগসুত্র রয়েছেঃ তাদের সকলের রয়েছে স্বতন্ত্র লিঙ্গ উপলক্ষ[২] রয়েছে। তারা কেবল সীমা লঙ্ঘন করতে পারে এবং হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারে। সর্বোপরি নারী এবং ঐ সকল জনগণ যারা সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন নয়, জেন্ডার এবং যৌনতা সর্ম্পকিত বিশেষ করে তারাই সকল এলাকায় প্রায়ই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।[৩,৪]

ধর্মীয় মৌলবাদকে সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা নারীর অধিকার অস্বীকার করে, যৌন সম্পর্কিত অভিব্যক্তি সীমিত করে এবং সংস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। চরমপন্থা/চরমপন্থীতা সম্পর্কে ধারণাসমূহ নির্ভর করে দক্ষতার সহিত ব্যবহারের উপর যার প্রভাব পড়ে ধর্মীয় নীতি এবং বাস্তব জীবনের ওপর।

যৌন ও প্রজনন অধিকার প্রসঙ্গে চরমপন্থী মনোভাব ধর্ম সম্পর্কে ভূল ধারণা তৈরি এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করে, গর্ভপাত প্রতিরোধে বল প্রয়োগ করে, যৌন শিক্ষা এবং সেবাসমূহ প্রত্যাখান করে, গর্ভপাতকারী এবং যারা গর্ভপাতে সহায়তা করে তাদের শাস্তির বিধান, নিজ গোত্র, বর্ণ এবং নিজ ধর্মীয় গন্ডীর মধ্যে বিবাহে বাধা এবং শাস্তি প্রদান, সমকামী নারী এবং পুরুষদের গ্রেফতার, যৌনকর্মী এবং তৃতীয় লিংগ (হিজরা) সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণে সমর্থন করে, যুবক ছেলে মেয়েদের স্কুলে এবং বাড়ির বাইরে না যাওয়র পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, সম্পদ জব্দ করা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেওয়া। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে তারা জোরপূর্বক বিবাহ পূর্ববর্তী ধর্ষণকে সমর্থন করে, সঙ্গী পছন্দের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা না থাকা এবং সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রেও তাই, রাজনীতিতে অংশগ্রহণে শাস্তি প্রদান এবং উত্তারাধিকার আইন বা ভূমির মালিকানা নিষিদ্ধ করে।

এক শ্রেণীর জনগণ ধর্মের অপব্যবহার করে যৌন সম্পর্কিত উগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করে এবং প্রায়শই আইন তৈরি করনে ধারাবাহিক কৌশল প্রসারিত করে : তারা মিথ্যা বলে, আতংক ছড়ায়, প্রতারণা করে, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ধারনা সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করে এবং তারা মিথ্যা ইতিহাস তৈরি

তথ্যসূত্র ও টীকা:

২ নারী মানবাধিকার কর্মীদের বিশেষ তথ্যসূত্রসহ এই প্রসঙ্গসমূহে জেন্ডার ফলাফল উল্লেখ করা আছে, দেখুন Cynthia Rothschild, ed., *Gendering Documentation: A Manual for and About Women Human Rights Defenders* (Women Human Rights Defenders International Coalition, 2016), সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/xvq7iL

৩ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, "A/ HRC/29/23 Discrimination and Violence against Individuals based on Their Sexual Orientation and Gender Identity: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights," সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/ZxPsp8.

৪ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, "A/ HRC/4/34 Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Yakin Ertürk: Intersections between Culture and Violence against Women," সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/PqBzaV

করে। বিশেষত নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষগুলো এই সকল কুটকৌশলে ঝুকির মধ্যে পড়ে এবং তারা প্রায়শই প্রথম আক্রমণের শিকার হয়।

ধর্মীয় মৌলবাদ একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান, যা সব ধর্মকেই প্রভাবিত করে থাকে। রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য অনেকগুলো গোষ্ঠী/ দল ধর্মের চরম ব্যাখ্যার সমর্থন করে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু, ইহুদী, মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মের কিছু লোকদের প্রচার-প্রচারণা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং রীতিনীতি প্রদর্শন করে যা নারী এবং যারা সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের উপর এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ে এবং যা কিনা ভ্যাটিকেন, রাশিয়ার অথোডক্স চার্চ Daesh/ISIL, বোকা হারাম, Opus Dei, the Dominionists, বা যুক্তরাষ্ট্র বা ল্যাটিন আমেরিকান ভিত্তিক খৃষ্টান মৌলবাদী বিভিন্ন দল তারা নারীর অধিকার খর্ব/অস্বীকার করার জন কৌশল গ্রহণ করে এবং নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচার করে যা অবশ্যই নারীর অধিকার পুরোপুরি অস্বীকৃতি এবং পরবর্তীতে ধ্বংশ করে দেয়।[৫]

ধর্মীয় চরমপন্থা ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ নারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের অধিকার খর্ব করে এবং যৌন স্বাধীনতার বাধাসহ আঞ্চলিক ও সর্বজনীন মানবাধিকার নিয়মের উপর আক্রমণের চেষ্টা করে। অন্য কথায় বলা যায়, যৌনতা নিয়ে আলোচনা এবং জেন্ডার পরিচয় সম্পর্কিত অধিকার সীমাবদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্র এবং সুশীল সমাজের উদ্যোগ, জাতিসংঘের কার্যকারিতা এবং এর মানবাধিকার নিয়ম-কানুন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

সাধারণ ও চলমান একটি কৌশল হলো তারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য ধর্মকে নিপুনভাবে ব্যবহার করে আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থাকে অযোগ্য, অবাধ অর্থ প্রবাহ প্রতিরোধ এবং আইনগত অবস্থাকে দূর্বল করে দেয়। ইন্টার আমেরিকান কমিশন, জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ কোর্ট সরকারীভাবে মানবাধিকার রক্ষার্থে[৬] অনেক সময় এ ধরনের বাধার সম্মূখীন হয়।

সামনের দিকে দেখা যায়, ভবিষ্যত কর্মপন্থায় মৌলবাদীদের মোকাবেলা করে মানবাধিকার সংরক্ষণ করা মানবাধিকার রক্ষা কর্মীদের জন্য অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ কাজ। জেন্ডার এবং যৌনতা সংক্রান্ত বিষয় বা অন্য কোন অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সাহসী প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ করার জন্য এখন নিঃসন্দেহে একটি উপযুক্ত সময়।

খুশির বিষয় যে, যারা অধিকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সকল ক্ষেত্রে সাহসী প্রতিরোধ করছে তাদের জন্য সৃজনশীল প্রকল্প রয়েছে।

২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে নারী সমাজ ও তাদের অঙ্গসংগঠন বিশ্ব নারী সংঘের নিকট ৬শর অধিক প্রতিবাদ উপস্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রতিক্রিয়ায় প্রথম এ ধরনের প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। ৭টি মহাদেশে ৮০টির বেশী দেশে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে এ ধরনের সমাবেশ সংগঠিত হয়। ভারতের ছাত্র/ছাত্রীরা আয়োজন করে ছিল পিঞ্জিরা তোড়ঃ হোস্টেলের তালা ভাংগার প্রচারাভিযান দিয়ে,তারা আয়োজন করেছিল দিল্লিতে নারী ছাত্রীদের নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং জেন্ডার বৈষম্যহীন আবাসনের জন্য। পিঞ্জিরা তোড় দাবি করে বৈষম্যমূলক/ যৌনতা/ বর্ণবাদী যে সকল প্রথা নারী ছাত্রীদের ওপর করা হয় তার জন্য নৈতিক নীতিমালা প্রনয়ণ করতে হবে।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে নারীর অধিকার কেন্দ্রিক এবং নারীবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীদের জলবায়ু ন্যায্যতা নিয়ে সমবেতভাবে বিশ্বময় প্রচারাভিযানের আয়োজন করে, দশ হাজারের অধিক জনগণ বিভিন্ন দেশে জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে সমবেত হয়। চলমান প্রচারাভিযানের মধ্যে ফিজির নারীদেরর রক্ষায় একটি সাধারণ প্রকল্প করা হয়েছে যেখানেই ক্ষুদ্র দ্বীপ রাজ্যের হুমকির বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নারী ও মানবাধিকার দলসমূহ নিয়মিত মিশর ও তুরস্কের স্বৈরাচারী সরকারকে সাহসিকতার সহিত চাপ প্রয়োগ করছে ফলে তারা এবং তাদের কর্মীগণ অবিরত প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগতভাবে হয়রানীর সম্মূখীন হচ্ছে।

মানবাধিকারের সর্বজনীনতার ক্ষতিসাধনে ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে অপব্যবহার করে,এমন উদ্যোগের নিরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করার জন্য নারীবাদী কর্মী এবং মানবাধিকার দলসমূহ মানবাধিকারের সর্বজনীন মান

তথ্যসূত্র ও টীকা:

৫ See, for instance, Cassandra Balchin, *Towards a Future Without Fundamentalisms: Analysing Religious Fundamentalist Strategies and Feminist Responses* (Toronto, Ontario: Association for Women's Rights in Development, 2011), সন্নিবেশিকরণ May 11, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/5JqFdJ.

৬ See, for instance, Gillian Kane, "Latin America in the Crosshairs: Alliance Defending Freedom Takes Aim," *The Public Eye*, Summer 2015, 10-21, সন্নিবেশিকরণ May 11, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/7RSLvs.

৭ Pinjra Tod: Break the Hostel Locks, সন্নিবেশিকরণ May 11, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/gVzD8L..

মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৮]

নারীবাদী প্রতিরোধকারীদের জন্য আর আকর্ষণীয় প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে ফিলিপাইনের পান্ডি দখল উদ্যোগ, যেখানে শহরের দরিদ্র নারীদের জন্য আবাসন প্রকল্প; মেক্সিকোতে নারী ও সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে চলমান উদ্যোগ; আফ্রিকান সমকামীদের স্বায়ত্বশাসন প্রকল্পের জোট যা শারীরিক স্বাধীনতার বিষয়ের সংলাপে উৎসাহিত করে; ধ্বংসাত্মক শিল্প থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ ও দখল থেকে রক্ষায় নারীদের প্রতিরোধ; বৈরুতে ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং মে দিবসে অভিবাসী গৃহ কর্মীদের অধিকারের বিষয় নিয়ে আন্তঃবিভাগীয় পথযাত্রা করে; সৌদি আরব ও কুয়েতে 'আমি আমার নিজের অভিভাবক' শীর্ষক প্রচারাভিযান করছে যার মূলে ছিল ২০১৪ সালে সৌদি আরবে নারী গাড়ী চালানোর প্রজচারাভিযান; যুক্তরাজ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ সম্মেলন; নিরাপদ গর্ভপাত অভিগমন অধিকার এবং প্রয়োজন ন্যায্যতা নিয়ে 'কলংক-মোচন প্রচারাভিযান'; নারীর স্বাস্থ্যের জন্য ২৮মে আন্তর্জাতিক কর্ম দিবস দীর্ঘ সময় ধরে চলমান এবং নারীর বিরুদ্ধে প্রযুক্তিগত সহিংসতা ইন্টারনেট প্রচারাভিযানের মাধ্যমে তুলে ধরা।

অনেকের মধ্যে অবশ্যই এসকল কয়েকটি উদাহরণ যা বিশ্বব্যাপী চিন্তাশীল, কৌশলগত এবং বহুমূখী প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। আমরা কয়েক দশক ধরে অধিকার বিষয়ক কার্যাবলী শিখছি, সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টায় আমরা কাজ করব; এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পথ পাওয়া বড় কঠিন। এবং এ বছরের মধ্যে একটি পটভূমি তৈরি করতে পারলে, আমরা বড়, সাহসী এবং উদার কৌশলের মাধ্যমে অবশ্যই লাভবান হবো। এ প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের মধ্যে আমাদের সোচ্চার, মার্জিত এবং কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যম আগামীতে আমরা সফলভাবে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারব।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

৮ Observatory on the Universality of Human Rights, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/ZYWxi4.

সিনথিয়া রোথিসচাইল্ড

নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার, নারীবাদী ও যৌন অধিকার কর্মী এবং লেখক। Email: crothschild@igc.org

রাজনীতি এবং ধর্মের কবলে এসআরএইচআর:
মালদ্বীপ, মরক্কো এবং পাকিস্তান পরিপ্রেক্ষিত

চরমপন্থার উত্থান। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মেই চরমপন্থী সংখ্যালঘুদের উত্থানকে সাক্ষী করছে যা অসহিষ্ণুতা, নীপিড়ন, এবং সহিংসতাকে সমর্থন করার জন্য ধর্মকে কাজে লাগিয়েছে। এ প্রবনতা ব্যাপক এশিয়ায় এবং তা কোন এক ধর্মের ক্ষেত্রে আলাদা ভাবে প্রযোজ্য নয়, যেমন দেখা যায় মৌলবাদ ও চরমপন্থার উত্থান মায়ানমার ও শ্রীলংকার বৌদ্ধ ধর্মে, ফিলিপাইনে ক্যাথলিজম, ভারতে হিন্দু ধর্ম এবং বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, মরক্কো এবং পাকিস্তানে ইসলাম ধর্ম।

এ প্রবণতার কেন্দ্র স্থল কোন একক ধর্ম বা ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠানের নয়, কিন্ত জাতিগত ধর্মের আর্ন্তঃসম্পর্ক এবং ব্যাপক বিস্তৃতি একটি পরিচয় সূচক হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এ সকল দেশে ধর্মীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

বিশেষ নিবন্ধ

করছে। বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে চরমপন্থী মতবাদ সমাজের উপর কর্তৃত্ব করে সাধারণভাবে বিশ্বের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করে - ভয়ভীতি, রাজনৈতিক স্বার্থ, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, এবং ধর্মীয় গ্রন্থের বিশেষবোধ/জ্ঞানের প্রয়োগ। ধর্মীয় ভাষা রাজনৈতিক ভাষা হয়ে যায় কারণ ধর্মীয় বিষয়সমূহকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ হাসিল করা হয়। যারা মৌলবাদী এবং চরমপন্থী অবস্থানের সমর্থন করছে, তারা সরকারী ও বেসরকারী পক্ষসমূহ, "শুধুমাত্র স্বর্গীয় লাভের আশায়", ক্ষমতা প্রভাব বিস্তার করে না, বরং তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার কাজে লাগিয়ে অথবা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ধর্ম ব্যবহার করে রাজনৈতিকি সংখ্যা-গরিষ্টতার ক্ষমতার বলে সামাজিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে ভবিষৎ নির্ধারন করে।[১]

ARROW এর অংশীদারগণ মালদ্বীপ, মরোক্কো এবং পাকিস্তানে যে গবেষণাটি করেছে এ নিবন্ধটি রচনা করা হয়েছে এর মূল ফলাফল, সুপারিশ, এবং ভবিষ্যৎ করনীয়র ওপর ভিত্তি করে[২]। ইহা মৌলবাদ ও চরমপন্থার, উত্থানের প্রভাব উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে, সেই সাথে ইসলামিক প্রেক্ষাপটে, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) এর উপর সংকীর্ণ ব্যাখ্যাসহ পরিবার পরিকল্পনা এবং নিরাপদ গর্ভপাত সেবার অধিকারের উপর নিদিষ্ট আলোকপাত করে।

যখন বিভিন্ন ভাবে ধর্মের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং চ্যালেঞ্জ চাপিয়ে দেওয়া হয় সবার জন্য এসআরএইচআর পালন করা, আমরা উল্লেখিত এই তিনটি দেশে একটি নমুনা দেখতে পাই পরিবার পরিকল্পনা এবং নিরাপদ গর্ভপাত সেবার অধিকার/অধিগমন বিষয়ে।

পাকিস্তানে যে গবেষণা করা হয়েছে [৩] তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পাকিস্তানে পরিবার পরিকল্পনাকে উৎসাহিত না করার বিষয়ে চরমপন্থী ও মৌলবাদের প্রভাব রয়েছে, মালদ্বীপের গবেষণায় লক্ষ্য করা যায় [৪] এদেশের পরিবার পরিকল্পনায় ইসলামনীতির উপর বিশ্বাস এবং এর উপলব্ধির প্রবণতা রয়েছে। অন্যদিকে, মরক্কো[৫] গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে দেশের অনিরাপদ গর্ভপাতের প্রকৃতি ও পরিণতি সর্ম্পকে প্রমাণ তৈরির উপর ধর্মীয় মৌলবাদ নিরাপদ গর্ভপাত সেবাগুলোর জন্য কিভাবে নীতিমালা ও প্রথা রোধ করা যায়। এই তিনটি দেশ নিবন্ধের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল দেশসসূহ সমকেন্দ্রিক-তাদের বেশির ভাগ জনসংখ্যা সুন্নি মুসলিম[৬] ; তাদের আইনী ব্যবস্থা উপনিবেশিকতার ইতিহাস দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত (পাকিস্তান ও মালদ্বীপের জন্য বৃটিশ আইন ব্যবস্থা এবং মরক্কোর জন্য ফরাসি আইন) এবং ইসলামী আইনে অন্যান্য ব্যাখ্যা শরিয়া [৭])

পাকিস্তানের রাষ্ট ধর্ম ইসলাম এবং কুরআন সুন্নাহে বর্ণিত ইসলামি হুকুম অনুযায়ী দেশের সকল আইন পরিচালিত হয়, সংবিধান প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিকরণের জন্য উপায় অবলম্বন করে, যেমন- ইসলামের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করার জন্য শরিয়া আদালত।

মালদ্বীপে, ইসলাম হল সরকারি একমাত্র রাষ্ট্র ধর্ম, এবং আইনী পদ্ধতি হল একটি ইসলামী আইন এবং ইংরেজি প্রচলিত / সাধারণ আইনের মিশ্রন। মরক্কো একটি সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক, সংসদীয় এবং সামাজিক রাজতন্ত্র দেশ। এ দেশের স্বাধীনতা থেকে আইন গঠন করা হয়েছে ফ্রেন্স সিভিল আইন এবং মুসলিম ও ইহুদি প্রথার সমন্বয়ে । মরক্কো সংবিধান মরক্কোকে আইনী ব্যবস্থা গড়ে তুলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আরেকটি সাধারণ বিষয় যে এ সকল দেশের ধর্মীয় রাজনৈতিক পরিসর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মৌলবাদ চরমপন্থার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মরক্কোর প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকান (মিনা) অঞ্চলের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরব বসন্তটি তৈরি হয়েছিল। এটি মরক্কোতেও প্রতিয়মান জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক, চাহিদা ধর্মীয় মৌলবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ব্যাপক পরিবর্তন। মালদ্বীপের ক্ষেত্রে, অতীতে ইসলামের চর্চা ছিল মধ্যপন্থী অবস্থায়,তবে বর্তমানে জিহাদী মতাদর্শের[৮] প্রবণতাসহ দেশের মধ্যে মৌলবাদী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি রয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে যে ওহাবীস সংস্কৃতিটি ক্রমস্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে (ওহাবীস[৯]) এবং সালফি জিহাদী মতাদর্শ তরুনদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে[১০]। পাকিস্তানে, ইসলাম, যা ঐতিহ্যগতভাবে অধিকাংশের ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়, এখন রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যও তা প্রদান পরিমাপক হিসেবে নির্ধারণ করা হযেছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ Sanam Naraghi Anderlini and Madeline Koch, Extremism in the Mainstream: Implications for and Actions by Women (International Civil Society Action Network, 2015), সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/fu3p4z .

২ ARROW চিহ্নিত করেছে এআরএইচআর -এ সবার জন্য সার্বজনীন প্রবেশাধিকার সম্ভব হচ্ছে না ধর্মীয় বাধার কারণে, এবং প্রমান ও বিশ্লেষণ তৈরি করার মাধ্যমে ধর্ম এবং এসআরএইআর এর মধ্যে আন্ত:সংযোগ অন্বেষণ করার জন্য ১০টি দেশে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে, যেখানে অংশীদার এবং সহযোগিদের সমন্বয়ে একটি প্লাটফরম তৈরি করা হয়েছে আলোচনা এবং প্রচার করার জন্য এবং বিদ্যমান মানবাধিকার পদ্ধতির মাধ্যমে জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য। অন্যান্য গবেষনায় যেমন- গর্ভপাত, বাল্যবয়ে, সামগ্রিক যৌনতা শিক্ষা, এসআরএইচআর সেবাসমূহে প্রবেশাধিকার এবং সতীত্ব বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত। যে সকল অংশিদারগণ গবেষণা পরিচালনা করেছেন তারা এই প্রবন্ধে অন্তর্ভূক্ত করেছেন মরোক্ক থেকে মরোক্কান পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা, মালদ্বীপ থেকে স্বাস্থ্য শিক্ষা সমিতি(এসএইচই) এবং পাকিস্তান থেকে শিরকাত গেহ নারী গবেষণা কেন্দ্র।

৩ Nazish Brohi and Sarah Zaman, National Report: Pakistan-Impact of Fundamentalist Discourses on Family Planning Practices in Pakistan (Karachi and Kuala Lumpur: Shirkat Gah-Women's Resource Centre and Asian Pacific Resource and Research Centre for Women, 2016), সন্নিবেশিকরণ May 5, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/nbBzty.

৪ Society for Health Education (SHE) and ARROW. National Report: Maldives- Perceptions of Islam and Sexual and Reproductive Health and Rights in the Maldives (2016), সন্নিবেশিকরণ May 5, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/uV2wKp.

৫ Fadoua Bakhadda, National Report: Morocco-Religious Fundamentalism and Access to Safe Abortion Services in Morocco (Rabat and Kuala Lumpur: Moroccan Family Planning Association and ARROW, 2016), সন্নিবেশিকরণ May 5, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/WbJdL2.

৬ সুন্নী মুসলমানরা ধারন করে ইসলাম হলো বৃহত্তর শাখা (আনুমানিক ৮০% - ৯০%) এবং শিয়া হলো সংখ্যালঘু। বিশ্বের ১.৬ বিলিয়ন মুসলমান একমত যে আল্লাহ এক এবং মোহাম্মদ তার প্রেরিত রাসুল এবং তারা ইসলামের প্রধান পাচটি স্তম্বকে অনুসরণ করে। যাই হোক সুন্নীরা নবী এবং তার শিক্ষার অনুশীলন এর উপর ভীষণভাবে নির্ভর করে (সুন্না) যখন শিয়ারা পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাদের ধর্মীয় নেতাদের অনুসরণ করেন।

৭ *শরিয়ত (শরিয়া)* বা ইসলামী আইন হচ্ছে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মীয় আইন। ইহা ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন হতে উদ্ভুত, বিশেষ করে কুরআন ও *হাদীস* হতে । *শরিয়ত* শব্দটি আরবী ভাষার *শরিয়া* থেকে এসেছে, এটা বলতে ব্যক্তি প্রণীত আইনের বিরোধীতাকারী ধর্মীয় ভবিষ্যৎবাণী হতে উদ্ভুত নৈতিক ও ধর্মভিত্তিক আইনী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

৮ Azara Naseem, "From Paradise Now to Paradise Hereafter: Maldivian Fighters in Syria," *The Clear Banner*, May, 11, 2015, সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/9v6uN1.

৯ সুন্নি ইসলামের একটি অংশ অতি রক্ষণশীল ও মৌলবাদী হিসাবে বর্ণিত। এটা সালাফি আন্দোলন হিসেবেও পরিচিত।

১০ American Foreign Policy Council, "Maldives" (2013), সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/kp7L1o .

পাকিস্তানের যে গবেষণা হয়েছে সেখানে ইসলামী রাজনীতিবিদদের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের ফলে হয়েছে, গত দুই দশকে জঙ্গীবাদ থেকে প্রসারিত হয়ে (জিহাদী নামে পরিচিত) সামাজিক সংস্করণ (যেমন তাবলীগ জামায়েত বা দাউহা), নামে পরিচিত।

এসআরএইচআর এবং জেন্ডার এর প্রভাব ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক অবস্থানের ধর্মের প্রভাবের পুনরুত্থান, পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবকে শক্তিশালী করে যা পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। নারীর শরীর, তাদের যৌনতা, প্রজনন ব্যবস্থা ও অধিকার এবং পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকাগুলো ধর্মীয় রাজনৈতিক দ্বন্দের একটি অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা এইসব দলগুলোর পর্যায়ভুক্ত। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ/ঐতিহ্য/আইনের বিভিন্ন সংস্করণ করে নারীদেরকে সম্প্রসারিত ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে দেখা হয়। নারীর শরীর প্রায়ই সামাজিক ও পারিবারিক উত্তরাধিকার বহন করে এবং তাদের দেখা হয় সাংস্কৃতি ঐহিত্যের ধারক এবং বাহক হিসেবে। অতএব একজন নারীর মৌলিক অধিকারের দাবিগুলো নিন্দিত হয় তার ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রদর্শনের বিবেচনায় যা তার পরিবার, সম্প্রদায় থেকে তাকে ধর্ম বহির্ভূত কাজ এবং বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে মনে করা হয় [১১]।

... একজন নারীর মৌলিক অধিকারের দাবিগুলো নিন্দিত হয় তার ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রদর্শনের বিবেচনায় যা তার পরিবার,সম্প্রদায় থেকে তাকে ধর্ম বহির্ভূত কাজ এবং বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে মনে করা হয়।

বিশেষ করে এই উদারহণগুলোতে বহুবিধ কারণে এসআরএইচআর এখনও বিরোধিতার বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। জনসাধারণ এবং সামাজিক নীতিমালা গঠনের মধ্যে ধর্মের যথাযথ প্রভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব অন্তর্ভুক্ত যা মূলত: মৌলবাদীদের মতামত এবং ধর্মীয় চরমব্যাখ্যার প্রভাবের কারণে আরো বেড়ে গেছে [১২]।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর উদ্যোগের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিপিডিওএ) [১৩] স্বীকার করে যে, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারকে সমর্থন করা প্রজনন অধিকার নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে, এটি প্রযোজ্য মালদ্বীপ, মরোক্কো এবং পাকিস্তানের মত দেশে, যেখানে ধর্মের ভূমিকা ও প্রভাব যৌন ও প্রজনন সেবার সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের বাধা হিসেবে বিবেচিত। কিভাবে ২০৩০ সালে জাতীয় কৌশল এবং কর্মসূচীসমূহে গর্ভনিরোধক সেবার বিধান ও ধারনা, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা নীতি, তথ্য ও শিক্ষা এবং সামগ্রিকভাবে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে?

প্রায় ১৮২ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ পাকিস্তান, এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তানের জন্মহার সবচেয়ে বেশী, এবং গর্ভনিরোধক পদ্ধতির ব্যবহার সবচেয়ে কম, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের সূচক বেশ দুর্বল, এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার অনেক বেশী[১৪]। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের জন্মনিরোধক সাফল্যের হার (সিপিআর) আশাপ্রদ দেখা যায়, যদিও ১৯৫০ থেকে ১৯৪০ এর দশকে এর ব্যবহার অত্যন্ত কম থাকার পরও প্রতিবছর ১.৬০% বিলম্বিত বৃদ্ধি হয়েছে। যাই হোক এই প্রবৃদ্ধি ছিল হতাশাজনক, কারণ নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকেও সিপিআর বৃদ্ধির হার দেখা যায় প্রতি বছর গড়ে ০.৭%। পাকিস্তানে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং স্বাস্থ্য জরিপে (পিডিএইচএস) দেখা যায় যে, সিপিআর এবং জন্মনিরোধক এর ব্যবহার কমেছে যা ২০০৬-২০০৭ সালের জরিপে স্থির করা ছিল। সর্বশেষ পিডিএইচএস এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৬-২০০৭ সালের ৩০% থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-২০১৩ সালে তা হয়েছে ৩৫%। যদিও পাকিস্তানে গতানুগতিক পদ্ধতি ব্যবহারকারীর অনুপাত প্রতিবেশী দেশগুলোর মতই (৭%-৯%) দেশগুলোতে আধুনিক গর্ভনিরোধক ব্যবহারের প্রবণতা অনেক কম (৪৩ -৫৩% এর তুলনায় ২৬%) [১৫]।

তথাপি মৌলবাদের উত্থান এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রসারের মধ্যে একটি সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ পারস্পারিক সম্পর্ক থাকায় পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি, বিদ্যমান শিক্ষা, ধর্মীয় নেতাদের বিরোধীতা অথবা ধারণা করা হয় যে পরিবার পরিকল্পনা একটি অনৈসলামিক কাজ।[১৬] প্রমাণ আছে যে, এইসব বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ের ধর্মীয় নেতা, সেইসাথে জাতীয় পর্যায়ের ধর্মীয় নেতাদের, নিকট থেকে প্রতিরোধ উত্থাপিত হয় সেবা ব্যবস্থায় বাধা প্রদানের মাধ্যমে, এ ক্ষেত্রে উভয়ের মতামত/ মতাদর্শ একই।

১৯৮০ সালে চালু হওয়া শিশু সুরক্ষা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সারা দেশে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মালদ্বীপে পরিবার পরিকল্পনা এবং গর্ভনিরোধক সেবা প্রদান করে। যাই হোক গর্ভনিরোধক পদ্ধতির ২৮% প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়নি এবং বিবাহিত দম্পত্তির ১৬% কোন পদ্ধতি

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১১ Lynn P. Freedman, "The Challenge of Fundamentalisms," Reproductive Health Matters 4, no. 8 (1996): 55-69. 12 Jocelyn De Jong, Rana Jawad, Iman Mortagy, and Bonnie Shepard, "The Sexual and Reproductive Health of Young People in the Arab Countries and Iran," Reproductive Health Matters, 13, no. 25 (2005): 49-59. 13 ICPD broadly defines reproductive

১২ Jocelyn De Jong, Rana Jawad, Iman Mortagy, and Bonnie Shepard, "The Sexual and Reproductive Health of Young People in the Arab Countries and Iran,"Reproductive

১৩ ICPD প্রজনন স্বাস্থ্যকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছে "প্রজনন ব্যবস্থা ও এর কার্যক্রম এবং প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, নিছক রোগ বা ব্যধির অনুপস্থিতি নয়, প্রকৃতই শারীরিক, মানসিক ও সমাজকল্যাণমূলক একটি পরিস্থিতি" হিসাবে। মানুষ যাতে নিরাপদ ও পরিতুষ্ট যৌন জীবন যাপনে সামর্থ্য হয়; বংশবৃদ্ধিতে সক্ষম হয়; এবং যদি বংশবৃদ্ধি করতে হয় তাহলে কখন এবং কত ঘন ঘন হবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারের প্রতি প্রজননস্বাস্থ্য ইঙ্গিত বহন করে/ আভাষ প্রদান করে। প্রজনন অধিকারের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত : বৈধ ও নিরাপদ গর্ভপাতের অধিকার, জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, প্রজন্ন শিক্ষার অধিকার আর মানসম্মত প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অধিকার। দেখুন Programme of Action of the International Conference on Population and Development, Cairo, Egypt, Sept. 5-13, 1994, para. 7.2, U.N. Doc. A/ CONF.171/13/Rev.1 (1995), সন্নিবেশিকরণ on May 20, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/fePEyf .

১৪ Aga Khan University, International Advocacy Seminar on Family Planning and Reproductive Health, February 12- 13, 2013 (Karachi: Department of Community Health Sciences, Aga Khan University, 2013).

১৫ National Institue of Population Studies and Measure DHS, ICF International, Pakistan Demographic and Health Survey 2012-13 (Islamabad and Calverton, Maryland, 2013), সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/rpxiXC

১৬ Fariyal Fikree, et al, "What Influences Contraceptive Use Among Young Women in Urban Squatter Settlements in Karachi, Pakistan?" International Family Planning Perspectives, 27, no. 3, (2001), সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/qAFgzz .

বিশেষ নিবন্ধ

গ্রহণ করতে চায় না এবং ১৯.৮% জনগণের কোন পরিকল্পনা নাই বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে[১৭]। মালদ্বীপে যে গবেষণা হয়েছে[৪] সেই গবেষণা উপসংহার টেনেছে এইভাবে যে, সে দেশের জনগণ পরিবার পরিকল্পনা এবং এসআরএইচআর গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি বিশেষ মনোভাবের উপর ভিন্নরূপ প্রভাব ফেলে আর এর জন্য বিভিন্ন কারণ দায়ী, কারণগুলো হলো: ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারী পন্ডিতদের নিজস্ব বিশ্বাস এবং সে আলোকে ব্যাখ্যা ও উপদেশ, ইসলামী বই পুস্তকের আক্ষরিক ও অপর্যাপ্ত ব্যাখ্যা, এবং ইসলামকি মতাদর্শের পুরোপুরি বিশ্বাসী নয় এমন সব গোষ্ঠী ও জাতির মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখ্যা।

মালদ্বীপ ও পাকিস্তানে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, পরিবার পরিকল্পনা ও গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ বিরোধীরা কোরআনের আয়াতের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে তাহলো; "কোন অজুহাতেই তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না আমি তাদের এবং তোমাদের খাদ্য ও পুষ্টি দাতা" (কো.৬:১৫১)। একই অবস্থায় সব কিছু সমানভাবে দরকারী না হলে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল -আজলে সম্মত, অথবা গ্রহনযোগ্য হিসেবে গর্ভপাত পরিহারে সম্মত হয়।[১৮] হাদিসের সংজ্ঞা অনুযায়ী, গর্ভপাত পরিহার পদ্ধতি হল তাই,[১৯] নারীদের ঐ সমস্ত আক্ষরিক গোড়া ধর্মীয় ব্যাখ্যাযুক্ত গৃহীত মারাত্মক স্বাস্থ্য নীতি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা দুধারী তলোয়ারের ন্যায় কাজ করে এ ধারনার প্রবক্তা বা ঐ সমস্ত উদ্ধৃতিকেই স্বীকৃতি দেয় যারা গর্ভপাত বিরোধী ও অন্যান্য মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ও গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহনে অন্তরায় হল সমাজে প্রচলিত পুরানো ধ্যান ধারনা যেগুলো মহানবী (সঃ) এর হাসিদের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় যা মুসলিম উম্মাহকে অনুপ্রেরণা যোগায়।[২০] তারা দাবি করে যে, অধিক জনসংখ্যা হল ভাগ্যের লিখন যা ধর্মীয় স্বীকৃত কিন্তু এর বিরোধিতা করা হল ধর্মের সঠিক পথ থেকে পথভ্রষ্টতার শামিল ।

মরক্কোতে ঠিক একই যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে।[২১] প্রকৃত পক্ষে এ সকল উদ্ধৃতি ব্যক্ত করার মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল প্রাগ-ইসলামিক আরবি প্রথাসমূহের যেমন- নবজাতক শিশু হত্যা ও কবর দেওয়া (বিশেষত মেয়ে শিশুদের) এছাড়া অভিভাবকদের দরিদ্রতার জন্য মেয়ে শিশুদের হত্যা করা হতো।

মরক্কোতে গর্ভপাত বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে শুধুমাত্র গর্ভবতী মায়ের অনুমতিক্রমে এবং তাদের জীবন রক্ষার্থে এ আইনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে অবিবাহিত মেয়ে যারা গর্ভবতী হয় তাদের জন্য গর্ভপাত করা অত্যন্ত দুরহ হয়ে পরে কেন না বিবাহপূর্বক কোন যৌন সম্পর্ক সে দেশের আইনত দন্ডণীয় অপরাধ। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে, তবুও এটা এখনও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। ২০১৫ সালে রির্পোট অনুযায়ী যেখানে লাখে ১২১ এ দাড়িয়েছে। অনিরাপদ গর্ভপাতই এধরনের মৃত্যুর মূল কারণ এ গবেষণায় আরো দেখানো হয়েছে যে এ দেশের অবিবাহিত নারী ও কিশোরীদের গর্ভপাতের প্রধান এবং অন্যতম কারন হল অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ (ডিএইচএস ২০১১), এ ক্ষেত্রে দায়ী গর্ভনিরোধক বা জন্মবিরতীকরণ পদ্ধতি গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা এবং গর্ভনিরোধক পদ্ধতির অপ্রতুল্যতা। কিশোরী মেয়েদের গর্ভধারণের হার বৃদ্ধির ফলে গর্ভপাতের হারও বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং সংকীর্ণ ধারনা জনসন্মুখে প্রকাশ পায় তখন জন নীতিসমূহ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়, যা এই ক্ষেত্রে এস আর এইচ-এর নীতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত।

মরক্কোতে, মালিকিয়া[২২] মতাবাদ এবং মালিকি ফিকাহ্ প্রয়োগ করে পারিবারিক আইন এবং স্থানীয় ট্রাইব্যুনালে প্রথাগত আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেখানকার নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন কঠোর ইসলামিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত এবং গৃহীত হয়। এজন্য গর্ভপাতের ক্ষেত্রে, ভ্রুণের উন্নয়ন সংক্রান্ত ইসলামিক ধ্যান-ধারনাগুলো বিশেষভাবে অনুধাবন ও রপ্ত করা হয়। কোরআনের কঠিন ব্যাখ্যা এবং এ ধরনের হত্যা নিষিদ্ধের কারণে গর্ভপাত আইন নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেননা আল্লাহ সকলের জীবন পবিত্ররূপে সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং সংকীর্ণ ধারনা জনসম্মুখে প্রকাশ পায় তখন জন নীতিসমূহ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়, যা এই ক্ষেত্রে এসআরএইচ-এর নীতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। শক্তিশালী ধর্মীয় দলসমূহ জনগণের বহুমুখী বিশ্বাস এবং কর্মকান্ডের চর্চার উপর আঘাত হানে এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সংরক্ষণের উপর দারুনভাবে প্রভাব ফেলে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১৭ Ministry of Health and Family, and ICF Macro, *Maldives Demographic and Health Survey 2009*, Caverton, Maryland: 2010), সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/tRAkyz

১৮ Forouzan Alaeinovin, "A Quranic and Traditional Approach to Contraceptive Methods," *World Appl. Programming* 4, no. 9 (2014): 197-205.

১৯ একটি *হাদিস* হচ্ছে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী, কর্ম বা অভ্যাসের বর্ণনামূলক বিবিধ বিবরণী এ শব্দটি এসেছে আরবী অর্থ একটি "বিবরণী", "বিবৃতি" অথবা "বর্ণনা" থেকে। ইসলামী বিধান তৈরী এবং কোরআন ও এর ওপর লিখিত তরজমা *(তাফসীর)* বোঝার ক্ষেত্রে এমমাত্র কোরআনের পর *হাদিসই* হচ্ছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

২০ *উম্মাহ* শব্দটি সাধারণত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সমষ্টিগত সম্প্রদায়কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। কোরআনে আছে, এটা সাধারণত একটি গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে যারা সার্বজনীন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী। বিশেষত তারাই যারা এটাকে পরিত্রানের ঐশ্বরিক পরিকল্পনার বিষয় মনে করে।

২১ সম্পাদকের টীকা/ব্যাখ্যা:গবেষণা কালীন সময়ে মরক্কোর দন্ডবিধি অনুচ্ছেদ ৪৫৩ অনুসারে মাতৃস্বাস্থ্যের ঝুকি থাকলেই গর্ভপাত বৈধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মরক্কো সরকার মরক্কোর দন্ড বিধি সংশোধন করে অজাচার /ানাচার ধর্ষন আর ভ'ন বিকলাঙ্গতার ক্ষেত্রে গর্ভপাতির অনুমোদন ্দয়েছে আইনে ও উদারীকরনের ফলশ্রুতিতে মরক্কোতে দৈনিক ৮০০ টি বেআইনী গর্ভপাতির ঘটনা ঘটে গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার পর বাদশা --মোহাম্মদ এই আইনের ওপর বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাল। দেখুন: Bryn Miller, "Morocco Liberalises Abortion Laws, Amends Penal Code," *Morocco World News*, June 10, 2016, সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/XMfhFU

২২ মালিকি হচ্ছে ইসলামী আইনশাস্ত্রের দ্বিতীয় মতবাদ মালিকি মতবাদের উৎস হচ্ছে কোরআন ,নবীর অনুগত্যের রীতি (*হাদিস*), ঐক্যমত *(ইজমা)*, এবং তুলনীয় ঘটনা (*কিয়াস*)। মালিকি মতালম্বীদের ইতৎমাচ ধারনা হানাফীদের চেয়ে ভিন্ন মালিকিরা মনে করে এটা দ্বারা মদিনার মানুষের দ্বারা প্রতিনিধিত্বশীল সমাজের ঐক্যমত্যকে বোঝায় সময়ের সাথে সাথে ,কিন্তু মালিকিরা মতালম্বীরা বুঝতে পেরেছে এটা হবে আইনের বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমত যা '*উলামা*' নামে পরিচিত।"ফিকাহ শাস্থের ৪টি সুন্নি মতবাদ : শাফী, হাম্বলী, মালিকি, আর হানাফী" ইসলামী আইন সন্নিবেশিত করন।

তিনটি দেশের গবেষণা থেকে জানা যায়, কট্টরবাদ, মৌলবাদ এবং ইসলামের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা মূলত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় এবং রাজনীতিবিদ ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন দলসমূহ এ ধরনের চর্চা করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হয় সেক্ষেত্রে মানবাধিকার ভিত্তিক ধারনাসমূহ বিশেষত নারীদের স্বাস্থ্য অধিকার এবং ক্ষমতায়ন কার্যক্রম ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত হয়ে পরিচালিত করতে হবে। এসআরএইচ ক্ষেত্রে যারা গবেষণা করেছেন তারা মূলত ক্ষমতার পরিবর্তন সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জেন্ডার অসমতার প্রেক্ষিতে সর্বক্ষেত্রে সমধিকার নিশ্চিত করা এবং সুবিচারের সুযোগ দান করার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন।

জাতিসংঘের সাধারণ সভায় প্রস্তাব মোতাবেক এ ধরনের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকার যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। এ পর্যায়ে জাতীয় এবং ধর্মীয় পটুভূমি মনে রেখে রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক উপেক্ষা করে মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে এবং মৌলিক স্বাধীনতা[২৩] নিশ্চিত করতে হবে।

ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপকতা বাড়াতে হবে। **এসআরএইচ** যার মাধ্যমে এর বাস্তব প্রয়োগ সহজতর তবে। ধর্মীয় প্রভাবকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। কারণ মানবাধিকার নিশ্চত করতে হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে। ধর্মীয় ব্যাখ্যা, শিক্ষা প্রদান এবং মূল্যবোধ বিশ্বব্যাপি অধিকার নিশ্চিতকরণে স্বাভাবিক ভাবেই সর্ম্পকযুক্ত। এমনকি পশ্চিমা ধ্যানধারনা এবং ধর্মের জটিলতা মানবাধিকারকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে।

এ সমস্ত দেশসমূহ গবেষণা থেকে জানা যায় যে, নীতি নির্ধারকগণের এবং ধর্মীয় নেতাদের ধ্যান ধারনা অনেক সময় ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারা তৈরি হয় না এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং কুসংস্কার প্রভাব ফেলে। এ প্রসঙ্গে অধিক গবেষণার প্রয়োজনের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্বাস কিভাবে তাদের ধ্যান ধারনা প্রভাবিত তাহা পর্যালোচনা করা।। সাক্ষ্য ভিত্তিক বির্তক এবং ইসলামিক ধ্যান ধারনা ভিত্তিক আলাপ আলোচনা এবং এসআরএইচ সংক্রান্ত অধিকারসমূহ বিশ্লেষণ করা দরকার এবং ধর্মীয় পন্ডিত বিভিন্ন পটভূমির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করা দরকার।

সমভাবাপন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে ঐক্য তৈরি করে কট্টরপন্থী এবং মৌলবাদীদের মোকাবেলা করতে হবে এবং গণমাধ্যমের সহযোগিতা, উন্নয়নমুখী ধর্মীয় পন্ডিতদের সমর্থন নিয়ে ধর্মীয় নির্দেশনা যথাযথ প্রচারে এগিয়ে যেতে হবে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

২৩ United Nations, "60/251 Human Rights Council: Resolution adopted by the General Assembly" (2006), সন্নিবেশিকরণ May 6, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/XMfhFU

মাঙ্গলা নমঃসিভাম

ARROW কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ | Email: mangala@arrow.org.my

ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ও যুব সমাজ : বাংলাদেশ ও ভারতে তাৎপর্যপূর্ণ যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা

সূচনা। যুব সমাজ[১] শুধু আমাদের ভবিষৎ নয়; তারা আমাদের বর্তমানও। তারা যদি আদর্শ জীবন যাপন করতে না পারে, অধিকার ভোগ করতে না পারে তাদের ভবিষ্যৎ হারিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।[২]

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে যুব সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশ্বের (১.৮) বিলিয়নের মধ্যে ৬০ ভাগ যুবক। তাদের বয়স ১০-২৪ বছরের মধ্যে

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ জাতিসংঘে ১০-১৯ বছর বয়সীদের কিশোর এবং ১৫-২৪ বছর বয়সীদের যুবক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এই শ্রেণীকরণের ফলে তরুণদের বয়স ১০-২৪ বৎসর নির্ধারিত হয় UNDESA *তথ্যচিত্র: যুবকের সংজ্ঞা* (তারিখ বিহীন), সন্নিবেশিকরণ October 5, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/bWdb2q.

২ Sivananthi Thanenthiran, Sai Jyothir Mai Racherla, and Suloshini Jahanath, *Reclaiming and Redefining Rights: ICPD + 20: Status of Sexual and Reproductive Health and Rights in Asia Pacific* (Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women, 2013), সন্নিবেশিকরণ May 5, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/5QKmSc

 বিশেষ নিবন্ধ

তথ্যসূত্র ও টীকা:

৩ UNFPA, UNESCO, and WHO, *Sexual and Reproductive Health of Young People in Asia and the Pacific: A Review of Issues, Policies and Programmes* (Bangkok: UNFPA, 2015), সন্নিবেশিকরণ September 10, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/Xh592G

৪ এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে কনডম ব্যাবহারের জ্ঞানের চেয়ে কনডমের সহজলভ্যতার জ্ঞান থাকা শ্রেয়, যদিও মেয়েদের জ্ঞান ছেলেদের চেয়ে কম। অন্যান্য যৌনবাহিত সংক্রমনের জ্ঞান যুবকদের মধ্যে অনেক কম।

৫ UNICEF, "Early Marriage: Child Spouses," *Innocenti Digest*, 7 (2001), সন্নিবেশিকরণ September 13, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/KpchWq

৬ ধর্মের যে তথ্যসূত্র এই অংশে রয়েছে তা নির্দেশ করে ধর্মীয় ভাবাদর্শের অপব্যবহার, ধর্মের অপব্যাখ্যা, মৌলবাদ আর চরমপন্থা।

৭ Karima Bennoune, *Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the Fight Against Muslim Fundamentalism* (NY: W.W. Norton and Co., 2013).

৮ ICAN and AWID, *Extremism as Mainstream: Implications for Women, Development & Security in the MENA/Asia Region*, সন্নিবেশিকরণ October 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/2DtBw7

৯ Centre for Reproductive Rights, *Child Marriage in South Asia: International and Constitutional Legal Standards and Jurisprudence for Promoting Accountability and Change* (2013), সন্নিবেশিকরণ October 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/eMbgwk.

১০ Shah Iqbal, "Growing Fundamentalisms: A Grave Apprehension for Women's Rights in Pakistan," *ARROWs for Change*, 14, nos. 1 & 2 (2008): 8-9, সন্নিবেশিকরণ October 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/B1Cqqf

১১ UNESCO, *Young People and the Law in Asia and the Pacific: A Review of Laws and Policies Affecting Young People's Access to Sexual and Reproductive Health and HIV Services* (Bangkok: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2013), সন্নিবেশিকরণ May 5, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/ptyi9y .

তাদের জন্য সমন্বিত যৌনশিক্ষা প্রয়োজন রয়েছে। যাদের মধ্যে অনেক অবিবাহিত যুবক রয়েছে, অনেক বিবাহিত নারীও রয়েছে যাদের বয়স ২০-২৪ বছরের মধ্যে। যাদের গ্রাম অঞ্চলে অল্প বয়সে বিয়ের প্রবণতা রয়েছে শিক্ষা কম এবং দরিদ্র। এশিয়া মহাদেশে ২৫% মেয়েদের ২০ বছরের আগেই বিয়ের আগেই প্রথম বাচ্চার গর্ভধারণ করে এ সবগুলোর কারণ মূলত আদর্শ যৌন শিক্ষা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য জ্ঞানের অভাব[৩,৪] এমনকি আধুনিক জন্ম প্রতিরোধক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তারা পায় না। উপরোক্ত, গর্ভপাতের উপর নিষেধাজ্ঞা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে যার ফলে মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।[৩]

আমাদের যুব সমাজ প্রকৃত তথ্য পায় না এবং তারা ভুল তথ্যর উপর নির্ভরশীল। অনিচ্ছাকৃত বাচ্চা ধারনের ফলে, বিশেষত অবিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে কলঙ্ক, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, স্কুল থেকে বহিস্কার, বাধ্যতামূলক বিবাহ, নির্যাতন ও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়। যুব সমাজের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ তাদের নিরাপত্তা তৈরি করে যার ফলে দায়িত্বশীল আচরণ দেখা যায় না।[৩]

যখন একজন যুবতি মেয়ের বিয়ে হয় পরিবারের সদস্যদের চাপে বাচ্চা গ্রহণ বিলম্ব করতে পারেনা এক্ষেত্রে তাদের প্রজনন ক্ষমতা প্রকাশের তাগিদ থাকে।[৩] ১৫ বছরের নীচে এবং ১৫-১৯ বছরের মধ্যে মেয়েদের মৃত্যুহারের মূল কারণ অনিরাপদ গর্ভপাতের ঝুকি, প্রসবের জটিলতা, রক্তস্বল্পতা, অধিক রক্তক্ষরণ ও অপরিপক্ক বাচ্চা ইত্যাদি।[৫] এমনকি মনসতাত্ত্বিক প্রভাব, এবং গর্ভধারণের অপ্রস্তুতি বাচ্চাদের প্রতি যত্ন না নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।[৫] কিছু মেয়েদের ক্ষেত্রে গর্ভকালীণ সময়ে শিশু জন্ম দানের সময়ে উপযুক্ত সেবা পেয়ে থাকে।

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে যুব সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশ্বের (১.৮) বিলিয়নের মধ্যে ৬০ ভাগ যুবক। তাদের বয়স ১০-২৪ বছরের মধ্যে তাদের জন্য সমন্বিত যৌনশিক্ষা প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে অনেক অবিবাহিত যুবক রয়েছে অনেক বিবাহিত নারী রয়েছে যাদের বয়স ২০-২৪ বছরের মধ্যে। যাদের গ্রাম অঞ্চলে অল্প বয়সে বিয়ের প্রবনতা রয়েছে শিক্ষা কম এবং দরিদ্র।

ধর্মী ও যৌনতা। আমরা জানি ধর্ম,[৬] বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে যুব সমাজকে যৌন শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী করে তুলে, এর ফলে তাদের শিক্ষালাভ তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সেবা মূলক অংশগ্রহণ বেড়ে যায়। জনগণের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে, ধর্মীয় প্রভাব ছোট করে দেখা যাবে না। প্রায়শই ধর্ম জীবন চলার পথ দেখায় এবং জীবনের বিভিন্ন দিকের বাস্তব ধারনা ধর্মের উপর নির্ভর করে। যার ফলে মানুষের রুচি ধ্যান-ধারনা আচরণগত বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়।

যাহোক, বাস্তবক্ষেত্রে ধর্মকে অনেক সময় রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা স্বার্থের দ্বন্দ্বে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং অন্ধ বিশ্বাস প্রচার করে এবং জোর জবরদস্তি, অসহিষ্ণুতা, সহিংসতার আশ্রয় নেয়। ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষের উপরে অত্যাচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, অধিকার অস্বীকার বা বঞ্চনা দেখা যায়।

সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতীয়তা, নৃপরিচয়ের কঠিন সংজ্ঞাগুলো বা বর্জনোন্মুখ, পিতৃতান্ত্রিকতা আর অসহনশীল সমাজের মধ্যে এবং অত্যাচারের যৌক্তিকতা ও বৈষম্য চর্চার মধ্যে উপদলীয় ফলাফল প্রায়শই সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবাপ্রাপ্তি ও অধিকারকে অস্বীকার করে।[৭,৮]

ধর্মীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে, পরিবার ও সমাজে নারীদের অব্যাহত নিরাপত্তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে করে তাদের উপর কোন দৈহিক অত্যাচার, সতীত্বের উপর আঘাত না হানে তথা তার নিজের ও পারিবারিক মর্যাদা পায় এবং তার প্রজনন ক্ষমতা ধর্মীয় অনুসারী ও পুরুষতান্ত্রিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একটি মেয়ে আজীবন পরিবারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিয়ের পর তার মালিকানা বাবার কাছ থেকে স্বামীর উপর বর্তায়। কখনও কখনও প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের উপর বর্তায়। সে তার শরীর ও যৌনতার ক্ষেত্রে সমান অধিকার অথবা সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পায়না।[৯,১০] অনেক সময় সংঙ্গীর সম্মতি প্রয়োজন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পাবার জন্য, তাকে ধর্মীয় আচার আচরণের উপর নির্ভরশীল হতে হয় বিশেষত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে।[১১]

যুবকদের যৌন প্রজনন যা ধর্মীয় আচরণের সংকীর্ণ ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং যৌন আচরণের উপর বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ

আরোপ করা হয়। ARROW কর্তৃক বাংলাদেশ ও ভারতে পরিচালিত গবেষণার তথ্য থেকে পাওয়া যায় ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো সঠিক ব্যাখ্যার অভাবে, কোন আলোচনা ব্যতিরেকেই পবিত্রতার কথা বলে পচলিত প্রথার মাধ্যমে গুনাহ বা পাপের দোহাই দিয়ে ব্যাখা দেওয়া হয়। যারা এ রীতিনীতিকে অমান্য কওে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। অনেক গ্রহনযোগ্য সামাজিক শৃঙ্খলা অর্জনের লক্ষ্যে ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস এর উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ্যারো, বাংলাদেশ ও ভারতের[১২] জাতীয় গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেখাবে যে, ধর্মীয় অনুশাসনের মাঝে অনুসন্ধানের অভাবে, সমালোচনার অভাবে গোপনীয়তা, পাপবোধ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত আছে। সেক্ষেত্রে যারা বিষয়গুলোকে দ্বিধাপূর্ণভাবে দেখে বা অবজ্ঞা করে তাদের তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

সমন্বিত যৌন শিক্ষাঃ

যুবকদের উপযুক্ত বয়স, সংস্কৃতিকভাবে, শৈল্য/ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পরিবেশন করা হয় যেখানে মানবাধিকার এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল ধারনা সমূহ প্রাধান্য পায় এবং এই তৎপরতা স্কুল ও স্কুলের বাহিরেও দেখা যায়। এর ফলে তাদের জ্ঞান দক্ষতা মনোভাব মূল্যবোধ যৌন আচরনের ক্ষেত্রে গঠনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। যার ভিত্তিতে সামাজিক উন্নয়ন সহজতর হয়।[১৬] বাবা-মা, শিক্ষক ও সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে পারস্পরিক সর্ম্পক বজায়ের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস তৈরির জন্য এই তৎপরতা অত্যান্ত গঠনমুখী।[১৭,১৮,১৯,২০]

ধর্ম সমন্বিত যৌন শিক্ষার পথে অন্তরায় (সিএসই)। [১৩] ভারতে (তামিলনাড়ু- অঞ্চলের উপর) ও বাংলাদেশের জাতীয় গবেষণা থেকে যুব সমাজের উপর ধর্মীয় প্রভাবের ক্ষেত্রে এ ধরনের শিক্ষার তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়।

যদিও ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ যাদের শাসনতন্ত্রে সমতা রক্ষা করার কথা রয়েছে, কিন্তু হিন্দু মৌলবাদী দলের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এমনকি এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্রিয় পর্যায়ে।[২১] হিন্দু কট্টরপন্থীরা 'হিন্দুত্তবাদ' বা হিন্দুত্ত নিয়ে জাতীয় ঐক্যর ডাকে অপরের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে ।[২২] তারা আধুনিকতা বর্জিত ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষণে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে।[২১]

এ মানসিকাতার কারনে ভারতীয় যুব সমাজ মোটেই উপকৃত হয়না। ভারতের বর্ধিষ্ণু যুব সমাজের জন্য এ নিয়ামকগুলো সহায়ক নয়। যৌন ও প্রজনন বিষয়ে যুব সমাজের সঙ্গে কথা বললে ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও এইচআইভি বিস্তারের বিষয়ে মতামত আসে।[২৩] যদিও যুবকদের জন্য বেশ কিছু যুব কেন্দ্রিক নীতিমালা[২৪] থাকা সত্বেও ভারত যুবকদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য প্রয়োজনীয়তাগুলো যথাযথভাবে পূরণে ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের সাথে আলাপে জানা যায় যুবকদের বহু SRH প্রয়োজন উপেক্ষিত থাকে[২৫] এবং বাস্তবায়নের জটিল সমস্যা দেখা যায়।[২৬] তারা দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে ব্যার্থ হয় যেহেতু তাদের যৌন বিদ্যা গর্ভধারন জন্ম প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর জ্ঞান অত্যান্ত সীমিত। তাদের যৌন শিক্ষাটি ঐচ্ছিক।[২৭] ২০০৬ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যুবকদের সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু সরকারী পর্যায়ে তার সাড়া মিলে নাই কারন ইহা যুবকদের নৈতিকতা ব্যহত করতে পারে যৌন উন্মাদনা বাড়াতে পারে।[২৮] হিন্দু সংরক্ষণবাদী ও কর্কটপন্থী দল সমূহ একই ধরনের পোষন করে।[২৯]

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এধরনের শিক্ষা চ্যালেঞ্জিং। শিক্ষার নিম্নমান, সমান শিক্ষা লাভের সুযোগের অভাব, অধিক ঝরে পড়ার হার বিষেশত মেয়েদের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়, যদিও এখানে প্রাথমিক শিক্ষা অবনৈতিক ও বাধ্যতামূলক।[৩০]

শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত এ খানে তিন স্তরে বিভক্ত তথা প্রাথমিক (প্রথম থেকে ৫ম শ্রেনী),[৩১] মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনী)[৩২] এবং টারশিয়ারী ও তার উর্ধ্বে। প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সরকারী স্কুল এবং রেজি: প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুল, এনজিও চালিত স্কুল, ধর্মীয় স্কুল (*মাদ্রাসাগুলো*) অধ্যায়ন করে, যার কিছু কিছু অরেজিস্ট্রিকৃত। অধিকাংশ বেসরকারী *মাদ্রাসা* প্রাথমিকও মাধ্যমিক পর্যায়ে[৩৩] রয়েছে এবং সেখানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেখা যায়।[৩৪]

সংবিধানে সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার দেবার পরও বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র ইসলাম ধর্মকে রাষ্টীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।[৩৫,৩৬] ধর্মীয় গোড়ামী ও কট্টরটমুখী মনোভাব মুলত সৌদি আরবে ওহাবীবাদ থেকে উৎপত্তি এবং সেখানে ইসলামের সংরক্ষণ নীতি অনুসরন করা হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১২ এই গবেষণা আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি উদ্যোগ যারা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যে অধিকারের সাথে ধর্মের (মৌলবাদ ও চরমপন্থা) আন্তঃসম্পর্ক তৈরীর জন্য সাক্ষ্য-প্রমান সংগ্রহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধিপরামর্শে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কাজ করছে। দশজন সহযোগী হচ্ছে : ইখতেয়ার (মিশর), লিখন কেন্দ্র নারীদের জন্য স্বাস্থ্য সংস্থা (ফিলিপাইন), মরক্কোর পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা (মরক্কো), নারীপক্ষ (বাংলাদেশ), গ্রামীন নারী সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র (ভারত), স্বাস্থ্য শিক্ষা সমিতি (মালদ্বীপ), মিশকাত গাহ্ (পাকিস্তান), ইসলামের সেবিকা (মালয়েশিয়া), নারী ও গণমাধ্যম সমগ্র (শ্রীলংকা), আর ইয়াসান কেসেহাথান পেরিমপুয়ান/ নারীর স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন (ইন্দোনেশিয়া)।

১৩ একই অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ ও ভারতের বাছাইকৃত গবেষনণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪ P. Balasubramanian, Rajalakshmi Ram Prakash, and N. Srilakshmi, *National Report: India-Religious Fundamentalism and Comprehensive Sexuality Education in South India* (Tamil Nadu and Kuala Lumpur: Rural Women's Social Education Centre and Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women, 2016), সন্নিবেশিকরণ December 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/AwVLCU

১৫ Nazme Sabina, *National Report: Bangladesh-Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and Higher Secondary Education in Bangladesh* (Naripokkho and ARROW: 2016), সন্নিবেশিকরণ December 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/BavTSd

১৬ একই সময়ে সেবাখাতকে অবশ্যই অধিকার ভিত্তিক লক্ষ্য গ্রহন করা উচিত, অবৈষম্যমূলক বাছ বিচারহীন সেবা প্রদান করতে যাতে যুব সমাজকে তাদের যৌনতা সর্ম্পকে বুঝতে সাহায্য করে এবং অপ্রত্যাশিত গর্ভধারন ও যৌনবাহিত প্রদাহ হতে তাদেরকে রক্ষা করে।

১৭ SIECUS, "What the Research Says…Comprehensive Sex Education," Sexuality Information and Education Council of the United States (2009), সন্নিবেশিকরণ December 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/w6i7Ts

১৮ UNESCO, *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed Approach for Schools, Teachers and Health Educators, Volume 1:The Rationale for Sexuality Education* (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009), সন্নিবেশিকরণ December 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/MbPUVH

১৯ UNFPA, *UNFPA Operational Guidance for Comprehensive Sexuality Education: A Focus on Human Rights and Gender. United Nations Population Fund* (2014), সন্নিবেশিকরণ December 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/NX8BKq

২০ UNFPA, Programme of Action adopted at the International Conference on Population and Development Cairo, 5-13 September 1994: 20th Anniversary Edition (United Nations Population Fund (UNFPA), 2014), সন্নিবেশিকরণ December 6, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/GWK9YA

২১ Chayanika Shah, "Hindu Fundamentalisms in India: Examining Impact and Responses by the Women's Movement." *ARROWs for Change* 14, nos. 1 & 2 (2008): 1-3, সন্নিবেশিকরণ October 13, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/L3YRo2

22 Marilen Danguilan, "Keeping the Faith: Overcoming Religious Fundamentalisms," *ARROWs for Change* 14, nos. 1 & 2 (2008): 1-3, সন্নিবেশিকরণ May 13, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/yd9a2f

২৩ Ketaki Chowkani, "Sexuality Education: Why We Need It," *Teacher Plus* (2013), সন্নিবেশিকরণ May 13, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/6nVH5b.

২৪ উদাহরনস্বরূপ, জাতীয় যুবনীতি ২০১৪ এবং জাতীয় কিশোর প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচী ২০১৪ উভয়ের লক্ষ্য হচ্ছে যুবকদের তাদের সম্ভাবনার বিকাশে সাহায্য করা, সঠিক পছন্দ বেছে নেয়ার পাশাপাশি পরবর্তীতে একটি সমষ্টিক উন্নয়নের গুরূত্ব অনুধাবনে রহ Balasubramanian, et al, 2016.

২৫ Palanisamy Balasubramanian, *Country Profile on Universal Access to Sexual and Reproductive Rights: India* (Tamil Nadu and Kuala Lumpur: Rural Women's Social Education Centre and ARROW, 2015), সন্নিবেশিকরণ June 19, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/6nVH5b.

২৬ National Family Health Survey (NFHS) 2005-2006 and International Institute of Population Sciences 2006-2007, In Balasubramanian, et al, 2016.

২৭ Gupta, et al, 2012. In Balasubramainan,et al, 2016.

২৮ Rajalakshmi, 2007. In Balasubramainan, et al, 2016.

২৯ Dasgupta, 2008 and TARSHI, 2008. In Balasubramainan, et al, 2016.

৩০ UNICEF 2009. In Sabina, 2016.

তথ্যসূত্র ও টীকা:

৩১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের আওতায়

৩২ শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে আওতায়

৩৩ *আলিয়া* মাদ্রাসা ও *কওমী* মাদ্রাসাঃ দুটি বড় বিভাগে বিভক্ত । *আলিয়া* মাদ্রাসাগুলো মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড নির্দেশিত সরকারি নীতিমালা অনুসরন করে, যা প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যক্রম অনুমোদন করে এবং শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও সাধারণ উভয় শিক্ষাই প্রদান করা হয়। *দাখিল হচ্ছে আলিয়া* ধারায় মাধ্যমিক পর্যায় (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) যা মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত পরীক্ষার মাধ্যমে শেষ হয় এবং এটি মাধ্যমিক শিক্ষা সনদ (এস এস সি) এর সমমানের হয়। *কওমী* মাদ্রাসা বেসরকারিভাবে পরিচালিত, যা হাদিস সনদ প্রদানের মাধ্যমে শেষ হয়।

৩৪ *মক্তব* (বা *নূরানী* মাদ্রাসা) এবং *ফোরকানিয়া/ হাফিজিয়া* মাদ্রাসাগুলো।

৩৫ See "Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2011," সন্নিবেশিকরণ May 17, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/roVnmr

৩৬ ধর্মনিরেপক্ষতাকে চারটি রাষ্ট্রীয় মূল নীতির একটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে (খন্ড ২.৮) বর্ণিত রয়েছে যে, ধর্ম চর্চার ফলাফল হিসাবে সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতিতে ধর্মপ্রীতি আর বৈষম্য বর্জনের মধ্য দিয়ে এটি অর্জিত হবে (ভূমিকা ও খন্ড ২.১২)। অন্য ধর্মকেও সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। In Sabina, 2016.

৩৭ Lintner. In Sabina, 2016.

৩৮ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য রূপরেখাগুলো নেয়া হয়েছে জাতীয় জনসংখ্যানীতি (২০১০), স্বাস্থ্য নীতি (২০১১),মাতৃস্বাস্থ্য কৌশলপত্র (২০১১-২০১৬),আর এইচ আইভি/এইডস ও যৌন বাহিত সংক্রমন জনিত বিষয় সংক্রান্ত সমন্বিত জাতীয় নীতিমালা এবং কিশোর প্রজনন স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০০৬ হতে, In Sabina, 2016.

৩৯ বাংলাদেশ ভূতাত্বিক ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৪। In Sabina, 2016.

৪০ Bhuiyan, 2014. In Sabina, 2016.

৪১ Naripokkho, undated. In Sabina, 2016.

৪২ গবেষণার নমুনার ভিত্তিতে সংখ্যাগত বা গুনগত পদ্ধতি করা হয়েছে যেখানে কঞ্চিপুরম জেলার থিরূপৌরার ব্লকের অভিবাবকদের উপর পরিচালিত একটি নমুনা জরিপ অন্তর্ভূক্ত। In Balasubramaniam ,et al , 2016.

৪৩ মাথা থেকে বুক পর্যন্ত আচ্ছাদিত এক রকম পর্দা, যা মুসলীম নারীরা বয়ঃসন্ধিকালের পরে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ আত্মীয় ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে পরিধান করে।

৪৪ একটি ছোট ও গোলাকৃতির ধর্মীয় টুপি যা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয়।

অনেক সময় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ, নিরপেক্ষ মুসলমান এবং নারী অধিকার ক্ষুন্ন হয়, সম্প্রতি যৌন অধীকার বিষয়ে সক্রিয় কর্মীদের হত্যার ঘটনা ঘটেছে।[৩৭] যৌন ও প্রজনন বিষয়ে পলিশিও দূর্বল।[৩৮] যুব সমাজ নেতিবাচক যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ফলাফলের কারনে কষ্ট পায়।[৩৯] মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে CSE শিক্ষা চালু করার ব্যবস্থা রয়েছে।[৪০] কিন্তু অনেক সময় যুব সমাজ যৌন ও প্রজনন বিষয়ের সাথে সম্পর্কতি তথ্য ও সেবাখাতে প্রবেশাধীকার এবং এ সেবা পেতে অভিভাবকদের অনুমতির প্রয়োজন হয়, উপরন্ত প্রতিবন্দকতা তৈরী করে।[৪১]

কে যুব সমাজের হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ? সমন্বিত যৌন শিক্ষা যুবকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলে বাস্তবে তা সবসময় লক্ষ্য করা যায় না। স্কুল পর্যায়ে CSE উপাদান সমূহে দেখা যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধারনা ভিন্নমুখী হয়ে থাকে। বিশেষত ধর্মীয়ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এর ক্ষেত্রে সমাজে গ্রহনযোগ্য আচরণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংরক্ষন আচরনগত নিয়ন্ত্রন অনেক সময় সংকীর্ণ ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তামিলনারুতে যুবতী নারীদের ক্ষেত্রে বিবাহ পূর্ববর্তী যৌন আচরন পিতা-মাতা সহজ ভাবে নেয় না। বরং তারা অধিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে আদর্শ গ্রহনযোগ্য অংশীদারদের সাথে বিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী, যৌন কর্মে যুবতীরা অভিজ্ঞ থাকে যার ফলে বিবাহ পূর্ববর্তী কর্মকান্ডে ক্ষতিকর প্রভাব তারা বুঝে উঠতে পারেনা।[৩]

বাংলাদেশী মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে সি এস ই সিলেবাস ভুক্তকরন মূলত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গ্রহনযোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়। অনেক সময় লিঙ্গ বৈষম্য বিষয় সমূহ জীব প্রজনন বিষয়াদি মাধ্যমিক বই থেকে দূর করার জন্য বাবা-মারা সচেষ্ট থাকে। যদি ও তারা যথাযথ আচরন সতিত্ব সংরক্ষন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দেয়।[১৫]

তামিলনারু বাবা-মাদের মাঝে যুবতী মেয়েদের বিয়ের পূর্বে যৌন শিক্ষার প্রতি নৈতিক প্ররোচনা থাকে। বিয়ের প্রতি অধিক মূল্যবোধের মাধ্যমে আদর্শ ও গ্রহনযোগ্য অংশীদার সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় অধিকার বঞ্চিত ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তামিলনারু বাবা-মাদের মাঝে যুবতী মেয়েদের বিয়ের পূর্বে যৌন শিক্ষার প্রতি নৈতিক প্ররোচনা থাকে। বিয়ের প্রতি অধিক মূল্যবোধের মাধ্যমে আদর্শ ও গ্রহনযোগ্য অংশীদার সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় অধিকার বঞ্চিত ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১২,৩]

বাংলাদেশী সিএসই শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিষেশায়িত প্রশিক্ষন নেই। তাদের ধ্যান-ধারনা ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যার ফলে শিক্ষাদান কৌশল অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয়। পরিবার কতৃক ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তৈরি ঐতিহ্য নিয়ন্ত্রনে শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সেখানে ছাত্রদের খোলামেলা কথা বলার সুযোগ থাকে না। ছাত্রদের বলা হয় উচ্চ পর্যায়ে এগুলো শিক্ষার সুযোগ পাবে।

যুবকদের এ ধরনের তথ্য থেকে রক্ষা করতে হবে এ ধারনাও বিরাজমান, যার ফলে শিক্ষকগণ বিব্রতবোধ করে, পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায় নারী শিক্ষকরা বেশী বিব্রতবোধ করে।[১৫]

তামিলনাডুতে বালক বালিকাদের মাঝে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব মুরব্বিরা পছন্দ করে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আর্কষণ প্রকৃতিগত স্বভাব বলে গণ্য করে। যদিও সম লিঙ্গের সম্পর্ক কোন ভাবেই বিবেচ্য নয়। যুব সমাজের কার্যাবলী ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকে নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে পিতা-মাতা ও যুবকদের মাঝে যৌন শিক্ষা প্রসঙ্গে যোগাযোগের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে বাবা-মার চেয়ে শুধু মায়ের দায়িত্ব বেশি বলে গণ্য করা হয়।[১৪]

সিএসই কি উপাদান দ্বারা গঠিত ? ভারতীয় গবেষণায় দেখা যায় CSE শিক্ষার প্রতি বাবা-মার সচেতনতা অত্যন্ত কম। অনেকেই লিঙ্গ সংক্রান্ত শিক্ষা, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা STIs সমর্থন করে থাকে। অথচ তারা কখনই বিবাহ পূর্ববতী অবস্থায় যৌন সর্ম্পকে ও যৌন বিদ্যা শিক্ষা সমর্থন করে না। যুবকদের জন্য জন্মপ্রতিরোধ ব্যবস্থা, গর্ভপাত সেবা সম্পর্কে মুরব্বিদের বিশেষ অনীহা দেখা যায়।[১৪]

তাদের ধারনা মেয়েদের জন্য শিক্ষা অধিক প্রয়োজন যে শিক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ, আদর্শ, লিঙ্গ ভিত্তিক ভূমিকা দায়িত্ব পালন সহজ হয়। বিবাহ পূর্ববর্তী যৌন জিজ্ঞাসা থেকে বিরত থাকা শিক্ষা মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যার ফলে ভয়, লজ্জা ও নির্যাতন গ্রহন যোগ্য হয় না।[১৪]

বাংলাদেশে SRH শিক্ষা ব্যবস্থা শাস্ত্রেও নৈতিকতা, জীব বিদ্যা, যৌন কর্ম ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাঠ্য বইগুলোতে ছবির পরিবর্তে হিজাব[৪৩] সহ মেয়েদের ছবি দেখানো হয় এবং ছেলেদের মাথায় নামাজের টুপি[৪৪] শোভা পায় যার মাধ্যমে আদর্শ যুবকদের প্রতি ছবি দেখানো হয়। মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পর্যায়ে (২০১৪-২০১৫)পাঠ্য বইতে কিশোর-কিশোরীদের দৈহিক মনস্তাত্তিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয় সেখানে যৌন হেনস্তা, নেশার কুফল ও অন্যান্য বাজে অভ্যাস তুলে ধরা হয়, মেয়েদের প্রথম ঋতুস্রাবের সময় মাকে জানানোর উপদেশ দেওয়া হয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য পরিস্কার কাপড় ব্যবহার ও জীবানুমুক্ত স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ

করা হয়। ছেলেদের স্বপ্নদোষ প্রসঙ্গে বাবা, পুরুষ মুরুব্বিদের সাথে আলাপ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন কর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়, বিশেষতঃ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার আলোকে সুষ্ঠুভাবে নামাজ রোজা ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের জন্যই এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা।

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা হয়। যেখানে মেয়েদের আচরণ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, নৈতিকতার উন্নয়ন, সতীত্ব রক্ষন, ধর্মীয় দায়িত্ব বোধ ইত্যাদি শেখানো হয়। HIV & AID সংক্রান্ত তথ্যাদি সমলিঙ্গ কার্যক্রমের সাথে প্রচার করা হয়। এক্ষেত্রে ও ধর্মীয় প্রভাব এবং অধিকার ভোগ ধারনা সীমিত আকারে দেখা যায়। বিভিন্ন পাঠ্য বইতে অবিশ্বাস ও নিয়ন্ত্রণজনিত অসমতা ভয় ভীতি, অগ্রহণযোগ্য আচরনের মূল কারন বলে দেখানো হয়।[১৫]

কারা বাদ গেল ? বাংলাদেশ ও ভারতে CSE শিক্ষার অভাবে শিশু এবং অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহের কারনে স্কুল থেকে অনেকেই ঝরে যায়।[৪৫] এ সমস্যা নিরসনে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে CSE চালু করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ ও ভারতে যে পর্যায়ে যৌন শিক্ষার সুযোগ রয়েছে সে পর্যায়ে যুবকরা যেতে পারেনা তা আগেই ঝরে যায়।[৪৬]

যুবকদের জন্য সিএসই নিশ্চিতকরণ : CSE শিক্ষা শুধু যৌন কর্মে উৎসাহ তৈরির জন্য নয়, বরং সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে যুবকদের আচরন, ধ্যান ধারনা এবং যৌন সক্ষমতা তৈরির উপরে গুরুত্ব দেয়া হয়।

যুবকদের ভয় ভীতি, কলঙ্ক, বৈষম্যের উর্ধ্বে থেকে যথপোযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।[৩] এ প্রসঙ্গে সঠিক কাঠামো যুবকদের অভিজ্ঞতা এবং বহুমাত্রিক অর্ন্তভুক্তির নীতি অনুসরন করতে হবে।

যৌন এবং প্রজনন সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সেবা পাওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে বিরাজমান অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের উপর ধর্মীয় প্রভাব উদঘাটন করা প্রয়োজন। ধর্মীয় পরিবেশের নিরাপদ পক্ষপাত বিহীন যথাযথ ধর্মীয় পরিবেশের আলোকে যুবকদের নির্ভয়ে আলোচনার সুযোগ, শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। ধর্মীয় পুস্তক সমূহে বহুবিধ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে যার মাধ্যমে যথাযথ বিশ্লেষণ মানবাধিকার নিশ্চিত সহ যুবকদের প্রকৃত প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে।

অধিকতর বিষয়বস্থ বিশিষ্ট প্রশিক্ষন ভিত্তিক উদাহরণসহ শিক্ষা কারিকুলাম একান্ত প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ দিতে হবে এবং এর আওতায় দক্ষতা তৈরি, শিক্ষকদের মনোভাব পরিবর্তন, অধিকার ভিত্তিক পারস্পরিক আলোচনা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিশ্বাস তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা ও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

উপসংহারে বলা যায় যুব সমাজ একই শ্রেণীভুক্ত নয়। বিশেষত প্রান্তিক যুব সমাজের জন্য বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। যেখানে কোন ধর্মীয় ভয়ভীতি লজ্জা থাকবে না।

আজরা আব্দুল কাদের
কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, পরিবর্তনের জন্য পরিবীক্ষণ ও সাক্ষপ্রমান উৎঘাটন, ARROW | Email: azra@arrow.org.my
| Twitter: @Azra_tweets

তথ্যসূত্র ও টীকা:

৪৫ Rachel Vogelstein, *Ending Child Marriage: How Elevating the Status of Girls Advances U.S. Foreign Policy Objectives* (Council on Foreign Relations, 2013), সন্নিবেশিকরণ September13, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/QRhv2o

৪৬ UNICEF, *South Asia Regional Study: Bangladesh, India, Pakistan, and Sri Lanka* (UNICEF Regional Office for South Asia, 2014), সন্নিবেশিকরণ September 13, 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/vdJp2M

দক্ষিণ বিশ্বের ভাষ্য

নারীর মানবাধিকারের জন্য সংস্কৃতি ও ধর্মের পুনঃর্বিন্যাস ঃ ফরিদা শাহেদের সাথে সংলাপ

এই সাক্ষাতকারে, ARROW কথা বলেছে দীর্ঘ দিনের নারীবাদী আন্দোলনের সক্রীয় কর্মী ফরিদা শাহেদের সাথে, যিনি ২০০৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রথম স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট পর্যালোচক (এস আর) ছিলেন।

সাক্ষাতকারটি নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করতে সংস্কৃতি ও ধর্মের পুণর্বিন্যাস নিশ্চিতকরণের পথে তার চিন্তার ওপর আলোকপাত করেছে যাতে তাদের যৌন ও প্রজনন

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ Farida Shaheed, "A/67/287 Cultural Rights," সন্নিবেশিকরণ May 17, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/nu7FNC

স্বাস্থ্য ও অধিকার (এসআরএইচআর) অন্তর্ভুক্ত এবং কিভাবে এই বিষয়গুলো তুলে ধরতে বিশেষ কর্মপ্রনালীর নির্দেশনাগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। ARROW এর কর্মসূচী কর্মী আজরা আব্দুল কাদের এবং মারিয়া মেলিন্ডা (মেলিন) এ্যানড্রু স্বাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন।

দয়া করে আমাদেরকে নিজের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

আমি পাকিস্তানের একটি প্রথম সারির নারীর অধিকার সংস্থা সিরকাত গাহ ওমেন্স রিসোর্স সেন্টার (নারীর বিকাশকেন্দ্র) এর নির্বাহী পরিচালক। আমি ওমেন্স একশন ফোরাম (ডব্লুউএএফ) নামক জাতীয় সংস্থার একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, যা নারী অধিকারের নিয়মতান্ত্রিক নাকচ রোধকল্পে ১৯৮১ সালে গঠিত হয়েছে; এবং ইসলামি আইনের অধীনে জীবন যাপনকারী নারীদের একটি আন্তর্জাতিক সংহতি নেটওয়ার্ক এর একজন প্রতিষ্ঠাতা/দলের মূল সদস্য (যার জন্য আমি সিরকাত গাহের অভ্যন্তরে দশকব্যাপী এশিয় অঞ্চলের সমন্বয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছি)।

আমি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ২৫ এর অধিক বছর ধরে কাজ করছি এবং জ্ঞান ও সক্ষমতা তৈরীর দ্বারা স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত নারীদের ক্ষমতাহীন করে রাখা সংশ্লিষ্ট পক্ষ ও কারণগুলোকে বিশ্লেষণ ও মোকাবেলা করে জেন্ডার সমতায়ক সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষে অগ্রসর হচ্ছি; নারীদেরকে সাহায্য করি তাদের এবং আইনী অধিকারের প্রতি প্রয়োগকৃত প্রথাগত রীতিগুলোর পার্থক্য নির্ণয়ে; আইনগত অধিকার; সরকারি পরিকল্পনা ও নীতিতে প্রবেশগম্যতা সহজতর করতে; এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পরিবর্তনজনিত পদক্ষেপগুলোর সমর্থনে যোগসূত্র তৈরীতে। সক্রিয়তা আমার মহতি কাজের পরিচায়ক; ধারনাগত বিশ্লেষণ আর বোঝাপড়া তৃণমূলে আমার ব্যবহারিক কাজ, জ্ঞান বিতরণ ও সক্ষমতা তৈরীর ভিত্তি। আমার অধিকাংশ প্রকাশনায় নারী, ধর্ম, পরিচয় আর রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বিষয়ে এবং কিভাবে এগুলো নারীর অধিকারের উপরে প্রভাব ফেলে তার উপর। উপরন্তু আমি অসংখ্য পুরস্কার জিতেছি এবং পাকিস্তানী নারীদের কথাগুলো আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরতে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে নেতৃত্ব দিয়েছি।

একজন বিশিষ্ট পর্যালোচক হিসাবে নারীর অধিকার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের (এসআরএইচআর) মত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা প্রায়শই তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা কেমন ছিল? দয়া করে বিশেষ কোন ঘটনা উল্লেখ করুন যদি থাকে?

সংস্কৃতিকে নারী অধিকারের প্রতি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে না দেখে পুরুষের সাথে সমধিকারের ভিত্তিতে নারীদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক অধিকারের দাবী হিসাবে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পক্ষে আমি যুক্তি দেখিয়েছি। CEDAW কমিটির সাথে আলোচনা ও পারস্পরিক যোগাযোগের পরে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ২০১২ সালের প্রতিবেদন লিখতে যা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জমা দেওয়া হয়েছিল, নারীদের দ্বারা উপভোগকৃত সাংস্কৃতিক অধিকার পুরুষের সাথে সমধিকারের ভিত্তিতে হতে হবে[১]।

রিপোর্টটিতে বিশেষত এসআরএইচআর সংক্রান্ত কোন বিষয় নেওয়া হয়নি, কিন্তু "গতানুগতিক সাংস্কৃতিক বিধানাবলী" এর প্রধান মানগুলো চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে এবং নারীরা যাতে তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যন্ত তাদের জীবনের সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের পদচারণা নিশ্চিত করতে পারে,সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কি নিরূপন করে, এর ব্যাখ্যা এবং কতটুকু রাখা যায়, বদলানো অথবা বাতিল করা যায় তার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। উপরন্তু আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, কোন সাংস্কৃতিক রীতিতে গতানুগতিক মানবাধিকারের বিধি এবং মানদন্ড বজায় রাখা হয় না; সকল সংস্কৃতিকে মানবাধিকারের দিকে অগ্রসর হতে হবে। 'সংস্কৃতির' মরণ থাবা সচেতনভাবে নারী সংস্থাগুলোর উপর আরোপ করা হয়, আমি আমার একেবারে প্রথম বক্তব্যে বলেছি যে, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার অন্তর্ভূক্ত করেছে মানুষের মর্যাদাকে খর্ব করে এমন কোন প্রথা বা রীতিতে অংশগ্রহণ না করার অধিকারটি।

এসআরএইচআর এর যে সর্বাধিক সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি আমি চিঠিপত্রে বা রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছি যা LGBTIQ গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।

আপনি কি ধর্ম, ধর্মীয় মৌলবাদ ও চরমপন্থা, নারীর অধিকার এবং নারীর অধিকারে এস আর এইচ আর এর বিষয়গুলো সম্পর্কিত বলে মনে করেন ? কিভাবে? এই

সমালোচনাগুলোকে বিবেচনা করতে হবে?

আমার প্রতিবেদনে নারীদের সম্পর্কে যা বলেছি, আমার মনে হয় আমাদেরকে প্রশ্নটা বিভিন্ন ভাবে করা প্রয়োজন। নারীদেরকে একদিকে তাদের মানবাধিকার অন্যদিকে তাদের ধর্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক সম্পৃক্তার মধ্যে বেছে নিতে বাধ্য করা উচিত নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কি করা যেতে পারে যাতে নারীরা সংস্কৃতি ধর্মের পুনঃবিন্যাসের পথে ক্ষমতায়িত হয় যা তাদের সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করে, আর কি করা যেতে পারে যাতে শোনা যায় যে, রাষ্ট্র সমান সুযোগের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেছে সকল লিঙ্গের জন্য ঃ নারী, পুরুষ, আর অন্যান্যদের।

"নারীদেরকে একদিকে তাদের মানবাধিকার অন্যদিকে তাদের ধর্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক সম্পৃক্তার মধ্যে বেছে নিতে বাধ্য করা উচিত নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কি করা যেতে পারে যাতে নারীরা সংস্কৃতি ধর্মের পুনঃবিন্যাসের পথে ক্ষমতায়িত হয় যা তাদের সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করে, আর কি করা যেতে পারে যাতে শোনা যায় যে, রাষ্ট্র সমান সুযোগের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেছে সকল লিঙ্গের জন্য...."

যে কোন বিচিত্র মৌলবাদের বিপদ হচ্ছে একাধিক পছন্দের ভুলটিকে সামনে নিয়ে আসে ঃ এর যে কোনটি আপনি বেছে নিতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ একজন নির্দিষ্ট ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যের, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরন করতে হবে, অন্যথায় পুরো গোষ্ঠীটাকেই একঘরে করে ফেলে দেওয়া হবে। বস্তুত সংস্কৃতি হচ্ছে মতদ্বৈততার নির্ধারিত স্থান আর শব্দের মানের ও বিরুদ্ধাচারণের ক্ষেত্রেও তাই এটি সদা পরিবর্তনশীল ও স্থিতিশীল নয়। সংস্কৃতি নিজেদেরকে নিয়োজিত করে দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়। কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের একক সংস্কৃতি নেই; তবে যা আছে তাতে রয়েছে সবসময় কর্তৃত্বপূর্ণ সংস্কৃতি (প্রচলিত নিয়মের আনুগত্য নিশ্চতকরণে ক্ষমতার কাছাকাছি যারা থাকে) আর রয়েছে অধঃস্তন সংস্কৃতি, প্রায়শই যেখানে মানবাধিকারের সংস্কৃতি অন্তর্ভূক্ত থাকে নারী ও সুবিধাবঞ্চিতরা ছাড়া। একটি সম্প্রদায়ের স্বাধীন হওয়া মানেই সমতা নির্দেশ করে না।

সংস্কৃতি ক্ষমতা ও ক্ষমতাহীনতার বিষয়বস্তুর সাথে গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কিত। নারীদের নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোর প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো প্রচলিত অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ আর/অথবা সম্প্রদায়চ্যুত হওয়ার ভয়। ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু সমতুল্য নয়। মানুষের জীবন পারস্পরিক সম্পর্কিত একটি জটিল সমাজিক সাংস্কৃতিগত রীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সমাজগুলোতে যেখানে ধর্ম একটি কর্তৃত্বপূর্ণ শক্তি, সেখানকার রীতিগুলো হয় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রকৃতির। ধর্মীয় জ্ঞানের অজ্ঞতা মানুষকে বিশেষতঃ নারীদেরকে পিতৃতান্ত্রিক শক্তির দ্বারা ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বার্থপর ব্যাখ্যার শিকারে পরিণত হতে সাহায্য করে। ধর্মভিত্তিক পক্ষগুলোর বৈধতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মৌলবাদী আগ্রাসনের একটি প্রবনতা হচ্ছে একটি পরিবার ও পারিবারিক আদর্শের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধিত থাকে, বিশেষতঃ যৌনতা ও প্রজননের ক্ষেত্রে, যাতে করে সমাজে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। নারী ও পুরুষের ধারনা মৌলবাদের আদর্শ শক্তিগুলো দ্বারা যথাযথ সীমা নির্দেশক হয়ে উঠেছে। দুঃখজনকভাবে আমরা পাকিস্তানে এটা দেখতে পাচ্ছি, চরমপন্থাকে অন্তর্ভূক্ত করতে।

মৌলবাদী ধর্মান্ধ দেশের সাথে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক আর্দশ ও শক্তির ঘনিষ্টতা এবং সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। যৌন রীতিনীতির ওপরে এর প্রভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান এবং একপ্রস্থ আইন সাথে করে নিয়ে আসে (আর সীমালঙ্ঘনের অনুরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে) যা নারীদের সংস্থাকে আরো নিয়ন্ত্রণ, বাধাগ্রস্থ, আর নিশ্চিত নির্দেশনার পথে পরিচালিত করতে (উদাহরণস্বরূপ কাজ না করতে, ভাল গৃহীনি/মা হতে, নিজের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিতে, ভিন্নভাবে নয়; বিশেষভাবে পোশাক পরিধান ও আচরন করতে, অন্যদের মধ্যে অন্যতম) যা বোঝায়, পাকিস্তানে এই আলোচনার সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের মধ্যে কোন সরাসরি পারস্পরিক সম্পর্কের প্রমাণ নেই, এমন কি সরাসরি সম্পর্ক নির্দেশকারী কোন গবেষণাও (আমি যতটুকু জানি) যেমন, মিলনের সময় পরিবর্তিত যৌন আচরণ।

আমি আরও মনে করি যে, এ বিষয়ে রাষ্ট্র ও অন্যান্য পক্ষগুলোর (উদাহরণস্বরূপ, দাতা সংস্থাগুলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, আর বিনোদন মাধ্যমগুলো) ভূমিকা

খতিয়ে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, দাতা সংস্থাগুলো কয়েক দশক ধরে পয়ঃনিস্কাশনের ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইমামদের (মসজিদে প্রার্থনার দলনায়ক) ভূমিকা প্রসারে কাজ করে আসছে যে কাজে অতীতে এই দলগুলোর কোন প্রভাব ছিল না। তদুপরি, সেখানে বোঝা দরকার যে ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে ধর্মের একটি ধারাবাহিক প্রবাহ এবং সাধারণ থেকে চরম ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো অপ্রাসঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত।

"আমি আরও মনে করি যে, এ বিষয়ে রাষ্ট্র ও অন্যান্য পক্ষগুলোর (উদাহরণস্বরূপ, দাতা সংস্থাগুলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো,আর বিনোদন মাধ্যমগুলো) ভূমিকা খতিয়ে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন,দাতা সংস্থাগুলো কয়েক দশক ধরে পয়ঃনিকাস্কাশনের ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইমামদের (মসজিদে প্রার্থনার দলনায়ক) ভূমিকায় প্রসারে কাজ করে আসছে যেকাজে অতীতে এই দলগুলোর কোন প্রভাব ছিল না।"

আপনি কি সম্মত যে, ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো জাতিসংঘের মানবাধিকার কৌশলগুলোর ওপর চড়াও হয়েছে? কিভাবে এবং কেন? বিষয়টি কি জাতিসংঘের বিশেষ কার্যপ্রণালীতে রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো তাদের সমর্থন আদায়ে ব্যবহৃত কৌশল, এই তদবিরকারী দলে নারীদের অংশগ্রহণ, আর যে জোট গঠনে তারা আগ্রহী তার ওপর কিছু আলোকপাত করুন?

আমি মনে করি না যে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো মানবাধিকার ব্যবস্থার ওপর চড়াও হয়েছে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, তারা তাদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (যা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের প্রতিনিধিত্বের সর্বজনীন ভিত্তি অন্বেষণের সুযোগ করে দিয়েছিল।) এটি খুবই দৃশ্যমান ছিল এবং বেজিং সম্মেলন এবং তারপরেও এটি চলতে থাকে।

যদি এই তদবীরকারীরা জাতিসংঘের সংশ্রয়ে শক্তি অর্জন করে থাকে, এর কারণ হচ্ছে কোন ধরনের সরকার নির্বাচিত হয়েছে এবং জাতিসংঘের অধিবেশনে রয়েছে। এই তদবীরকারী/ পক্ষগুলো ভীষণভাবে শক্তিশালী হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতনের পরে। উদাহরণস্বরূপ পোলান্ডের চার্চের কথা বলা যায়, পূর্ববর্তী স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের অধীনে ভিন্নমত পোষণের প্রধান সুযোগ প্রদানকারী হিসাবে বৈধতা অর্জন করেছিল এবং আধ্যাত্মিক নেতাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে আসছে যখন এটা তাদের উদ্দেশ্য উপযোগী হয়েছে। রাশিয়াতেও চার্চের শক্তিশালী উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়।

পৃথকভাবে সেখানে রয়েছে ঃ

১. দরিদ্র মুসলিম প্রধান দেশগুলোর ওপর তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর শক্তিশালী প্রভাব যা ধর্মের সাথে মিশে অগণতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রতিপক্ষ শক্তি হয়ে উঠেছে। ২. পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু সংখ্যক দেশে, আমি মনে করি একবারের জন্য দেশের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের চেয়ে চার্চ বা আশ্রমের আদলে বিকল্প আখ্যান ও কেন্দ্রের বৈধ্যতা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে; আর ৩. আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা উভয় জায়গাতেই রয়েছে ধর্মপ্রচারকারী যাজক এবং দাতব্য মিশনারীগুলোর শক্তিশালী ও বাড়ন্ত প্রভাব।

কিভাবে সুশীল সমাজ ও প্রগতিশীল উপদেশগুলো অনুরূপ প্রচেষ্টগুলোকে প্রতিহত করতে পারে যাতে নারীর অধিকার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্বলিত মানবাধিকার অর্জিত হয় ?

বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ভিত্তি, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংযোগ অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি আরো সূক্ষ্ম ।

এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যা ঘটেছে প্রসঙ্গের বাইরেও এর সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এটাকে পৃথিবীব্যাপি ভৌগলিক রাজনীতির বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, আফগানিস্তানে কয়েক দশক ধরে পশ্চিমাবিশ্ব তালেবান অনুসারীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পৃষ্টপোষকতা করেছে (যুক্তরাষ্ট্র বনাম সোভিয়েত রাশিয়া), যা তাদেরকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করেছে। যাই হোক, আফগানিস্তানে সোভিয়েতের পরাজয়ের পরে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে কিন্তু পাকিস্তানী রাষ্ট্রের একটি অংশ তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য হাসিলে তালেবানকে সৃষ্টি ও ব্যবহার করে। সুতরাং সেখানে অন্যের প্ররোচণা ছিল এবং আমি নিশ্চিত নই যে সর্বত্র একই গতিধারা বিদ্যামান কিনা। দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রাজিল রাষ্ট্রে কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ রোমান খৃষ্টধর্মাতালম্বী-ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম ও তাদের গ্রন্থগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধে চেষ্টা করছে না।

"এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যা ঘটেছে প্রসঙ্গের বাইরেও এর সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এটাকে পৃথিবীব্যাপি ভৌগলিক রাজনীতির বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত করা দরকার।"

প্রগতিশীল ফলাফল অর্জনে সুশীল সমাজ ও বিশেষ পর্যালোচক কিভাবে পরস্পরকে সাহায্য করতে ভালভাবে একত্রে কাজ করতে পারে?

আমি ARROW কে নতুন বিশেষ পর্যালোচক, করিমা বেনোনের সাথে কথা বলতে উৎসাহিত করবো, তিনি মৌলবাদী শক্তির বিষয়ে সোচ্চার।

সাধারণত, আমি সামাজিক সংগঠনগুলো ও স্বতন্ত্র তদবীরকারীদের জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ কার্যপ্রণালী বিধির আরো উত্তম ব্যবহারে আহ্বান করতাম; এগুলো সহজপ্রাপ্য এবং আমাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিক্রিয়াশীল। এটা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশেষ কার্যপ্রণালীবিধির অনুমোদন প্রাপ্তদের অবশ্যই জাতিসংঘ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে, কিন্তু আমার মত অনেকেই নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে এগুলোকে সম্প্রসারণের পথ খুঁজে পান। তাই সামাজিক সংগঠনগুলোকে একটি বিষয়ে সকল সম্ভাব্য দিক বিবেচনা করা এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক অনুমোদন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও মৌলবাদের ক্ষেত্রে আপনি স্বাস্থ্য বিষয়ে যৌন ও প্রজনন নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন, সেই সাথে সংস্কৃতি এবং নারীদের বিষয়ে দল নিয়ে কাজ করা। তথাপি, যেহেতু মৌলবাদীরা মানবাধিকার কর্মীদের আক্রমণ করে, বেশকিছু দেওয়ানি ও রাজনৈতিক অধিকারের মত বিষয় রয়েছে যেমন, বাক স্বাধীনতা, তথ্য অধিকার, এবং অন্যান্য।

এই সকল অধিকার অর্জন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোকে জাতীয় পর্যায়ে কিভাবে আরো বেশি জবাবদিহিমূলক করা যায় ?

রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা মূলত স্থানীয় সংস্থা ও তদবীরকারিদের শক্তির ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বিধি ব্যবস্থা যেমন জাতিসংঘ কেবলমাত্র সকলের জন্য পরিমাপক, বিধি এবং মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বুনিয়াদ পরিবর্তনের জন্য দরকার বুনিয়াদী দল। এ উদ্দেশ্যে, সামাজিক সংগঠনগুলোর সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং আলোচ্যসূচি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারকে আলোচনার টেবিলে নিশ্চিত করা, আর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের বিষয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীল থেকে মৌলবাদী শক্তির যে অব্যাহত নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে তা তুলে ধরা। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর বিশ্বাসযোগ্য নথিপত্র যা প্রায়শই নিখোঁজ বা অপর্যাপ্ত থাকে। সুনির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে যেখানে অধিকারকে অস্বীকার করা হয় অথবা হুমকির মুখে সে বিষয়ে বিশেষ কার্যপ্রণালীগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে; মধ্যস্থতার জন্য বিকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে হবে যেখানে দেশটি হবে রাষ্ট্রপক্ষ- জাতিসংঘ, আর এর অধীনস্থ সংস্থাগুলো এবং নির্দিষ্ট দেশের জন্য ইউপিআর প্রক্রিয়ায় প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

"... সামাজিক সংগঠনগুলোর সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং আলোচ্যসূচি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারকে আলোচনার টেবিলে নিশ্চিত করা, আর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের বিষয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীল-থেকে-মৌলবাদী শক্তির যে অব্যাহত নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে তা তুলে ধরা।"

সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা করার সময় পার্শ্ব ব্যক্তিবর্গের তালিকা এবং কার্যক্রমও তৈরী করা যেতে পারে, মানবাধিকার পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন, অথবা নিউইয়র্কের সাধারণ সভার তৃতীয় কমিটি অধিবেশনের সময়। যৌন ও প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে অনুমোদনধারীরা প্রায়শই এই ব্যক্তি তালিকার অংশ হতে পারেন। যাইহোক, এই ব্যক্তি তালিকা ও প্রচারণাসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে আগে থেকে ভালভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আপনি কি অর্জন করতে চান? এটা কি ভাষা পরিবর্তন? নতুন প্রস্তাব? এর জন্য অনেক কাজ করা প্রয়োজন বা এটা কি গৃহীত প্রস্তাবের সংশোধনী? এটা হতে পারে যৌন ও প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারীদের নবায়ন যা বাৎসরিক হয়। তাই নতুন প্রস্তাবে আলোচিত বক্তব্য/ বিষয় সংগ্রহে চেষ্ট করুন।

পরিশেষে, যাই হোক, মনে করি সামাজিক সংস্থাগুলোকে বোঝা প্রয়োজন যে, জাতিসংঘের পরিভাষা খুবই সুনির্দিষ্ট এবং মৌলবাদের ওপর কোন নতুন বক্তব্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যেহেতু বৈসাদৃশ্যপূর্ণ তাই এটা খুবই অস্পষ্টভাবে

এবং/অথবা ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত ধারণা। তাই এটি সমস্তত চরমপন্থার পরিভাষাকে কেন্দ্র করে প্রণীত বিষয়গুলোর প্রতিক্রিয়া পাওয়ার মত। যাইহোক, আপনি নারীদের ওপর আমার প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করতে পারেন, যা আমি মনে করি ভবিষ্যৎ কর্মের দিকে পথ নির্দেশ করে এবং এটি ধর্মীয় সহনশীলতার ওপর যৌন ও প্রজনন অধিকারের চেয়েও বেশি সুনির্দিষ্ট।

কিভাবে জাতিসংঘের দায়বদ্ধতা/জবাবদিহিতা কৌশলগুলো জোরদার/শক্তিশালী করা যায় ধর্মীয় মৌলবাদ ও চরমপন্থা বৃদ্ধির মুখে এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে? আপনি এগুলোকে অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বয়সাধন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি, বিশেষ করে নিউইয়র্কের নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যোগগুলো /প্রক্রিয়াগুলো যেমন ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়নের আলোচ্যসূচী? কিভাবে এটা করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

আমি দায়বদ্ধতার কৌশলের কোন চটজলদি পথ চিন্তা করতে পারি না। বিশেষ কার্যপ্রণালীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে অনুমোদনধারীরা কি সর্বজনীন পর্যায় ক্রমিক পর্যালোচনার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত যার জন্য সকল রাষ্ট্রকে প্রতিবেদন দিতে হয়। সেখানে সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্রগুলো সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখান করতে পারে। গৃহীত সুপারিশ, তথাপি, এর তত্ত্বাবধানকে আরো সহজতর করে।

"মানবাধিকার প্রক্রিয়াটিকে সমন্বিত হতে হবে, আর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে দেখতে, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে।"

যৌন ও প্রজনন অধিকারের অনমোদনকারীরা উপরন্তু যুক্তি দেখিয়েছে (কমপক্ষে আমার সময়কাল ২০১০ হতে) যে, সেখানে মানবাধিকারের জন্য জাতিসংঘের সকল সংস্থা ও পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। আমরা বলছি যে, আমরা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ধারণা প্রদানে আনন্দ ও আগ্রহের সাথে সহযোগিতা করতে পারি। যাই হোক, আমরা দেখতে পাই যে, দেশীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে মানবাধিকারকে সমন্বিত করা হয়েছে বা হয়নি তা কে দায়িত্বে রয়েছে তার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সেখানে বিশাল বাজেটের বিষয়টিও জড়িয়ে আছে, যেহেতু মানবাধিকার জাতিসংঘের তৃতীয় ভিত্তি, তা স্বত্ত্বেও, খুবই ক্ষুদ্র অর্থায়ন[২] লাভ করে। মানবাধিকার প্রক্রিয়াটিকে সমন্বিত হতে হবে, আর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে দেখতে, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে। তথাপি, সনাতন পদ্ধতি/পথে এটি হওয়ার কারণে এটা অতিমাত্রায় কঠিন, উদাহরণস্বরূপ, উন্নয়নের আলোচনা ও মানবাধিকারের মধ্যে বিভাজন। উন্নয়ন অধিকারের চারিদিকে মানবাধিকারের যে নতুন সূচকগুলো রয়েছে তা সামনে অগ্রসরের পথ হতে পারে এবং তা আরো অন্বেষণ করতে থাকা উচিৎ। আরো মনে রাখা উচিত যে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা একটি কঠামো হিসাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের ভূমিকা/ সুযোগকে খর্ব করে।

ফরিদা শহীদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে এই ইমেইলে ঃ ***farida@sgah.org.pk.***

তথ্যসূত্র ও টীকা:

২ মানবাধিকার জাতিসংঘের ৩টি স্তম্ভের একটি (অন্য দুটি হলো উন্নয়ন আর শান্তি ও নিরাপত্তা) এর জন্য সম্পূর্ণ বরাদ্দ হচ্ছে জাতিসংঘের ২০১৪/১৫ সালের মোট বাজেটের মাত্র ৩% কিছু বেশি। এটা সাধারণ পরিষদ ও মানবাধিকার কাউন্সিল প্রদত্ত মানবাধিকার বিষয়ক ক্ষমতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত । "Funding and Budget," সন্নিবেশিকরণ 9 March 2016, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/4xGQE4

জেন্ডার ন্যায় বিচার অন্বেষনে ধর্মকে জিজ্ঞাসাবাদ ঃ

ফুলাতা ময়োর সাথে সংলাপ

ARROW-র ম্যারিয়া ম্যালিন্ডা (মেলিন) এন্ডো কথা বলেছেন নারীবাদে বিশ্বাসী একজন বিশেষজ্ঞ কর্মী ফুলাতা ময়োর সঙ্গে তার পথ পরিক্রমা এবং জেন্ডার সুবিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে তার যে কাজ তার ওপর।

দয়া করে আপনার পরিচয় দিনঃ

আমি এ সময় WCC এর পক্ষ থেকে কথা বলছি না। আমি ফুলাতা ময়ো। ফুলাতা অর্থ আমার জন্মের সময় পা প্রথম এগিয়ে আসে। আমি নারী কর্মী হিসেবে জেন্ডার জাস্টিস অর্জনের লক্ষে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমি WCC এর একজন প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ এবং সেখানে ধর্মীয় নারী আন্দোলন এবং জেন্ডার জাস্টিস এর ক্ষেত্রে পুরুষের প্রভাব নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়া সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে ইউনাইটেড ন্যাশনালের ভূমিকা নিয়ে কাজ করি। আমি USA হার্বাড স্কুলের গবেষক ছিলাম (আগস্ট ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮), ২০১৭-২০১৮ শিক্ষা বর্ষে ধর্মীয় প্রোগ্রামে নারী শিক্ষার প্রভাবের উপর আমি গবেষণারত থাকব। আমি কাটার সেন্টারে একজন একনিষ্ট গবেষণা কর্মী এবং SFRF এর গবেষনাকালীন সদস্য। সুইডেনের লাইফ এন্ড পিস ইনস্টিটিউটের বোর্ড সদস্য এবং আফ্রিকান নারী সংঘের অন্যতম সদস্য। আমার গবেষণার ধরন কিভাবে আফ্রিকান নারীগণ গল্প তৈরি ও ধর্মীয় চিন্তা মৌলবাদী পরিবেশের জটিলতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিশেষত নারীদের প্রতি সহিংস কার্যক্রম উপশমের জন্য।

আপনি কি দয়া করে লিঙ্গ ন্যায্যতার (Gender Justice) অন্বেষণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করার বিষয়ে বিশদভাবে বলবেন?

আমি মালাইতে জন্ম গ্রহন করি। অল্প বয়সে আমাকে যৌন যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। শিশু হিসেবে আমি অনেকটাই বিচ্ছিন্ন থাকতাম এবং নিজের মনবল ধরে রাখার চেষ্টা করতাম। আমি ঈশ্বরের বিশ্বাসী ছিলাম। তিনি আমার কান্না শুনবেন এবং যিনি নারীদের দুঃখ বুঝেন। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে আমি বড় হয়েছি যেখানে নারীরা অবহেলিত তাদের মূল্যায়ন কম। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে পিতা হিসেবে দেখা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আফ্রিকান ধর্মীয় সার্কেলে আমি যোগদান করি সেখানে ধর্মীয় উপলব্ধি সংস্কৃতি নারীদের ভূমিকা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে সেটা আমাদের জন্য সহায়ক।

আমি যখন জেন্ডার জাস্টিস এর ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলি আমি শুধু ধর্মীয় ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেই না বরং ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীদের প্রতি অবিচারের কারন এবং জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলি।

বিশ্বাসের জায়গা থেকে ধর্মের পিতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উথাপনের ক্ষেত্রে কোন চাপের অভিজ্ঞতা রয়েছে কি না?

হ্যা আমি প্রচুর আঘাত পেয়েছি। আমি স্মরণ করি যে আমি যখন মন্দিরে সেবিকা হিসেবে থাকতে চাই তারা আমাকে সুযোগ দেয় নাই, অবজ্ঞা করেছে এটাই আমার হতাশার কারন।

এটা সম্ভব এই রকম যে যারা বাধ্য থাকে ও প্রশ্ন করে না তারাই ভাগ্যকে স্থির করে দিতে পারে । আপনি কি মনে করেণ ধর্ম, ধর্মীয় মৌলবাদ ও চরমপন্থা, আর নারীর অধিকার এর অন্তর্ভূক্ত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) পরস্পর সম্পর্কিত ?

হ্যা এবং না। কারন নারীদের সহিংস আচরণ ধর্মীয় মৌলবাদীগণ সঠিক মনে করে । অপর দিকে না সূচক উত্তরের কারন ধর্ম যদি জীবন সংক্রান্ত বিশ্বাস ও নীতি ভিত্তিক হয় সেক্ষেত্রে স্রষ্ঠা ও সৃষ্টির সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে মৌলবাদ গ্রহনযোগ্য হতে পারেনা। বাস্তবতা হল ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীদের অধিকার সংরক্ষণ তথা তাদের যৌন প্রজনন ক্ষমতার বৃদ্ধি ধর্মীয় অনুশাসনের বিশেষ দিক হওয়া উচিত।

ধর্ম হচ্ছে জীবন সম্পর্কিত এবং মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয় কারণ এটি সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক বিষয়ক বৈশিষ্টস্বরূপ। যখন আপনি এভাবে দেখবেন তখনই আপনি দেখতে পারবেন যে বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ ধার্মিক হয়ে যায়। যেহেতু মানবিকতা নারী-পুরুষ সব লিঙ্গের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে তাই তার অর্থ দাড়ায় কল্যাণ ও মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি নারীপুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যৌন ও প্রজনন অধিকার নারী-পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই মুখ্য, সুতরাং আমার মতে ধর্মই এ বিষয়টিকে পালন করতে পারে।

> "... যেহেতু মানবিকতা নারী-পুরুষ সব লিঙ্গের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে তাহলে তার অর্থ দাড়ায় কল্যাণ ও মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি নারীপুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যৌনও প্রজনন অধিকার নারী-পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই মুখ্য, সুতরাং আমার মতে ধর্মই এ বিষয়টিকে পালন করতে পারে। "

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ পিতৃতান্ত্রিক-প্রভুত্ব হচ্ছে পিতৃতন্ত্র ও প্রভূত্বের একটি মিশ্রণ। যদিও নারীবাদী আলোচনায় বলা হয়েছে, পিতৃতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ক্রম যা পরুষদেরকে নারীদের উপর নিয়ন্ত্রন ও শাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয়। ক্যারিয়ারচি (প্রভুত্ব) শব্দটি গ্রীক শব্দ "প্রভু" বা "কর্তা" (kyrios) হতে এসেছে। এটাকে শব্দ হিসেবে উদ্ভাবন করেছেন Elisabeth Schussler Fiorenza যা পিতৃতন্ত্রের তাত্ত্বিক অপ্রতুলতাকে স্বীকার করে কিভাবে বাস্তবতার মধ্যে অত্যাচার সংগঠিত হচ্ছে -যদিও সকল পুরুষ সকল নারীকে নিয়ন্ত্রন বা শাসন করতে পারে না; সেখানে জাতি, শ্রেণী, আর জাতীয়তা অন্তর্ভূক্ত যা নির্ধারণ করে কোন পুরুষ কোন নারীকে নিয়ন্ত্রন/শাসন করবে। উদাহরণস্বরূপ, কালো মানুষদের সাদা নারীদের ওপর নিয়ন্ত্রন নেই। সুতরাং, আমি পিতৃতান্ত্রিক-প্রভুত্বকে একটি সামাজিক (সাংস্কৃতিক) ব্যবস্থার পটভূমি হিসাবে আমার শৈশবকে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহার করেছি, যেখানে পরুষকর্তৃক নারীর ওপর নিয়ন্ত্রন/শাসন ছিল কিন্তু বয়স ও শ্রেণী নির্ধারণ করত কোন পুরুষ কোন নারীকে নিয়ন্ত্রন/শাসন করবে। বয়স্ক নারীরা ছিল পরিবারের কর্ত্রী তারা প্রায়শই কম বয়সী পুরুষদের নিয়ন্ত্রন/শাসন করতে পারত। পিতৃতন্ত্রের ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য, দেখুন: Elisabeth Schussler Fiorenza, *Wisdom Ways: Introducing Feminist Biblical Interpretation* (New York: Orbis Books, 2001),"Glossary, 211."

আপনি সকল লিঙ্গের অন্তভূক্তির কথা বলেছেন, আপনার দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ ছাড়াও অন্যান্য লিঙ্গ অন্তর্ভূক্ত কি?

হ্যা আমি মনে করি নারী পুরুষ ছাড়াও লিঙ্গ পরিচিতির সুযোগ রয়েছে যেখানে বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মানুষ ধার্মিক হয়। মানবিক মূল্যবোধ পুরুষ ও নারীর প্রতি সম মর্যাদা দিয়ে থাকে। নর ও নারীদের

সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাদের যৌন ও প্রজনন অধিকার ধর্মীয় অনুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। পুরুষ এবং নারী উভয়ের প্রতি মানবিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করতে হবে। তাদের যৌন এবং প্রজনন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

WCC এর LGBTIQ এর অধিকার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন আনুষ্ঠানিক অবস্থান নাই কেন ?

WCC এর LGBTIQ এর অধিকার প্রেক্ষিতে সম্পষ্ট ধারনা নেই ৩৮৪টি সদস্য গীর্জা থাকা সত্বেও তাদের মাঝে একতা নাই, সংঘবন্ধ ধ্যান ধারনা নাই তবে মৌলিক নীতি এই যে প্রতিটি ব্যাক্তির মর্যাদা রক্ষা করা ধর্মের মৌলিক দায়িত্ব। কোন কোন গির্জায় সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে কোথাও আবার অভাব দেখা যায়।

আপনি কিভাবে মনে করেন প্রগতিশীল বিশ্বাস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গুলো সকলকে অন্তভূক্ত করনের লক্ষ্যে ও LGBTIQ এর কর্ম পরিকল্পনা ব্যাবহার করা য়েতে পারে?

এ প্রসঙ্গে জনগণের ফোরাম তৈরির প্রয়োজন যেখান প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সমবেত উদ্যাগ নেয়া যেতে পারে।

> "আমরা জানি যে, স্পষ্ট ধারনা এবং জ্ঞানের অভাবে অনেক বাধা আসে সে প্রেক্ষিতে পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময় দ্বারা সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে।"

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে সংস্কারবাদী এবং রক্ষনশীলদের মাঝে পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্ভয়ে উভয় গ্রুপ তাদের ধ্যান ধারনা প্রকাশ করতে পারবে এবং সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনে এগিয়ে আসবে। স্পস্ট ধারনার অভাবে নানা রকম অন্তরায় তৈরি হয় যার ফলে একে অপরের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির তৈরি হয় এবং আলাপ আলোচনা বিঘ্নিত হয়। স্পষ্ট ধারনা এবং জ্ঞানের অভাবে অনেক বাধাঁ আসে সে প্রেক্ষিতে পারস্পরিক আলোচনা মত বিনিময় দ্বারা সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে।

তৃতীয় পদক্ষেপ সাংস্কৃতি অভিজ্ঞতা ও বোঝাপড়া অফ্রিকার মত দেশে ধারুন ভূমিকা রাখে। সেখানে পশ্চিমা ধ্যান ধারনা তারা গ্রহন করতে রাজি নয়। সুতরাং এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।

নারী ও যুব সমাজের যৌন ও প্রজনন অধিকারের ওপর ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদ এবং চরমপন্তার অপব্যবহারর কি পরিনাম হয়ে আনছে? সমাজে ও জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘের সাথে আপনার সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা থেকে দয়া করে উদ্ধৃত করুন।

নারীদের প্রতি সহিংসতা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ধর্মীয় সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা দুর করতে হবে, ধর্মীয় আইন এবং নীতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। UN সাধারন কাউন্সিলের নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ণ করতে হবে। বাল্য বিবাহ নিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ধর্মীয় সংঘসমূহের মাঝে পারস্পরিক মত বিনিময় করে ধর্মীয় নেতাদের সাধারণ জনগণের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে হবে।

কিভাবে ধর্মীয় মৌলবাদিরা সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এবং উপসংহাওে উপনীতি হয় যে জাতিসংঘ ধমীয় আইনের মৌলবাদি ব্যাখ্যা ব্যবহার করছে আপনার অভিজ্ঞতা হতে আপনি দয়া করে কিছু সুনির্দিষ্ট উদাহরন দিতে পারেন কি?

নিউইয়র্কের ইউনাইটেড ন্যাশনাল কমিশনের নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা এবং জেনেভাতে মানবাধিকার সেশনসমূহে আমি অংশগ্রহণ করি। এক সময় জাতিসংঘে পরিবার উন্নয়নের উপর কাজের তাগিদ আসে। বিভিন্ন দল তথা চার্চ গ্রুপ পরিবারকে কট্টরভাবে সংজ্ঞায়িত করে। কোন কোন চার্চসমূহ শত বছরের আগের ধ্যান ধারণা অনুসারে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করে। বাস্তবক্ষেত্রে অনেক গীর্জাসমূহের বিবাহপূর্ব সহঅবস্থানে দৃষ্টিভঙ্গী সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমার PHD গবেষণা করাকালীন সময়ে দেখতে পাই যে, বিবাহের পূর্ববর্তী বহুমুখী যৌন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ক্যাথলিকদের আদর্শের পরিচায়ক। এক পর্যায়ে ১৬ জোড়া দম্পতি এব মাঝে ১২ জোড়াকে এ অবস্থা দেখতে পাই। একজন ধর্মযাজক অপর দুই দম্পতি এ কর্মকান্ড দেখাশুনা করে অথচ তারা এমন ভান করে যে, তারা কিছুই জানে না, এবং তারা বিবাহ পূর্ববর্তী মেলামেশার বিপক্ষে প্রচার করে। এই কাজটা এতটাই

প্রতরণামূলক যে, প্রকৃত রহস্য উৎঘাটন না করে সততার পথে তারা ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রাখে। কট্টর পন্থীদের এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক আচরণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সামাজিক বাস্তবতায় ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থাদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। যার ফলে স্বকীয় স্বাধীনতা ও পবিত্রতা তৈরি হতে পারে। পবিত্র বাইবেল পর্যবেক্ষণ করে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার সহজ হতে পারে। ধর্মীয় সংঘগুলোর মাঝে চলমান রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নির্দিষ্ট ভাষায় অনেক সময় জটিলতা আসতে পারে যদি না তারা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারে।

ধর্মীয় মৌলবাদের বিরোধীতা করে মানবাধিকার এরঅন্তভূক্ত নারীর অধিকার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার যাতে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত কল্পে প্রগতিশীল বিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গুলো কি ভূমিকা পালন করেছে? উপরোক্ত বিষয় মোকাবেলায় কি কৌশলগত পরিকল্পনা ব্যবহার করা যেতে পারে?

বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে বহুবিধকৌশল প্রয়োগের উদাহরণ নিম্নরূপ

TIB অভিযাত্রা মূলত ধর্ষণ এবং নির্যাতন অনুসরণ করে না। WCC এ আদর্শের অনুসারী। এমনকি ও LWF, CABSA,WHCA ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এ উদ্যোগের বিশ্বাসী। এই অভিযাত্রা মূলত ১৯৮৮-৯৮ সময়কালে WCC -র উদ্যোগে নারী সংহতির লক্ষ্যে দেখা যায়। এবং যাহা মূলত ১৯৭৫-৮৫'র সময় কালে জাতিসংঘের প্রতি বিভিন্ন চার্চসমূহের সহযোগিতার পরিচায়ক। এই সময়ের মাঝে WCC অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পুরুষ এবং নারীদের নিয়ে সৌহার্দমূলক দলগঠন করে এবং বিভিন্ন সদস্যদের পরিদর্শন করে চার্চসমূহে নারীদের অভিজ্ঞতা জানার জন্য চেষ্টা করে। সেখানে দেখা যায় চার্চসমূহেও নারী নির্যাতন লক্ষনীয় এবং নারীদের প্রতিবাদ করার প্রতিনিধি সেখানে রয়েছে তাদের সহযোগিতায় নির্যাতন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। TIB নারীদের এ ধরনের অভিযোগ তৎপরতায় আগ্রহ প্রকাশ করে। আন্দোলনকারী মায়েরা তাদের সহিংসতায় সন্তান হারানোর বেদনা নিয়ে আর্জেন্টিনায় প্রতি বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ করে। ইসরাইলে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা সহিংসতার বিপক্ষে প্রতিবাদী হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, বসনিয়া এবং বনডাতেও ধর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় এবং এ আন্দোলনে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতিবাদই অধিক ব্যাপক।

উপরোক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেবার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য লক্ষনীয়। তাই জনগণের মানসিকতার পরিবর্তনের তাগিদ দেখা দেয়। যার ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে নারী পুরুষের প্রতি সমদৃষ্টি নিয়ে প্রতিষ্ঠান এবং সমাজকে দায়বদ্ধ করতে হবে। WCC জেন্ডার এডভাইজরি দলে প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের মাঝে নিরপেক্ষ নারী-পুরুষ উন্নয়ন নীতি গুরুত্ব পায় যেখানে আন্তর্জাতিক কৌশল তথা জাতিসংঘ, CDAW, UPR এবং UNSCR 1325 লক্ষণীয়। SDG-5 অর্জনের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সমতা এবং নিরপেক্ষ সুযোগ-সুবিধা বন্টন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। WCC, LWF ইসলামী রিলিফ, এংলিকান কমিউনিটি এবং সুইডেনের চার্চসমূহ ১৬ দিন ব্যাপী ধর্মীয় সম্পদ পর্যালোচনায় ব্যস্ত থাকে। এর ফলে পবিত্র গ্রন্থসমূহ যথাযথ ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারী পুরুষের অধিকার, নির্যাতন ও যৌন অপকর্ম নিরোধ করা সহজ হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সমঝোতাগুলো যেমন ২০৩০ সালের নতুন বিষয়সূচী সেই সাথে মানবাধিকার কৌশলগুলো ধর্মের অপব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাবের বিরূদ্ধে সরকারগুলোকে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি দায়বদ্ধ করতে কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আমরা জানি উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ SDG-5 অর্জনের জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে নারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। এর ফলে জেন্ডার জাস্টিস কর্মীদের সক্ষমতা বাড়বে। যথাযথ প্রতিবেদন তৈরি হবে। সরকার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা পরিমাপ করা সহজ হবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিউইয়র্কে অধিক জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রগতিশীল ফলাফল অর্জনে নারীবাদী ও বিশ্বাস ভিত্তিক দলগুলো পারস্পরিক সহযোগিতায় কিভাবে শ্রেয়তর উপায়ে একত্র কাজ করতে পারে?

নারীকর্মী এবং বিশ্বাস প্রবণ দল একে অপরের পরিপূরক। উন্নয়ন অর্জনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রেণীবৈষম্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি, যৌন চর্চা উপেক্ষা করে গঠনমুখী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে। এ জন্য আমাদের সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার যার মাঝে নির্যাতন, নিপীড়ন প্রতিরোধ করে ন্যায়নীতির আদর্শ বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে।

ফুলাতা ময়োর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে এই ইমেইলে ঃ ***fulatamoyoO@gmail.com.***

তথ্যসূত্র ও টীকা:

২ নারীবাদের ন্যায়, নারীত্ববাদ হলো পুরুষের প্রধান্য নির্মূলে একটি পূর্বগৃহীত কৌশল ও পথ। নারীবাদের বিপরীতে, নারীত্ববাদ হচ্ছে অফ্রিকান বংশভূত নারীদের স্বাধীনতার আন্দোলন যারা পুরুষের প্রাধান্য ও নিজেদের শ্রেণীভেদের কারণে নিগ্রহের শীর্ষে রয়েছে। সুতরাং, নারীত্ববাদ নিবর্তনের সাথে জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ ও অন্যগুলোর সম্পৃক্ততাকে স্বীকার করে। নারীত্ববাদ উদ্ভাবন করেন এলিস ওয়াকার। দেখুন: Alice Walker, *In Search of Our Mothers' Garden: Womanist Prose,* (New York: Harcourt Inc., 1983).

একধাপ অগ্রসর, ১০ ধাপ পশ্চাদপদতা ঃ সিডো (CEDAW) ও টঙ্গা (Tonga)

২০১৫ সালের গুরুত্বপূর্ণ বিরাট সাফল্য ছিল শেষপর্যন্ত অনুধাবন করতে পারা। টঙ্গা সরকার নিউইয়র্কে নারীর অবস্থা বিষয়ে গঠিত কমিশন (CSW) এর সভার ৫৯তম বৈঠকে বিবৃতি দিয়েছিল যে জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দুরীকরণে সমঝোতা চুক্তি (CEDAW) এর অনুসমর্থনে প্রক্রিয়া শুরু করতে তারা তৈরী।[১] তথাপি, ঐ প্রক্রিয়া আটকে রাখা হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থাগুলো ও নারী নেত্রীবৃন্দের দ্বারা ২০ বছরের বেশী সময় তদবীর ও অধিপরামর্শের পর, সিডো (CEDAW) এর অনুসমর্থনকে, টঙ্গাতে নারীর অধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি হিসাবে মনে করা হয়েছিল। সত্যিই, এটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী অধিকারের আন্দোলনের জন্য একটি বৃহত্তর অগ্রগতি। টঙ্গার, পাশাপাশি পালাও, হচ্ছে একমাত্র অবশিষ্ট দুটো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ দেশ যারা জাতিসংঘের সমঝোতা চুক্তি অনুসমর্থনের বাকি। অধিকন্তু, ২০১৫ সাল ছিল পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য বেইজিং মঞ্চ (Beijing Platform for Action) এর বিশতম বার্ষিকি, যা বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক পরিকল্পনা নামে অভিহিত যেটি নারীর অধিকারের পক্ষে আলোচ্যসূচীর সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। বেইজিং চুক্তিতে টঙ্গা সহ ১৮৯টি দেশ অনুস্বাক্ষর করেছিল।

টঙ্গাতে নারীর অধিকার বিগত দুই দশকে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি অর্জন করতে পেরেছে। অর্জিত কিছু প্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে (২০০৭) এ জাতীয়তা আইন এর সংশোধনী, যেখানে এটা টঙ্গান নারীদেরকে সক্ষম করেছিল তাদের সন্তানদের টঙ্গান নাগরিক হিসাবে নিবন্ধন করতে, তাদের পিতা বিদেশী হলেও বিবেচ্য নয়।২ আরেকটি বিশাল মাইলফলক ছিল পরিবার সুরক্ষা আইন (২০১৩) প্রণয়ন করা, যার লক্ষ্য হল পারিবারিক সহিংসতা হতে বৃহত্তর সুরক্ষা প্রদান। এই আইনটিতে তিনটি মূল পদক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত ছিল যা নিশ্চিত করেছিল যাতে নারীর অধিকারগুলো সক্ষম এবং সুরক্ষিত হয় : (১) তাৎক্ষণিকভাবে সুরক্ষা নির্দেশনা জারি করতে পুলিশের জন্য ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছিল, সর্বাধিক সাত দিনের জন্য; (২) উপদ্রুত/ রক্ষাপ্রাপ্তদেরকে তাদের অধিকার এবং আইনী কার্যধারায় কি সংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে অবহিত করতে একটি আইনী প্রয়োজনীয়তা; (৩) সমাজ সংশ্লিষ্ট প্রধান পক্ষসমূহকে নিয়ে একটি কমিটি এর গঠন কিভাবে উত্তম উপায়ে বিল (Bill) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা।

বেসরকারি সংস্থাগুলো ও নারী নেত্রীবৃন্দের দ্বারা ২০ বছরের বেশী সময় তদবীর ও অধিপরামর্শের পর, সিডো (ঈঊউঅড) এর অনুসমর্থনকে, টঙ্গাতে নারীর অধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি হিসাবে মনে করা হয়েছিল। সত্যিই, এটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী অধিকারের আন্দোলনের জন্য একটি বৃহত্তর অগ্রগতি।

এখন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। বিশেষত ভুমি আইনের ক্ষেত্রে নারীরা ভুমির মালিকানা এবং রেজিস্টি করার সুযোগ পায়না। এ ক্ষেত্রে সংশোধনী চেষ্টার সত্ত্বেও মেয়ের প্রতারিত ন্যায্য ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে ও নারীদের স্বামীর মতামতের ভিত্তিতে জন্ম নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। অথচ স্বামীর ব্যাসেফটমি গ্রহনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামত নেওয়া হয় না।

নারীদের যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার সুযোগ তৈরির জন্য খ্রিস্ট্রীয় সমাজে দারুন উৎকণ্ঠা দেখা যায়। একজন টঙ্গাবাসী বললেন" পবিত্র বাইবেলে মেয়েদের অবস্থান জানতে হবে এবং তখন তারা জানবে যে স্বামীর সম্মতি ব্যাতিত তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেনা"। টঙ্গা মূলত একটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশ। যার শতকরা ৯৫ ভাগ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ Ministry of Information and Communications, "Tonga Announces the Ratification of CEDAW at CSW 59th Sessions," March 12, 2015, সন্নিবেশিকরণ May 19, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/cWFuix

২ অতীতে, একমাত্র টঙ্গান পুরুষ নাগরিকরাই তাদের সন্তানদের নিবন্ধিত করতে পারত, মায়েদের জাতীয়তা বিবেচ্য ছিল না।

কোন কোন গির্জায় ধর্মীয় নেতৃত্বের আলোকে মেয়েদের উচু স্তরে পৌছানোর সুযোগ থাকে। নেতৃত্ব প্রদানের ভুমিকা থাকে। এখানে টঙ্গা অঞ্চলের স্থাপিত গির্জাসমূহ এবং পশ্চিম থেকে আগত ধর্মীয় অংশগ্রহনকারী অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

এ ধরনের অসামঞ্জস্য থাকা সত্বেও টংগা সরকার সর্বজনীন সমসাময়িক পর্যালোচনা পদক্ষেপ গ্রহন করে এবং বিগত দুটি প্রতিবেদন CEDAW পদক্ষেপসমূহ এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অন্যান্য আর্ন্তজাতিক কনভেনশন সুপারিশমালা গুরুত্ব পায়।[৩] এমনকি CSW ৫৯তম সভার নারীর অধিকার অর্জন এবং গুরুত্ব প্রদানকে স্বাগত জানানো হয়। নারীর অধিকার আন্দোলনের উপর অধিক গুরুত্বের কারনে ইহা অর্জনের দূর করার জন্য সরকারী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মেয়েরা বহুবিধ অন্তরায়ের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে পিছয়ে থাকে তাই এ প্রচেষ্টায় নব দিগন্তের সূচনা হয়।

ধর্মীয় কঠরপন্থী এবং মৌলবাদীদের বহুমুখী বিরোধিতা সামাজিক গনমাধ্যমে প্রকাশ পায় যার ফলে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। সাধারণ জনগণের মাঝে দুটি জাতীয় সাংঘষিক বিষয় প্রাধান্য পায়। যেমন - গর্ভপাত বৈধকরন ও সমলিঙ্গের মাঝে বিবাহ বন্ধন। CSW সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহনের একদিনের মধ্যে CEDAW বিরোধী ক্ষোভ ও অভিযোগ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্টে ছড়িয়ে যায়। এমনকি টঙ্গার গণমাধ্যমে গির্জা নেতাদের অনুরোধ করা হয় যাতে করে সরকার কনভেনশনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন না করে।

ধর্মীয় কর্কট পন্থীগণ সাধারণ জনগণকে বুঝাইতে সক্ষম হয় যে তারা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার্থে জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। একজন ধর্মগুরু যিনি CEDAW বিরোধীকারীদের অন্যতম । তিনি বলেন যে, টংগা এ কনভেনশন অনুসরন করে তবে তারা খ্রিস্টপূর্ববর্তী বাতায়ন তৈরি করবে।

তারা রাজপথে অভিযোগ করে যে CEDAW শয়তান এর গুপ্তচর এবং CEDAW-666 শয়তান এবং CEDAW নরকে যাক। CEDAW বিরোধী গির্জাসমূহের মাঝে ক্যাথলিক স্বাধীন ঐসিলিয়ান, টোকাইকল এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য গির্জা দেখা যায়। একজন বিশিষ্ট গির্জা জাযক বলেন যে, ঈশ্বর এবং টংগা আমার জাতীয় পরিচয়, ঈশ্বর আমার প্রথম উপাস্য তার ইচ্ছামত সব কিছু চলবে জাতিসংঘের ইচ্ছায় নয়।

১৫০০০ অভিযোগকারী রাজার কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে দাবি জানায় যে CEDAW সিদ্ধান্ত সমূহ সরকার যেন গ্রহন না করে। দুই জন গির্জা জাযক রেডিও টেলিভিশন প্রোগ্রামে সরকারী পদক্ষেপের নিন্দা জানায় এবং বাইবেলে সুপারিশসমূহ তাদের মূল ভিত্তি বলে প্রকাশ করে। তারা প্রচারনার ক্ষেত্রে CEDAW সমর্থন কারীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হোক বলে কামনা করে এবং এমনকি তাদের সন্তানরা ধ্বংস প্রাপ্ত হোক প্রকাশ করে ঘৃণা ক্ষোভ দেখায় ।

নারী অধিকার কর্মীদের খ্রিস্ট বিরোধী প্রতিনিধি বলে অখ্যায়িত করা হয়। নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব দারুন ভাবে প্রকাশ পায়। মনসতাত্ত্বিক প্রভাবের আলোকে নারী অধিকার কর্মীদের পারিবারিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। বন্ধুত্ব হারিয়ে যায়, কর্মীদের সন্তানেরা স্কুলের অন্যান্য সন্তানকে ও শিক্ষকদের সাথে মিশতে পারেনা। এর ফলে পরিবেশগত বাধাঁ তৈরি হয়। লক্ষ জন সংখ্যা বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র দেশে কর্মীদের মাঝে নিসঙ্গতা বোধ এসে যায় এবং তারা অধিক কর্মী সংগ্রহে সচেষ্ট থাকে যাতে করে আন্দোলন এগিয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে এবং ধর্মীয় উদ্দীপনা সীমিত ব্যাখ্যার পরশে টঙ্গার অর্জনগুলো নিশ্চিত করার বিষয়টি কঠিন বাস্তবতার স্বীকার হয়। ২০১৫ সালে ধর্মীয় কট্টরপন্থীরা বাইবেল ভিত্তিক অপপ্রচার চালায় টংগার জনগণকে দারুনভাবে বিভ্রান্ত করতে থাকে তাই এ প্রসঙ্গে অনেক কিছু করার আছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

৩ United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights, Universal Periodic Review-Tonga, সন্নিবেশিকরণ May 19, 2017, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/RbuQAb

ওফা গুতেনবেলি লিকিলিকি পরিচালক
নারী ও শিশু দুর্যোগ কেন্দ্র (ডব্লিউসিসিসি), টঙ্গা | Email: ofa.guttenbeil@gmail.com

ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ধর্মীয় মৌলবাদ

বিগত কয়েক বছরে, মৌলবাদী গোষ্ঠি কিভাবে মানবাধিকারের প্রতি আক্রমণ ও হুমকি প্রদান করেছে, তার একটি ক্রমবৃদ্ধি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। একজন পশুতন বংশদ্ভুত তরুন পাকিস্তানী নারীবাদী ও নারী অধিকারের সক্রিয় কর্মী, ফরীদা অফ্রিদীকে, কাজে যাওয়ার পথে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ২০১২ সালের জুলাই মাসে।[১] ইতিমধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো স্প্রিংসের একটি নির্মাণাধীন প্রবীন চিকিৎসাকেন্দ্রে জেনিফার মার্কওভসকি গ্যারেত সোয়াসি এবং কেয়ারার স্টিওয়ার্থ খুন হয়েছিল একজন খ্রিস্টান চরমপন্থী দ্বারা।[২]

ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। এলসালভাডর[৩] এবং মেক্সিকোতে[৪] গর্ভপাতের জন্য নারীদের ৩০ বছর পর্যন্ত কারাবাসের দন্ড দেওয়া হয়েছে; কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে, এমনকি স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাতের জন্য তাদের বিচারও করা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কৃত একটি গবেষণা অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ এবং ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত বক্তব্যের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের সমর্থকদের কলংকিত করা হয়েছে, যা তাদেরকে অপরাধীদের সাথে তুলনা করেছে[৫]।

নারীর উপর সহিংসতা ছাড়াও আরেকটি মূল সমস্যা হল মৌলবাদী আন্দোলন, যেখানে বিদ্যমান মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনীতি, গণমাধ্যম এবং রাজনীতি ব্যবহৃত হচ্ছে, যা সামাজিক আন্দোলনকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, যেমন নারীবাদী বা এসআরএইচআর (SRHR) আন্দোলন।[৬] এর একটি উদাহরণ হল, জাতিসংঘ বা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রমূহের ক্ষমতা প্রদর্শন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের মত ক্ষেত্রসমূহে এই দলগুলোর বর্ধিত উপস্থিতি, যা মূলত যেকোন ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া উচিত এবং ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করবে।

লেখক ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে জেন-পিয়ের বাসটিয়ান বলেছেন ''ধর্মীয় চাহিদা এখন রাজনৈতিক কর্মে রূপান্তরিত হয়েছে।[৭] মেক্সিকো অথবা ব্রাজিলের[৮] মত দেশে, ধর্মপ্রচারক দলসমূহ রাজনৈতিক দলের সাথে একত্রিত হয়ে যাচ্ছে যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রাজিলে, কথিত আছে যে ধর্মপ্রচারক আইনপ্রনেতারা৯ দিলমা লুওসেফের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিচারের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আরেকটি রাষ্ট্র ন্যাক্কারজনক-ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে তা হল হুন্ডরাস, যেখানে ক্যাথলিক বিশপমন্ডলী ২০০৯-এর অভ্যুত্থানকে[১০] খোলাখুলিভাবে সমর্থন করেছিল এবং অতিসম্প্রতি, কংগ্রেসের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বক্তব্যে, ধর্মপ্রচারকগণ সকল প্রকার গর্ভপাতের শাস্তিকে সমর্থন করেছিল।

এটা উল্লেখ্য করা দরকার যে, চার্চগুলো-নিজেরাই ধর্মস্বরূপ, ঐ বিষয়গুলো-কোন সমস্যাই নয়। সমস্যা হল ধর্মীয় মৌলাবাদসমূহ যার অধীনে তাদের অধিকংশ প্রভাবশালী নেতারা কাজ করে: তারা নারীদের বিরোধিতা করে; তারা পিতৃতান্ত্রিক; তারা মানবাধিকারের বিরুদ্ধে; তারা সহিংস; আর তারা সাধারণত একটি সাম্যবাদী সমাজেরও বিরুদ্ধে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি, যা সমতার বিরুদ্ধে যায়, দশকব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের প্রচেষ্টার ফলাফলের অগ্রগতির ভিত্তিকে দূর্বল করে, যেমন: নারীদের, কিশোর-কিশোরীদের এবং যুবকদের অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। এই সর্বগ্রাসি, পিতৃতান্ত্রিক, এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীরা হল প্রজননের মাধ্যম যাদের নিজেদের শরীরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন অধিকার নেই, যা প্রসঙ্গগুলোর গুরুতর অবনতিকে বোঝায় যেমন আইনি ও নিরাপদ গর্ভপাতের প্রবেশগম্যতা।

এই একই মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে, যুবকদের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা হয় যা অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ সম্পাদকীয়: "ফরীদা আফ্রিদি," দি এক্সপ্রেস ট্রাইবুন, প্রকাশিত: জুলাই ০৭, ২০১২, সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র https://tribune.com.pk/story/404673/faridaafridi/.

২ Julie Turkewitz and Ashley Southall, "Colorado Victims Identified as Iraq Veteran and Woman from Hawaii," *The New York Times*, November 29, 2015, (দি নিউয়র্ক টাইমস, নভেম্বও ২৯, ২০১৫, সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭) প্রাপ্তিসূত্র https://www.nytimes.com/2015/11/30/us/victims-in-colorado-clinic-shooting-includeiraq-war-veteran.html.

৩ Las 17, সন্নিবেশিতকরন: জানুয়ারি 20, 2017, প্রাপ্তিসূত্র http://las17.org/.

৪ Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), *Omisión e Indiferencia Derechos Reproductivos en México* (Mexico: GIRE, (মেক্সিকো: জি আই আর ই, ২০১৩), সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র http://www.sitioswwweb.com/miguel/Gire-Aborto.pdf and প্রাপ্তিসূত্র http://informe.gire.org.mx/.

৫ Amnistía Internacional, *¡Defensoras Bajo Ataque! Promoviendo los Derechos Sexualesy Reproductivos en las Américas* (লন্ডন : অ্যামিনিস্টি ইন্টারন্যাশলনান প্রকাশনা), সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/2775/2015/es/.

৬ আমি নারীবাদী আন্দোলনকে এমন একটি আন্দোলন হিসেবে বুঝি যার মধ্যে বিভিন্ন নারীবাদী একই বিন্দুতে মিলিত হয়।

৭ Jean-Pierre Bastian (জেন-পিয়ারো বাসটিন), "Los Nuevos Partidos Políticos Confesionales Evangélicosy su Relación al Estado en América Latina," *Estudios Sociológicos*, 17-49 (1999):১৫৩-১৭৩, সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র https://www.jstor.org/stable/40420556?seq=1#page_scan_tab_contents.

৮ Some examples include the Partido Encuentro Social in Mexico (http://encuentro.social/) and the Bancada Evangélica in Brazil. See more: Andrea Dip, "Bancada Evangélica Cresce e Mistura Política e Religião no Congresso," UOL Noticias, প্রকাশিত: অক্টোবর ১৯, ২০১৫ (October 19, 2015), সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/10/19/bancada-evangelica-cresce-e-mistura-politica-ereligiao-no-congresso.htm.

ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করতে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে, আরব বসন্তের ঘটনায় যা হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এর মধ্যে যুবকরা হল সমস্যাসংকূল, মৌলবাদী গোষ্ঠিগুলো মনে করে যে তাদের মূল্যবোধকে সংবর্ধিত করা প্রয়োজন যা যুবকদের নিয়ন্ত্রন ও দমন করাসহ, তাদের সম্পূর্ণ যৌনাভ্যাসের চর্চাকে দূর্বল করবে। ফলশ্রুতিতে, যুবক ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি অবাধ ও আনন্দময় যৌনতা অনুশীলনের দরকারি পরিবেশ অর্জনে সফলকাম হওয়ার যে যুদ্ধ তা ক্রমাগত জটিল হচ্ছে।

এই একই মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে, যুবকদের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা হয় যা অ-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করতে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে..., এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী... এর মধ্যে যুবকরা হল সমস্যাসংকূল, মৌলবাদী গোষ্ঠিগুলো মনে করে যে তাদের মূল্যবোধকে সংবর্ধিত করা প্রয়োজন যা যুবকদের নিয়ন্ত্রণ ও দমন করা সহ, তাদের সম্পূর্ণ যৌনাভ্যাসের চর্চাকে দূর্বল করবে।

ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্রের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং লঙ্ঘনের প্রমাণ হচ্ছে মৌলবাদী গোষ্ঠিগুলো যৌনতা বিষয়ক বিশেষ পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্থুগুলো, যার সাথে তারা একমত নয়, সাধারণ শিক্ষা হতে বাদ দিতে অবিরত লড়াই করে যাচ্ছে। এটি সমন্বিত যৌন শিক্ষা প্রদানে-এই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নয়, যা প্রকৃতপক্ষে, এখনও সুসম্পন্ন করা দরকার এমন জিনিষগুলোর একটি। যুক্তিটি হলো, তাদের রক্ষনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, যৌন শিক্ষা বর্তমানে বিদ্যমান পরিবারগুলোর বৈচিত্রকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র সনাতন পারিবারিক আদলের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে।

সাম্প্রতিক জিজ্ঞেস এবং 'লিঙ্গ ভাবাদর্শের'[১১,১২] বিরুদ্ধে বৃহত্তর সমাগম এটাই প্রমান করে যে অর্জিত অগ্রগতিসমূহ ঝুঁকিতে রয়েছে।

আবারও, মৌলবাদী গোষ্ঠিগুলো লিঙ্গবিষয়ক ভূমিকাগুলি শক্তিশালী করতে প্রস্তাব করেছে যেখানে নারীরা অবশ্যই ব্যক্তিগত পরিসরে নিজ নিজ পরিবারের যত্ন নিবে,এবং সমকামীতাকে একটি রোগ হিসাবে বিবেচনা করে উপশম করতে হবে অথবা শাস্তি প্রদান করতে হবে।

যারা আমরা, নারীবাদী আন্দোলন হিসাবে এবং যৌন অধিকারের সমর্থনে কাজ করা মানুষ হিসাবে মৌলবাদী গোষ্ঠিগুলোকে মোকাবেলা করাকেই আমাদের ঝান্ডা হিসেবে নিয়েছি আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া দরকার। একটি ধর্ম নিরপেক্ষ, পুরোহিততন্ত্রবহির্ভূত ও বৈচিত্রপূর্ণ সমাজ, এবং সেই সাথে মানবাধিকারের বিষয়ে আরো অগ্রগতি, মানব উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলও মৌলবাদী হামলার বাইরে নয়, আর, বিশ্বের অন্যান্য অংশের মত, যারা গুরুতর বোঝা বহন করে তারা নারী, কিশোর-কিশোরী, এবং বৈচিত্রপূর্ণ যৌনতার লোকজন। অধিকার স্বীক"তির জন্য দিনের পর দিন লড়াই করে যাওয়াই হল এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া দরকার। একটি ধর্ম নিরপেক্ষ, পুরোহিততন্ত্রবহির্ভূত ও বৈচিত্রপূর্ণ সমাজ, এবং সেই সাথে মানবাধিকারের বিষয়ে আরো অগ্রগতি, মানব উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

নায়েলা ইয়োভাল সেগুরা

মহাপরিচালক, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C., REDLAC Mexico | Email: nayeli@eligered.org | Twitter: @nayito59

তথ্যসূত্র ও টীকা:

৯ অফিসিয়াল নাম হল: Frente Parlamentar Evangélica, কিন্তু সবার কাছে পরিচিত "bancada evangélica." হিসেবে। "frente parlamentar" হল আইনশৃংখলা বাহিনির একটি দল-জাতি , অঞ্চল অথবা নাগরিক সংসদ যই হো না কেন-যা পাস্পরিক স্বার্থের কার্যক্রমের জন্য তারা একত্রীত হয় (আধ্যাতিক /ধর্মীয় কর্ম), কখনো কখনো নিজেদের রাজনৈতিক দলের বাইরে গিয়েও হয়।

১০ Congreso Nacional de Honduras, "Confraternidad Evangélica Agradece al CN por no Despenalizar el Aborto," প্রকাশিত: মে ০৪, ২০১৭, সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র http://www.congresonacional.hn/index.php/2014-02-10-22-24-42/item/1887-confraternidadevang%C3%A9lica-agradece-al-cn-por-nodespenalizar-el-aborto.html.

১১ CNN Español, "Iglesia Colombiana Convoca a Marcha Contra Ideología de Género que 'Destruye a la Sociedad,'" CNN Español, প্রকাশিত: আগস্ট ১০, ২০১৬, সন্নিবেশিতকরন: জানুয়ারি ২৪, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/10/iglesia-colombiana-convoca-a-marcha-contraideologia-de-genero-pues-asegura-quedestruye-a-la-sociedad/.

১২ Carlos Bedoya, "¿Quiénes son #ConMisHijosNoTeMetas?," América Latina en Movimiento, প্রকাশিত: জানুয়ারি ০১, ২০১৭, সন্নিবেশিতকরন: জানুয়ারি ২৪, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র http://www.alainet.org/es/articulo/182778.

গ্রন্থবিবরনী:

ব্লানকার্ট, রর্বাট (Blancarte, Roberto) "Laicidad y Laicismo en América Latina." *Estudios Sociológicos,* XXVI-76 (2008): 139-164. সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭। প্রাপ্তিসূত্র http://www.redalyc.org/pdf/598/59826106.pdf.

বেলচিন, কেসেন্ড্রা (Blachin, Casandra). *Hacia un Futuro sin Fundamentalismos: Un Análisis delas Estrategias de los Fundamentalismos Religiosos y de las Respuestas Feministas.* Mexico City and Cape Town: Association of Women's Rights in Development (AWID), 2011(মেক্সিকো নগর এবং কেপ টাউন: এ্যাসোসিয়েসন অব ওমেনস' রাইস ইন ডেবলাপমেন্ট (AWID) . সন্নিবেশিতকরন: মে ১১, ২০১৭। প্রাপ্তিসূত্র https://www.awid.org/es/publicaciones/hacia-unfuturo-sin-fundamentalismos.

ARROW-এর এসআরএইচআর (SRHR) বিষয়ক জ্ঞান সহভাগিতা কেন্দ্রের তথ্যভান্ডার

***ARROW**-এর এসআরএইচআর (**SRHR**) বিষয়ক জ্ঞান সহভাগিতা কেন্দ্র হল, লিঙ্গ, নারীর অধিকার, যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক একটি বিশেষ সংগ্রহশালা। উপরোক্ত বিষয়বলীর উপর সমালোচনামূলক তথ্যে সবার অভিগম্যতা করাই এই সংগ্রহশালার লক্ষ্য। কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে লিখুনঃ km@arrow.org.my.*

Association for Women in Development (AWID). *সক্রিয় কর্মীদের ধর্মীয় মৌলবাদসমূহ সর্ম্পকে জানা জন্য।* এডব্লিইআইডি (AWID), 2014. Understanding Religious Fundamentalisms for Activists. AWID, 2014. প্রাপ্তিসূত্রঃ https://goo.gl/JumQTU

এই সংক্ষিপ্ত পান্ডুলিপিটিতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীবাদী কর্মীদের অভিজ্ঞতার আলোকে ধর্মীয় মৌলবাদের উপর অর্ন্তদৃষ্টিপাত করা হয়। এতে ধর্মীয় মৌলাবাদী দলসমূহের ক্রমবৃদ্ধির কারণ এবং এটি কিভাবে মানবাধিকার ও নারীর অধিকারের উপর এর প্রভাব বিস্তার করে তার উপরও আলোকপাত করা হয় । এতে অংশগ্রহণকারীমূলক আলোচনার সরঞ্জামসমূহও অর্ন্তভূক্ত করা হয় নারী অধিকারবাদী, মানবাধিকার রক্ষাকারী কর্মীদের দ্বারা মৌলবাদের উপর আলোচ্যিত আলোচনাসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য যে কিভাবে ধর্মীয় মৌলবাদসমূহ তাদের কর্মে প্রভাবিস্তার করে, এবং কিভাবে তারা নিজেদেরকে শক্তিশালী করতে পারে প্রতি উত্তরের জন্য।

AWID. *প্রথম সারিতে নারীবাদীরা: মৌলবাদীসমূহ প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার প্রতিবেদনসমূহ* (এডব্লিইআইডি), মার্চ ১৪, ২০১০। Feminists on the Frontline: Case Studies of Resisting and Challenging Fundamentalisms. AWID March 14, 2010. প্রাপ্তিসূত্রঃ https://goo.gl/2nB5aa

সক্রিয় কর্মীগণ এবং নারীবাদীগণ বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিভাবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও লড়াই করছে, এ সর্ম্পকিত ঘটনাসমূহের নথিকরণ করা হয় প্রকাশনাটিতে। এতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনদের সাধুবাদ জানানো হয় যারা মৌলবাদের অমুলক আরোপের এবং ধর্মের নামে প্রতিহিংসা পরায়ন নীতি ও মূল্যায়নের বিরুদ্ধে, এবং 'জন-নীতিতে ধর্মকে প্রধান্য দেওয়ার গোড়ামিতা অপসারণে'' অবস্থান নিয়ে ছিল।

Balchin, Cassandra. *মৌলবাদহীন ভবিষ্যতের দিকে: ধর্মীয় মৌলবাদীদের কর্ম কৌশলসমূহ ও নারীবাদীদের প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ, দ্বীপা সাহংকরন দ্বারা সম্পাদিত,* AWID (এডব্লিইআইডি), ফেব্রয়ারি ১৭, ২০১১। Towards a Future without Fundamentalism: Analyzing Religious Fundamentalist Strategies and Feminist Responses. Edited by Deepa Shankaran. February 17, 2011|প্রাপ্তিসূত্রঃ https://goo.gl/K1E8tA

এই প্রতিবেদনটি নারীর চাহিদা/প্রয়োজনসমূহকে সম্মন্বয় করে যা বেশীরভাগ নারী অধিকার কর্মীদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে যেমন ঃ ধর্মীয় মৌলবাদের বৈশিষ্ট্যগত এবং গঠনতন্ত্র সর্ম্পকে জনার জন্য অধিক তথ্য। এতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক উৎপাদকসমূহরে উপর একটি পর্যালোচনা প্রর্দশন করা হয় যা মৌলবাদসমূহের উত্থানের সহায়ক; তাদের প্রতিষ্ঠা করণে এবং আন্দোলনসমূহ সম্প্রসারণে ব্যবহৃত কলা-কৌশলসমূহ; আলোচনা এবং পদ্ধতিসমূহ নিজেদের আলোচ্যসূচীকে সামনে দিকে এগিয়ে নিতে; এবং ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিরোধে নারীবাদীদের কৌশলসমূহের উপরও একটি বিশ্লেষণ।

Catholics for Choice. *বিচারবুদ্ধি* (Conscience). প্রাপ্তিসূত্রঃ https://goo.gl/hcDwWv

এই সাময়িক পত্রিকাটিতে সমসাময়িক বিষয়গুলি যেমনঃ প্রজনন অধিকার, যৌনতা ও লিঙ্গ বিষয়ক নারীবাদী, গির্জা, ধর্মীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয়, এবং রাজনৈতিক ও সামাজি বিষয়সমূহের গভীর পর্যালোচনা

এবং আন্ত-সর্ম্পকিত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। এতে চিন্তা-প্ররোচক পর্যালোচনায়, মতামতের অংশ বিশেষ এবং নীতি বিষয়ক বিভিন্ন বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয় ।

Gender and Sexuality Resource Centre. *Kohl: লিঙ্গ এবং যৌনতা গবেষণা বিষয়ক একটি সমসাময়িক পত্র।* প্রাপ্তিসূত্র: https://goo.gl/cqj7R7

এটি মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের লিঙ্গ ও যৌনতার উপর প্রকাশিত একটি ষান্মাসিক, বহুভাষী ক্রোড়পত্র। এর লক্ষ্য তরুন এবং স্নাতকস্তরের শিক্ষাবিদের দ্বারা স্বতন্ত্র জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রচার করার জন্য একটি অবহিরাগত এবং অসংখ্যালঘু অবস্থান প্রদানে মাধ্যমে সেঁতুবন্ধন করা সক্রিয় কর্মীচক্র এবং শিক্ষাবিদদের মাঝের দুরত্ব গুচানোর জন্য ।

Hélie, Anissa, ed. *তথ্যপুঞ্জি ৩২-৩৩: মুসলিম প্রেক্ষাপটে যৌন আবেদন, সংস্কৃতি এবং সমাজ: মুসলিম আইনের অধীনে নারীর জীবনধারণের উপর সমসাময়িক পত্রিকা*, জুলাই ১৭, ২০১৪ (Dossier 32-33: Sexualities, Culture and Society in Muslim Contexts: Journal of Women Living Under Muslim Laws, July 17, 2014) প্রাপ্তিসূত্র: https://goo.gl/Uj8rxQ

এই তথ্যপুঞ্জিটি মুসলিম আইনের অধীনে নারীর জীবনধারণ (Women Living Under Muslim Laws-এর) দ্বারা বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নিবন্ধ, প্রতিবেদনসমূহ এবং বাস্তাবিক নথির অর্ন্তভূক্তিকরণে প্রকাশি করা হয়। এটি প্রর্দশণ করে নারীরা এবং পুরুষেরা বিভিন্ন মুসলিম প্রেক্ষাপটে তাদের যৌনতা এবং প্রজনন অধিকার বিষয়ক নিষেধাজ্ঞাসমূহ ও সীমাবদ্ধতা-কে কিভাবে সমন্বয় করে। এটি এমন একটি পর্যায়ে প্রকাশ হয়, যখন সারা বিশ্ব জুড়ে সক্রিয় কর্মীরা ক্রমাগত চাপের সম্মখীন হচ্ছে বিদ্যমান প্রগতিশীল ন্যায়-নীতি, প্রণীত আইনের ধারাসমূকে পিছনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার, এবং মুসলিম প্রেক্ষাপটে আইনি ও নীতির উপস্থাপনাতে সীমাবদ্ধতা ইন্ধনগুলিও তুলে ধরা হয়।

Imam, Ayesha. *বর্ণানার অপশক্তি: বন্ধন উন্নায়নে নারীর আধিকার এবং ধর্মীয় মৌলবাদ। সাহরিন গোকল এবং ইসাবেল মারলার দ্বারা সম্পাদিত,* মার্চ ২২, ২০১৬ (The Devil Is in the Details: At the Nexus of Development, Women's Rights and Religious Fundamentalism. Edited by Shareen Gokal and Isabel Marler. AWID, March 22, 2016)

প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/EUNB78

এই কাগজটিতে উন্নয়ন খাতে ধর্মীয় মৌলবাদের উপস্থিতি বোঝার অপারগতাসমূহ নির্দেশ করে। এতে কিভাবে ধর্মীয় মৌলবাদসমূহ ব্যাহত করে উন্নয়ন খাতকে এবং বিশেষত নারীর অধিকারকে, তা চিহ্নিত এবং বোঝার উন্নয়নকে র্নিদেশ প্রয়াস করা হয়। এতে কৌশল-উন্নয়ন প্রণয়নকারীদের ব্যবহারের মধ্যমে মৌলবাদের পরিচালনা কাঠামোসমূহ চিহ্নিত ও প্রতিবন্ধকতার জন্য সুপারিশও করা হয়

Mir-Hosseini, Ziba and Vanja Hamzić. *নিয়ন্ত্রণ এবং যৌনতা : লন্ডনে মুসলিম প্রেক্ষাপটে জেনা আইনের পুনরুত্থান* লন্ডন: ওইমেন লিভিং আন্ডার লস , ২০১০ (Control and Sexuality: The Revival of Zina Laws in Muslim Contexts. London: Women Living Under Muslim Laws, 2010). প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/BhF3tq

এই বইটিতে ঐতিহাসিক এবং বর্তমান কালের সংস্কৃতি, সামাজিক-রাজনৈতিক ও আইনগত উদ্দেশ্যে এবং প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে যা জেনা আইনের পুনরুত্থানের কারণ, এবং জেনা আইন যা একসময় বাতিল এবং মুসলিম প্রেক্ষাপটে কদাচিৎ ব্যবহ্নিত হত তা কিভাবে ফিরিয়ে আনা ও প্রয়োগ হয়েছে পুরুষ ও নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ জন্য তা তুলে ধরা হয় । এতে দেখানো হয় জেনা আইন পুণঃস্থাপনের পথে সুশীলসমাজ হল বাধা যেহেতু আইনের কৌশলসমূহ ও কার্যকারিতা বিচারে সব সমাজের জন্য অমূল্যহীন ।

Othman, Noraini. 'মুসলিমান নারীগণ এবং ইসলামিক মৌলবাদ/চরমপন্থার প্রতিবন্ধকতা: দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার মুসলিম নারীদের মানবাধিকার এবং লিঙ্গ সমতার লড়াইয়ের একটি পর্যালোচনা"। আর্ন্তজাতিক নারী গবেষণা ফোরাম, ২০০৬, ২৯(৪):৩৩৯-৩৫৩ " *Women's Studies International Forum*, 2006, 29(4):339-353) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/hdd1iA

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশটি সেসব বিষয় ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে যা ধর্মীয় চরমপন্থার বৃদ্ধির ধরণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নারীদের আঞ্চলিক ইসলামি আন্দোলনের মুখোমুখি করে। দ্বিতীয় অংশটিতে নারীদের কৌশলসমূহ বর্ননা করা হয় এধরনের আন্দোলনে এবং আইনের আরোপের প্রতিবন্ধকতাসমূহ প্রতিরোধের যা তাদের অধিকার ও সুবিচার পেতে বাধা দান করে, বিশেষত মুসলিম পরিবার আইনসমূহ এবং ধর্মের সাথে জড়িত রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ন্যায়-নীতি ও পদ্ধতিসমূহ।

Sezgin, Yuksel. 'রাষ্ট্র, আইন এবং ধর্মে ত্রিভূজ মুখে নারীর অধিকারসমূহঃ মিশর এবং ভারতের একটি তুলনাপত্র।" *Emory International Law Review* 25:2 (2011):1007-1028) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/PDHFwy

এই প্রবন্ধে মিশর ও ভারতীয় নারী নেতৃত্বমূলক ধর্মীয় গোষ্ঠির কিছু বাস্তবিক ঘটনাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে এসব সম্প্রদায় ও দলগুলো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের অধিকার বিষয়ক দাবির জন্য যা পুরুষ কর্তৃক, ব্যক্তিগত আইন এবং ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমটি দেখানো হয়েছে মিশর ও ভারতে ব্যক্তিগত আইন সমূহের র্বতমান অবস্থা এবং দুই দেশের মুসলিম নারীদের অধিকারসমূহে ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কিভাবে এসকল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। দ্বিতীয় অংশে পাল্টাপাল্টি আন্দোলনের মাধ্যমে তারা কিভাবে অধিকারের দাবি তুলেছে তা র্নিদেশ করা হয়েছে ।

Uberoi, Diya and Beatriz Galli. *"ল্যাটিন আমেরিকায় সচেতনতার কারণ দেখিয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসমূহকে অগ্রাহ্য" সূত্র: মানবাধিকারসমূহের উপর আর্ন্তজাতিক সমসাময়িক পত্র* 24(2016):105-115. http://sur.conectas.org/en/refusing-reproductive-health-services-on-grounds-of-conscience-in-latin-america/.|

এই প্রবন্ধটিতে ল্যাটিন আমেরিকার ধর্মীয় আনুগত্যের আপত্তিকর নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হয় নারীর যৌন ও প্রজনন অধিকারকে আগ্রাহ করা জন্য চিকিৎসা কর্মীদের দ্বারা আপত্তিকর নীতিমালা মানার জন্য উদ্বুদ্ধ করণের বৃদ্ধির ক্রমাগত হার বিবেচনায়। এতে অঞ্চলের মধ্যে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় উভয় আইনকে দেখানো হয়। এটি প্রস্তাব করে আর্ন্তজাতিক ও রাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক মানবাধিকার কর্মীগণকে সবসময় নিয়োজিত হতে আপত্তিকর নীতিমালার কাঠামোগত বিষয়ক স্পষ্টত করণের মাধ্যমে নারীদেরকে বুঝাতে মৌলিক অধিকারে অনুভূতিতে এই সচেতনতার বিষয়ক বাধা নয়।

অন্যান্য তথ্য উপকরণ

Austria, Carolina S. Ruiz. *ফিলিপাইনের ধর্মীয় মৌলবাদ প্রেক্ষাপটে গির্জা, রাষ্ট্র, নারীর শরীর। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়গুলি*, 12 (2004): 96-103. প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/UERVps

Bennoune, Karima. *আপনার/তোমার ফতোয়া এখানে প্রয়োগ হবে না/হয়নি: মুসলিম মৌলবাদ বিরোধী যুদ্ধে বর্ণিত অসম্পূর্ন গল্পসমূহ*, NY:W.W. Nortan & Co, 2013. (Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the Fight Against Muslim Fundamentalism NY:W.W. Nortan & Co, 2013.) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/rCB3Xo

Catholics for Choice. *জাতিসংঘের ক্যাথলিক ধর্মযাজক: ধর্মযাজক অথবা রাষ্ট্র?* ওয়াশিংটন, ডি সি: বাছাইয়ের জন্য ক্যাথলিক ধর্মযাজক ২০১৩ (The Catholic Church at the United Nations: Church or State? Washington, DC: Catholics for Choice, 2013) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/WNE2d6

Chappell, Louise. *(নারীর অধিকার প্রতিযোগিতা: জাতিসংঘের উপর ধর্মীয় বাহিনীর প্রভাব) কার্যপত্র।* সন্নিবেশিতকরণ: এপ্রিল ২২, ২০১৬ *(Contesting Women's Rights: The Influence of Religious Forces at the United Nations,* April 22, 2016.) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/r9xCHw

Derichs, Claudia and Andrea Fleschenberg, eds. *এশিয়ার ধর্মীয় মৌলবাদসমূহ এবং এশিয়ার মধ্যে তাদের সৃষ্ট প্রভাবসমূহ,* Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010 *(Religious Fundamentalisms and Their Gendered Impacts in Asia.* Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010| প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/pJNspx

Horn, Jessica. ‘আফ্রিকান প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টীয় মৌলবাদ এবং নারীর অধিকার: ভু-গর্ভ চিত্রায়ন। *প্রথমসারীর নারীবাদীদের মধ্যে: মৌলবাদের প্রতিরোধ এবং অভিযুক্ত করণের উপর কেস স্ট্যাডি,* এডব্লিইআইডি, মার্চ ১৪, ২০১০। সন্নিবেশিত, এপ্রিল ২০, ২০১৭। "Christian Fundamentalism and Women's Rights in the African Context: Mapping the Terrain." *In Feminists on the Frontline: Case Studies of Resisting and Challenging Fundamentalism.* প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/Ewg5qh

ICAN and AWID. *মূলধারায় চরমপন্থা: এমইএনএ/এশিয়া অঞ্চলের নারী, উন্নায়ন, নিরাপত্তায় প্রয়োগের জন্য,* ২০১৪। *Extremism as Mainstream: Implications for Women, Development & Security in the MENA/Asia Region.* 2014. প্রাপ্তিসূত্র: https://goo.gl/61Bp3j

Mantell, Joanne E, Jacqueline Correale, Jessica Adams-Skinner and Zena A. Stein. "আফ্রিকার সাহরান অধীনের অঞ্চলসমূহের রক্ষণশীল খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠির মাঝের দ্বন্ধ: যৌনতা, প্রজনন এবং এইচআইভি/এডস বিষয়সমূহের উপর বিবৃতিমূলক মতাদর্শ, *বিশ্ব জনস্বাস্থ্য,* ২০০১:৬ (Suppl2): S192- S209| ("Conflicts between Conservative Christian Institutions and Secular Groups in Sub-Saharan Africa: Ideological Discourses on Sexualities, Reproduction and HIV/AIDS, *Global Public Health,* 2001: 6 (Suppl2): S192 - S209.) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/wbyg4b

Mehra, Madhu. *এশিয়া-মহাদেশের মৌলবাদসমূহ: নারী আইন ও উন্নায়নের উপর এশিয়া-মহাদেশের নারী ফোরাম দাবীর ধরন, প্রভাব, ঝুঁকি, এবং কৌশলসমূহ,* (APWLD), ২০০৮। (*Fundamentalisms in Asia*

Pacific: Trends, Impact, Challenges and Strategies Asserting Women's Rights Asia Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD), 2008.) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/uBuvgu

O'Brien, Jon. 'বিশ্বাস এবং স্বাধনিতা কি সহাবস্থান করে? যখন বিশ্বাস বিষয়ক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী এবং নারীর চাহিদাসমূহের মধ্যের দ্বন্দ্ব হয়" *লিঙ্গ এবং উন্নয়ন*, ২০১৭, no. -১ (২০১৭):৩৭-৫১, DOI: ১০.১০৮০/১৩৫৫২০৭৪.২০১৭.১২৮৬৮০৮, সন্নিবেশিতকরন: মে ০৪,২০১৭। "Can Faith and Freedom Coexist? When Faith-based Health Providers and Women's Needs Clash. *Gender & Development,* 2017: 25, no. 1 (2017): 37-51, DOI: 10.1080/ 13552074.2017.1286808 Accessed May 4, 2017. প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/bbZJhJ

Ramakrishna, Kumar. 'ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সামাজিক দুরত্ব: উদ্বেগের কারণ?' ("Religious Fundamentalism and Social Distancing: Cause for Concern?" *Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Commentary,* 2016:023) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/eb8ad9

Samuel, Reji. *নারী এবং শিশুদের উপর ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব, সন্নিবেশিতকরণ:* এপ্রিল ২৮, ২০১৭।

Impact of Religious Fundamentalism on Women and Children. Accessed April 28, 2017 প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/BhXDcN

Sweetman, Caroline. "সূচনা: লিঙ্গ, উন্নায়ন, এবং মৌলবাদসমূহ," ২০১৭: ২৫, no. ১: ১-১৪, DOI: ১০.১০৮০/১৩৫৫২০৭৪.২০১৭.১৩০৪০৬৩ " সন্নিবেশিতকরন: মে ০৪, ২০১৭ ("Introduction: Gender, Development and Fundamentalisms." *Gender & Development,* 2017: 25, no. 1: 1-14, DOI: 10.1080/13552074.2017.1304063. Accessed May 4, 2017 প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/4vHpE2

Tadros, Mariz. "ধর্ম, অধিকার, এবং লিঙ্গ চৌমাখা' *IDS Bulletin,* 2011: 42, no.1 (2011). সন্নিবেশিতকরণ: মে ০৪, ২০১৭ "Religion, Rights, and Gender at the Crossroads." IDS Bulletin, 2011: 42, no.1 (2011). Accessed May 4 2017. প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/uqrVkZ

Tamale, Sylvia. 'উগান্ডায় নারীর প্রজনন ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ: ধর্ম, আইন এবং চিকিৎসাবিদ্যা: *সূত্র: মানবাধিকারের উপর আর্ন্তজাতিক সমসাময়িক পত্র*, ২৪ (২০১৬): ১১৭-১২৮ ("Controlling Women's Fertility in Uganda: Perspectives on Religion, Law, and Medicine." Sur: *International Journal on Human Rights,* 24(2016): 117-128,) প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/dXT5ML

Tomalin, Emma, ed. ধর্ম,বিশ্বাস এবং উন্নয়ন, ২০১১ *Gender, Faith, and Development.* Oxfam GB, 2011. প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/Fz6ZAm

মারিয়া মেলিন্ডা এ্যানড্রু, সামরীন শাহবাজ এবং সিইও কিন টিয়ং, ARROW দ্বারা সংকলিত
যোগাযোগ: Email: malyn.ando@arrow.org.my | Email: samreen@arrow.org.my | Email: kin@arrow.org.my

ARROW-এর বাছইকৃত তথ্য উপকরণ

পরিবর্তনের জন্য ARROW যা ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় এবং এশিয়া-মহাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা পর্যায়ক্রমে অনুবাদ করা হয় এর পাশাপাশি ARROW খন্ড খন্ড প্রকাশনাও আছে। নিম্নে ARROW-এর বিগত পাঁচ বছর থেকে বর্তমান পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ন প্রকাশনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব ধরনের তথ্য উপকরণ পেতে প্রবেশ/ডাউনলোড করুন: http://arrow.org.my/publications-overview/.

ধর্মীয় মৌলবাদ উপর ARROW এবং এর অংশীদার (সংস্থার) তথ্য উপকরণ

Abdul Cader, Azra. *যৌথ পরিবারসমূহ: লিঙ্গ সমতা, এসআরএইচআর, এবং মানবাধিকার জানতে,* ২০১৭ (*Inclusive Families: Realising Gender Equality, SRHR, and Human Rights.* 2017) প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/InclusiveFamilies.

ARROW. *তুলে ধরা: ধর্মীয় মৌলবাদের উপর বাছাইকৃত দলিল- পত্রসমূহ এবং নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যে এবং অধিকার-এর উপর তার প্রভাব ২০০৮। Surfacing: Selected Papers on Religious Fundamentalisms and Their Impact on Women's Sexual and Reproductive Health and Rights.* 2008. প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/SurfacingImpactofRF.

ARROW. *পরিবর্তনের জন্য ARROWs*, Vol.: 14, nos. 1 I 2: বিশ্বাস স্থাপন: ধর্মীয় মৌলবাদসমূহরে অপসারনে/প্রতিহতকরনে, ২০০৮ (ARROWs for Change, Vol. 14, nos. 1 & 2: Keeping the Faith: Overcoming Religious Fundamentalisms. 2008) প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/AFCvol14nos1and2.

Bakhadda, Fadoua. মরক্কোর *মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদ এবং নিরাপদ গর্ভপাত সেবা। মরক্কোকীয় পরিবার পরিকল্পনা সংঘ* (MFPA) & ARROW: 2016. (MFPA) Ges ARROW: 2016 *(Religious Fundamentalism and Access to Safe Abortion Services in Morocco. Moroccan* Family Planning Association (MFPA) & ARROW: 2016. (MFPA) and ARROW: 2016|) প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/RF-Morocco-Abortion.

Balasubramanian, P., Rajalakshmi Ram Prakash, and N Srilakshmi. *দক্ষিণ ভারতে মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদ এবং যৌন আবেদনের উপর ব্যাপক শিক্ষা* (CSE) । গ্রামীণ নারীদের সমাজিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ARROW-২০১৬ *(Religious Fundamentalism and Comprehensive Sexuality Education (CSE) in South India.* Rural Women's Social Education Centre and ARROW 2016) প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/RF-India-CSE.

Brohi, Nazish and Sarah Zaman. *পাকিস্তানের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার ব্যবহার রীতির উপর মৌলবাদ অভিব্যক্তিসমূহের প্রভাব। (Impact of Fundamentalism Discourses on Family Planning Practices in Pakistan.* Shirkat Gah-Women's Resource Centre & ARROW. 2016. প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/RF-Pakistan-FP.

Daniel, Smriti, Zainab Ibrahim, Darshi Thoradeniya, Edna Malkanthi, and Evangeline de Silva. *শ্রীলংকার জাতিগত-ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার: সামাজিক, মুদ্রণ মাধ্যম এবং নীতি-এর উপর একটি পর্যোলচনা।* নারীগণ এবং সমষ্টিগত মাধ্যম এবং ARROW, ২০১৬. *(Ethno-Religious Nationalism and Sexual and Reproductive Health and Rights in Sri Lanka: A Social Media, Print Media and Policy Review.* Women and Media Collective & ARROW, 2016. প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/RF-SriLanka-SRHR.

Melgar, Junice and Jocelyn Carrera-Pacete. *ফিলিপাইনের ক্যাথলিক মৌলবাদসমূহকে জানা: নারীর, পরিবার এবং গর্ভনিরোধ-এর উপর রক্ষণশীল ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য আইন এবং অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিকে ব্যহত করার জন্য। LIKHAAN & ARROW. 2016| (Understanding Catholic Fundamentalism in the Philippines: How Conservative Religious Teachings on Women, Family and Contraception Are Wielded to Impede the Reproductive Health Law and Other Reproductive Health Policies)* . LIKHAAN & ARROW. 2016. প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/RF-Philippines-RH.

Osman, Ratna. “ভাব পত্র ৫: ধর্মীয় চরমপন্থা এবং এশিয়া-মহাদেশীয় অঞ্চলে নারী ও যুবসমাজের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার-এর উপর এদের প্রভাব:”। *যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের জন্য কর্ম প্রক্রিয়া: এশিয়া-মহাদেশের জন্য কৌশলসমূহ আইসিপিডি এবং এমজিডিসমূহের বাহিরের: ভাব পত্রসমূহ- আইসিপিডি এবং এমজিডিসমূহের,* ARROW-১০৭-১২০.২০১২ ব্যতিরিকে)

"Thematic Paper 5: Religious Extremisms and Its Impact on Sexual and Reproductive Health and Rights of Women and Young People in the Asia-Pacific Region." In *Action for Sexual and Reproductive Health and Rights: Strategies for the Asia-Pacific* beyond ICPD and the MDGs: Thematic Papers- Beyond ICPD and the MDGs, ARROW,107-120. 2012. http://bit.ly/Action4SRHRThematicPapers.

Sabina, Nazme. *বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক ধর্মীয় চরমপন্থা এবং যৌন ব্যাপকতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার।* নারীপক্ষ এবং ARROW (নারীপক্ষ এবং ARROW). 2016| Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and Higher Secondary Education in Bangladesh. Naripokkho & ARROW (নারীপক্ষ এবং ARROW). 2016. প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/RFBangladesh-CSE.

Society for Health Education (SHE). *মালদ্বীপের মধ্যে ইসলাম এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি।* SHE এবং ARROW). 2016 *(Perceptions of Islam and Sexual and Reproductive Health and Rights in Maldives.* SHE & ARROW. 2016. প্রাপ্তিসূত্র http://bit.ly/RF-Maldives-SRHR.

ARROW-এর অনান্য তথ্য উপকরণ

২০১৪-২০১৭

বিভিন্ন লেখকসমূহ: ২০১৫-পরর্বতী কর্মপরিকল্পনায় এসআরএইচআর (SRHR) বিষয়কে একত্রিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য আহ্বান। আফ্রিকা, বাংলাদেশ, কম্বডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, লাও পিডিআর (Lao PDR) (ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষায়), পাকিস্তান, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রসমূহের সহজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন লেখকসমূহ: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যে এবং অধিকারের সর্বজনীন উন্মুক্ততার উপর রাষ্ট্রের পরিচিতিরসমূহ । বাংলাদেশ কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, লাওপিডিআর (Lao PDR) (লাও মধ্যেও) মালয়শিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গলীয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, শ্রীলংকা (সহজে পাওয়া যাবে ইংরেজি, সিনহালা এবং তামিল ভাষায়) এবং ভিয়েতনাম রাষ্ট্রসমূহের সহজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন লেখকসমূহ: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সর্বজনীন উন্মুক্ততার উপর রাষ্ট্রের পরিচিতিরসমূহ। বাংলাদেশ কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, লাও পিডিআর (Lao PDR) (লাও-এর মধ্যেও) মালয়শিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গলীয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, শ্রীলংকা, থ্যাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম রাষ্ট্রসমূহের সহজে পাওয়া যাবে।

২০১৭

দাস, অরপিতা: *যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের সর্বজনীনতা উপর অঞ্চল পরিচিতি: এশিয়া ।*

২০১৬

Nadimpally, Sarojini, Sneha Banerjee, and Deepa Venkatachalam. *বাণিজ্যিক প্রতিনিধি: আধিকার ও সুবিচারের ক্ষেতসমূহে মধ্যে একটি জাতিগত প্রতিযোগিতা* (Commercial Surrogacy: A Contested Terrain in the Realm of Rights and Justice.)

Ravindran, TK Sundari. *সচেতনতার একটি পথ-পরির্দশক: সর্বজনীন গর্ভনিরোধ সেবাই হল মানবাধিকার। (An Advocate's Guide: Integrating Human Rights in Universal Access to Contraception.)*

রিয়েস, ইমিলিয়া: *২০৩০ সালের আলোচ্যসূচীতে এসআরএইচআর (SRHR): ফিরে দেখা, এগিয়ে যাওয়া।*

বিভিন্ন লেখকসমূহ: *জলবায়ু পরিবর্তন ও এসআরএইচআর* (SRHR)-এর উপর সচেতনতামূলক সংক্ষিপ্ত পত্র। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া (ইংরেজি এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষায়), লাওপিডিআর (Lao PDR), মালেয়শিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং ফিলিপাইনস রাষ্ট্রসমূহে সহজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন লেখকসমূহ: *জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সংক্ষিপ্ত গবেষণা পত্র।* বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, লাও পিডিআর (Lao PDR), মালেয়শিয়া, নেপাল, পাকিস্তান এবং ফিলিপাইনস রাষ্ট্রসমূহে সহজে পাওয়া যাবে।

২০১৫

ভরমা, আম্বিকা এবং কুমার দাস। (Varma, Ambika with Kumar Das), *যৌনতা: দারিদ্র এবং খাদ্য অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করার জন্য গুরুতর।*

২০১৪

ARROW. *২০১৫ সালের-পরবর্তী আলোচ্যসূচীতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারসমূহ: তাদের সঠিক ব্যাখ্যা/অবস্থান (বাংলা, হিন্দি, এবং তামিল ভাষায় পাওয়া যাবে) ।*

ARROW. *যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারসমূহ ২০১৪ সাল ব্যতিরেকে: সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ ।*

ARROW. *কিশোর-কিশোরী এবং যুবকদের এসআরএইচআর* (SRHR) *বিষয়ক আলোচ্যসূচী* ICPD+20 *ব্যতিরিকে।*

ARROW. *ICPD+20 এশিয়ার যুবক তথ্য ফাইল (Asia Youth Factsheet.)*

ARROW. *গুণগত সেবা প্রদানের জন্য নারীর অধিকারপূরণ।*

ARROW. নেতৃত্ব এবং ব্যাবস্থাপনা উপর ARROW-*তথ্য উপকরণ কিট* (Resource Kit on Leadership and Management.)

ARWC and ARROW. *আমাদের গল্পসমূহ, একটি অভিযান: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারসমূহের উপর একটি চলমান জার্নাল।*

অউন, নারীমাহ (Awin, Narimah) . *বিষদ পর্যালোচনা: খাদ্য, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং দারিদ্রতার প্রেক্ষাপটে মাতৃস্বাস্থ্য নির্দেশকরণ ।*

Racherla, Sai Jyothirmai and Nurgul Dzhanaeva. *যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারসমূহের অবস্থার উপর রাষ্ট্র পরিচিতি (রাশিয়া উপর পাওয়া যাবে)। (Country Profile on the Status of Sexual and Reproductive Health and Rights: Kygyz Republic (also available in Russian).*

রবিন্দ্রনান, টি কে সুন্দারি (Ravindran, TK Sundari) . *এটার কি দরকার: এসআরএইচআর* (SRHR) *সেবার জন্য দারিদ্রতা, খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্নতা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সর্বজনীনতা চিহ্নিতকরণ (What It Takes: Addressing Poverty and Achieving Food Sovereignty, Food Security, and Universal Access to SRHR.)*

ওডস, যনিবেল (Woods, Zonibel) . *বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার প্রক্রিয়ার জন্য সুযোগ-সুবিধা চিহ্নিত করণ*

২০১৩

ARROW. *দ্বিতীয় সংস্করণ* (2nd ed.): *যৌন ও অধিকারসমূহ: দক্ষিন এশিয়ার যুবকদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার অবস্থা।*

রবিন্দ্রনান, টি কে সুন্দারি (Ravindran, TK Sundari) : *সচেতনতার একটি পথ-প্রর্দশক: কৌশল নির্দেশনা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের সার্বজনীনতার জন্য।*

Thanenthiran, Sivananthi, Sai Jyothirmal Racherla, and Suloshini Jahanath. *পূনঃদাবী এবং পূর্নবিবেচনার অধিকারসমূহ: ICPD+20 দক্ষিন এশিয়ায় এসআরএইচআর* (SRHR)-*এর অবস্থা।*

Various Authors. *পূনঃদাবী এবং পূর্নবিবেচনার অধিকারসমূহ: কিশোর-কিশোরী এবং যুবকদের এসআরএইচআর* (SRHR) *বিষয়ক আলোচ্যসূচী Beyond ICPD+20 ব্যতিরেকে।*

সংজ্ঞার্থ

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১ See the Editorial by Sivananthi Thanenthiran in this bulletin.

২ Ayesha Imam and Nira Yuval-Davis, "Introduction," ix-xviii, in Warning Signs of Fundamentalisms (Nottingham, UK: Women Living Under Muslim Laws, 2004), cited in ARROW, "An Advocacy Brief: Post 2015 Development Agenda-Influences of Religious Fundamentalism on Sexual and Reproductive Health and Rights of Women," accessed May 20, 2017, https://goo.gl/aYPrC3

৩ Gita Sanghal, "Two Cheers for Multiculturalism," in Warning Signs of Fundamentalisms (Nottingham, UK: Women Living Under Muslim Laws, 2004), accessed May 20, 2017, https://goo.gl/pA3BZi

৪ ICAN and AWID, Extremism as Mainstream:Implications for Women, Development & Security in the MENA/Asia Region, 2, accessed, May 20, 2017, https://goo.gl/WR3SXL

৫ Ayesha Imam, The Devil is in the Details: At the Nexus of Development, Women's Rights, and Religious Fundamentalisms (Toronto and Mexico City: Association for Women's Rights in Development, 2016), 5-6, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/GmvdTG

৬ National Secular Society, "What is Secularism?," accessed May 20, 2017, https://goo.gl/8iKtSw

জাতীগত ধর্মীয় জাতীয়বাদঃ এই মতার্দশ ‘‘জাতিগত এবং ধর্মীয় উভয় পরিচয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়”, এবং যা দৃঢ় করে যে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বৈধতা প্রাথমিক ভাবে ধর্মীয় মতার্দশের আনুগত্য থেকে প্রাপ্ত হয়। জাতিগত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ চায় রাষ্ট্র, ভৌগলিক অঞ্চল,সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় দীক্ষাকে ধ্বংস করতে, এবং ব্যক্তির মাধ্যমে এটি আরোপ ও সংজ্ঞায়িত করা হয়।

মৌলবাদী আন্দোলনঃ[২] ধর্মীয়, জাতিগত অথবা/এবং শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদীদের সাথে রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহকে বুঝায়। এরা সমষ্টিগত পরিচয়ের একটি একক সংস্করণ গড়ে তুলে শুধুমাত্র সত্য খাঁটি, যুক্তিসঙ্গত এবং বৈধতার দাবিতে এবং এটাকে ব্যবহার করে নির্বাচনি এলাকায় নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরোপ করার জন্য। (একটি বিশেষ সম্প্রদায় হতে অধিকাংশ পর্যন্ত, যদি সব নাও হয়, মনুষ্যত্ববোধকে আলাদা করা)। তারা দাবি করে যে, তারা বৈধ ঐতিহ্যের প্রতিনিধি এবং তারা আধুনিকতার কু-প্রভাব এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি (যারা পশ্চিমা না হয়েও পশ্চিমা সংস্কৃতি নিজের মনে করে) বিরুদ্ধে কথা বলে। যা হোক, মৌলবাদীরা প্রাক-আধুনিক হওয়া থেকে অনেক দূরে। তাদের পরিকল্পনাকে প্রচারকরণে তারা সব ধরনের সহজলভ্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে, প্রচার মাধ্যম থেকে অস্ত্র-সস্ত্র পর্যন্ত। উপরন্তু, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যা লালন করে তা হল গঠনমূলক এবং নির্বাচিত, অতীতের মধ্যে থেকে কোন কিছু পুনরুজ্জীবিত করা নয়।

এই মৌলিক কারণ ছাড়াও যা তাদেরকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব সময় চরম ডানপন্থী হিসেবে সনাক্ত করে, মৌলবাদীদের কর্মপরিকল্পনাসমূহও একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন হতে পারে। তারা উদ্ধৃতি স্বরুপ পবিত্র গ্রন্থের দীক্ষাসমূহ ব্যবহার এবং সুনির্দিষ্ট দক্ষ নেতৃত্বের সাথে নিজেদের সাদৃশতা সংযুক্তও করতে পারে; তারা প্রচলিত রূপকথার একটি স্বরূপ হিসেবে, অথবা প্রচলিত অপ-নেতৃত্বের বিরূদ্ধে লড়াইয়ের আকৃতিস্বরূপ হিসেবেও আত্ম-প্রকাশ করতে পারে।

বহুসংস্কৃতিবাদঃ[৩] প্রায়ই দুটি অথবা তিনটি ভিন্ন মাধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে একে বুঝাতে যা সংমিশ্রিত। একটি মাধ্যমে এটি ব্যবহৃত হয়েছে একটি সমাজকে বর্ণনা করতে যে সমাজে ভিন্ন গোত্রের লোকজন একত্রে বাস করে- এটি বাস্তবিক অথবা আদর্শগত উভয় ধরনের বিবরণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে একটি নিদিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতির আদর্শকে বর্ণনা করতে। বহুসংস্কৃতিবাদকে একটি সামাজিক নীতিমালা বিবরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যে সমাজ সাংস্কৃতির ভিন্নতাকে সম্মান করে।

ধর্মীয় চরমপন্থাঃ ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা যা সামাজিক অথবা অসহিষ্ণু অর্থনৈতিক, আইনসমূহ, অবাধ্যতা অথবা সংহিসতার মাধ্যমে অন্যের উপর জোরপূর্বক প্রয়োগ করার নামই হল ধর্মীয় চরমপন্থা। এটি হল সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, জাতিগত বা সম্প্রদায় এর অস্পষ্ট ব্যাখ্যার একত্রিকরণ নাগরিকদের বর্হিমুখী পিতৃত্বান্ত্রিক ও অসহিষ্ণু সম্প্রদায়ের দিকে ধাবিত করতে। এই অর্থে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার একটি ছোট শতাংশ চরমপন্থী হল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এই চরমপন্থার প্রকাশ ঘটেছে এবং বিভিন্ন ধর্মের সাথে তাদের সংস্পৃক্ততাও রয়েছে। ধর্মের অবক্ষয় রোধের জন্য সংহিসতার প্রয়োগ যুক্তিসম্মত এটা কিছু চরমপন্থী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সব ক্ষেত্রে এক না।

ক্ষুদ্র এবং বৃহত্তর উভয় ধরনের চরমপন্থী আন্দোলনের দ্বারা নারীদেরকে সরাসরি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। চরমপন্থী বাহিনীরা কঠোর বল প্রয়োগ করে নারীর আইনী অধিকার এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। নারীদেরও অনেক প্রত্যেক্ষ অভিজ্ঞতা আছে শারিরীক নিরাপত্তাহীন, যৌন হয়রানি এবং (চরমপন্থীদের দ্বারা) জনসম্মুখে আক্রমণের স্বীকার হওয়া।

ধর্মীয় মৌলবাদঃ[৫] যদিও শব্দটি আপত্তিকর, ধর্মীয় মৌলবাদ শব্দটি সচরাচর ব্যবহৃত হয়েছে একক অর্থে, সাধারণত সক্রিয়কর্মী এবং শিক্ষা-সাহিত্য দ্বারা শব্দটি সবচেয়ে ব্যবহৃত হয় সহজে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বুঝতে। এটি নিম্নলিখিত মতাদর্শের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশঃ

* প্রায়শঃ অন্য পরিচিতির যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সাথে ধর্মের ব্যবহার।

* বৈষম্য, অসহিষ্ণুতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন যাচাই-বাছাইয়ে ধর্মের ব্যবহার।

* সামাজিক নিয়ন্ত্রনের মূল কেন্দ্রবিন্দু বিবেচনায় নারীর শারীরিক ও যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ।

* পুরুষ কর্তৃত্ব, কঠোরতা, উত্তরাধিকারসূত্র এবং পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গ বিষয়ক শক্তি প্রর্দশনে।

* শুধুমাত্র সত্য, এবং অনুশীলনের একমাত্র বৈধ উপায় এ সকল যুক্তিসমুহের প্রতিষ্ঠিত করণে ধর্মের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও প্রথাগত উদ্ধৃতি প্রদান ।

* এ মতাদর্শন (সবার উপর) আরোপ করার জন্য বল প্রয়োগ এবং সহিংসতার পথ অবলম্বন।

* একটি সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ক্ষেত্রে 'আমাদের' শব্দের ব্যবহার 'অন্যান্য সব' শব্দের বিপরীতে।ধর্মীয় মৌলবাদসমূহ খ্রিস্টাশ্চীয়ানিটি (ক্যাথলিক, এ্যাজিলিকান, সনাতন, ধর্মপ্রচারক ইত্যাদি), ইসলাম (সুন্নি এবং শিয়া উভয়ই) হিন্দু, শিক, বৌদ্ধ ও ইহুদী ধর্ম সহ সকল ধর্মেই দৃশ্যমান। এারিয়া মেলিন্ডা এনড্রু, উর্ধ্বতন প্রোগ্রাম অফিসার, ARROW দ্বারা সংকলনকৃত

যোগাযোগঃ Email: malyn.ando@arrow.org.my | Twitter: @MalynAndo

পরিবর্তনের জন্য arrow Vol. 23 No. 1, 2017 (অনুবাদিত ২০১৭)

ধর্মনিরেপক্ষতা: দুইটি নীতিমালার ফলস্বরুপঃ 'ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে রাষ্ট্রের দৃঢ় বিচ্ছেদ' এবং 'রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্ম ভিন্নতা এবং ধর্মবিশ্বাস ভেদে আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান'। রাষ্ট্র থেকে ধর্মের বিচ্ছেদই হল ধর্ম নিরেপক্ষতার ভিত্তিপ্রস্থর। এটি একটি নিশ্চিয়তা প্রদান করে যে, ধর্মীয় গোষ্ঠিসমূহ রাষ্ট্রের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না এবং রাষ্ট্রও ধর্মীয় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না । (ধর্ম) নিরেপক্ষতা-- কোন বিশেষ ধর্মের বাসিন্দাদের অথবা ধর্ম বিশ্বাসে প্রতিবন্ধকতা, কারও উপর নাস্তিকতা আরোপের করতে চায় না।[৬]

তথ্য ফাইল

ধর্মের (অপ) ব্যবহারঃ
বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, মায়ানমার এবং ফিলিপাইন -এর ঘটনাবলি

ধর্মের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং বিধি-নিষেধ ও ঘটনার অপব্যাখ্যা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ধর্মের প্রতি চরম পন্থা মনোভাব, নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারকে প্রভাবিত করছে। এই অপব্যাখ্যার প্রয়োগ যখন নারীর জীবনের উপর হয় তখন চলমান আইন, পররাষ্ট্র নীতি এবং ঐতিহ্যগত প্রথা পদ্ধতি সাহায্যতা ও বল প্রয়োগ দ্বারা ধর্মকে সংকীর্নরুপে উপস্থাপনা ও অপব্যাখ্যার করছে মানবাধিকার দমন ও বৈষম্য সৃষ্টি জন্য। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যবহার করে অধিকারভোগীদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য। একই সময়ে, রাষ্ট্রসমূহ মানব অধিকার জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া দ্বারা আবদ্ধ যেমন "নারী বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যনিরোধ সম্মেলন" (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) নারীর প্রতি স্থায়ী সমতা নিশ্চয়তা প্রদান তথা সুযোগ সুবিধা ও ভোগের সমতা এবং নারী বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য নিরোধে নিশ্চয়তা দেওয়া।[১]

এই অনুচ্ছেদটি ব্যাখ্যা করে কিভাবে এশিয়ার বাছাইকৃত দেশগুলো সিডা (CEDAW) দ্বারা নিবন্ধিত, তবুও রাষ্ট্রীয় আইন, নীতি, এবং অনুশীলনগুলি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে যার ফলস্বরুপ বৈষম্যের মূলধারাগুলো সক্রিয় হচ্ছে এবং নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সীমিত করছে।

তথ্যসূত্র ও টীকাঃ

১ WRAW Asia Pacific, *পরিবর্তনের জন্য দক্ষতা: "নারী বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য নিরোধ সম্মেলন" (Training Manual on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* উপর প্রশিক্ষণ র্নিদেশিকা, সন্নিবেশিতকরন: মে ২০, ২০১৭, প্রাপ্তিসূত্র https://goo.gl/Gnwyba

সিডা (CEDAW)

ঘোষণা ও সংরক্ষণের সাথে ১৯৮০ সালে স্বাক্ষরিত (অনুচ্ছেদ-১৬ বিবাহ ও পরিবার; অনুচ্ছেদ-৫-এ বৈষম্য দূরীকরণে অপ-সাংস্কৃতি চর্চার চিহ্নিতকরণ এবং সম্প্রদায়র ব্যাক্তিগত বিষয়ে উপর রাষ্ট্রের অ-হস্তক্ষেপ[৩]) ১৯৯৩ সালে অনুমোদিত।

নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার উপর চরমপন্থার প্রভাব

ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষতায় গণতন্ত্র রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের সংবিধানও সকলের জন্য সমতা প্রদানে নিশ্চয়তা দিয়েছে। তবুও, জনসংখ্যা ও ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাই একটি জনগোষ্ঠির জাতীয়তাবদের পরিচয়[৩], হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় -হিন্দুদের ও হিন্দু জীবন ধারার আধিপত্যতা। এটা সহায়তা করেছে হিন্দু মৌলবাদী দলগুলোর প্রভাবকে বৃদ্ধিকরণসহ রাজনৈতিক দলগুলোতে মূলধারার রাজনীতির জন্য যার স্পষ্টত প্রমাণ হল বর্তমান ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতাপার্টি (Bharatiya Janata Party) ও রাষ্ট্রীয় স্বায়িত্বসেবা সংঘ (Rashtriya Swayamsevaka Sangh) দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা[৫]। হিন্দু মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক বছরে নিজেদের শক্তি ও সমর্থন অর্জনের প্রক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ন ছিল যেমনটি পরিলক্ষিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক সময়ে এবং ঔপনিবেশিকতার সংগ্রামের বিরুদ্ধের একটি অংশেও[৬]। মৌলবাদীরা বছরের পর বছর ধরে ধর্ম ও গোত্রভিত্তিক ভেদাভেদ নিয়ে খেলা করেছে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে কৌশলগতভাবে উত্তেজনা সৃষ্টিকরণে এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার উস্কানি এবং এর বৈধকরণে। সর্বদিকে চলমান তল্লাশি কার্যক্রম থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরা মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মকে হিন্দু কর্তৃত্বের জন্য হুমকি স্বরুপ মনে করে[৫]।

এই(কর্মসূচী) দাবিত করেছে রক্ষণশীলতার গ্রহনযোগ্যতা ক্রমাগত বৃদ্ধিকরণে যেটি পরিলক্ষিত হয় নারীর লিঙ্গ ও যৌনতার উপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে, যা নারীদের অধিকাংশে প্রভাবিত করে বিশেষত প্রান্তিক নারীদের। রাষ্ট্র কর্তৃক নৈতিকতার নীতি-নির্দেশনা এবং তরুন জনগোষ্ঠির তথ্য ও চাকুরীতে নিয়ন্ত্রণসহ এসকল নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দিক আছে। মৌলবাদীদের চলমান লক্ষ্য হয়ে থাকে নারী শরীর ও সম্মান, এর সাথে সংগঠিত সহিংসতা ও নিয়ন্ত্রন গুরুত্ব দিয়ে থাকে[৫]।

বৈবাহিক ধর্ষণের উপর আইনি ব্যাখ্যার অস্পষ্টতাতে মৌলবাদীদের আর্দশ পরিলক্ষিত হয় পুরুষদের বর্ধিত অসহায়তৃতা বিবেচনায়[৭]। যৌতুক এবং উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি-তর্ক ব্যবহৃত হয়েছে। নারীর জন্য বিবাহের বিকল্পকতার অভাব এবং বিয়ের পর বৈবাহিত সম্পত্তির উপর সীমিত নিয়ন্ত্রণের প্রভাবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ধারাবহিক বৈষম্যের জন্য[৮]।

সমকামিতার অপরাধবোধকে যাকে ব্যবহৃত হচ্ছে এই দলগুলোর বিরুদ্ধে এবং তাদের পরিসেবা অস্বীকার করার অপকর্মের জন্য যা ঔপনিবেশিক শাসনে ফিরে যাওয়া (ভারতীয় দন্ডবিধির ধারা ৩৭৭ অনুসারে)। এই আইনগুলো পরিবর্তনের জন্য কিছু প্রচেষ্টা করা হয়েছে যা কার্যত কোন উপকার আসেনি[৩]। ২০১৪ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত দ্বৈত লিঙ্গের জনগণকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেব স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু এখনও অনেক কিছু করতে হবে তাদের অধিকার নিশ্চয়তা দানসহ তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্ম সংস্থানের জন্য যেহেতু এই জনগোষ্ঠি দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিচারে সব সময় কলংকিত হয়[৯]।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

২ As per Census 2011 data, India has 80% Hindus, 14% Muslims, 2% Christians, and 2% Sikhs, while Buddhist, Jains are included in others. S. Rukmini and Vijaita Singh, "Muslim Population Growth Slows," The Hindu, August 25, 2015, updated February 13, 2017, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/7CbJ8e

৩ Sivananthi Thanenthiran, Sai Jyothir Mai Racherla, and Suloshini Jahanath, Reclaiming and Redefining Rights: ICPD + 20: Status of Sexual and Reproductive Health and Rights in Asia Pacific, ARROW, 2013, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/GN413U

৪ UN Databases, https://goo.gl/xN6Ahw

৫ Chayanika Shah, "Hindu Fundamentalism in India: Examining Impact and Responses by Women's Movements," ARROWs for Change 14, nos. 1 & 2 (2008): 4-5, https://goo.gl/aBevir

৬ Vir Sanghvi, "Why the World Needs to Sit up and Take notice of India's War on Meat," South China Morning Post, April 23, 2017, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/17LSQA

৭ Matt Payton, "Indian Government to Criminalise Marital Rape with 'Comprehensive Law,'" Independent, December 6, 2015, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/7Ac1Ds

৮ KumKum Dasgupta, "Why is India Dragging Its Heels Over the Criminalisation of Marital Rape? The Guardian, August 17, 2015, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/aVDUzQ

৯ BBC, "India Court Recognises Transgender People as Third Gender," BBC News, April 15, 2014, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/XmmXGH

বাংলাদেশ / ইসলাম ধর্ম[১০]

নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার উপর চরমপন্থার প্রভাব

সিডা/CEDAW

১৯৮৪ সালে অধিগ্রহন ও সংরক্ষনসহ অনুমোদিত হয়েছে (ধর্মীয় ভিত্তিতে/দৃষ্টিতে- শরিয়া আইন; অনুচ্ছেদ-এ-২ নীতি নির্ধারনের উপর; অনুচ্ছেদ এ-১৬.১ (সি) বিয়ে ও পরিবারের উপর) [৪,১১]

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যদিও রাষ্টীয় ধর্ম হল ইসলাম। ইসলামীক শরিয়া আইনেরও অনুশীলন করা হয়।

ধর্মীয় কারণ দ্বারা বাল্য বিবাহকে বৈধ করা হয়েছে। মেয়েরা যাদের অল্প বয়েসে বিয়ে হয় তারা সহিংসতা স্বীকার, যৌন সংক্রমণজনিত রোগ এবং গর্ভাবস্থার সাথে সর্ম্পকিত জটিলতায় ভোগে[১১]। রক্ষণশীলতা প্রেক্ষিতে ১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিয়ন্ত্রন আইনের (Child Marriage Restraint Act) প্রয়োগ সন্দেহাতীত যেখানে লিঙ্গ বিষয়ক রীতি-নীতি গুলো শক্তিশালী[১২]। এই আইনে ছেলে (২১ বছর) ও মেয়েদের জন্য (১৮ বছর) বিয়ের নূন্যতম বয়স র্নিদেশ করা আছে, তবুও বাল্যবিবাহ প্রদানে সহায়তাকারীদের ছোট-খাটো শাস্তি স্বরুপ স্বল্প দিনের কারাবাস এবং জরিমানার শর্ত আরোপ করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যা “বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায়” বাল্যবিবাহরে অনুমতি দেয় মেয়েদের জন্য যারা অভিবাবক বা মা-বাবা সম্মতি ও আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা বিয়ে করতে পারবে। রাষ্ট্র বহুমাত্রিক যুক্তি দেখাচ্ছে এ অবস্থার জন্য ভ্রান্ত অনুমানকে অর্ন্তভুক্ত করে যে এই আইনের প্রয়োগের ফলে মেয়েদের প্রতি কলংকের দাগ অর্থাৎ যেসব মেয়েরা ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির স্বীকার হয়েছে তারা যদি সেই অপরাধকারিকে (যে যৌন হয়রানি বা ধর্ষণ করেছে) বিয়ে করে তাহলে এই ধরনের অপকর্ম হ্রাস পাবে [১২,১৪]।

ফতোয়া, যা স্থানীয় বয়োজ্যাস্ট মুসলিম ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দ্বারা *শালিসের* (একটি গ্রামীণ বিবাধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া) মাধ্যমে প্রোনিত হয় তা মেয়ে ও নারীদের বিশেষত গ্রামীণ নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে প্রভাবিত করেছে। *এ সকল ফতোয়া* সাধারণত প্রোনিত হয়ে থাকে নারীদের শাস্তি দিতে (পাথর নিক্ষেপ ও লাথি মারার মাধ্যমে) সে সকল কর্মকান্ডের জন্য যা তাদের দৃষ্টিতে সমাজ বিরোধী বা অনৈতিক কর্ম হিসাবে গন্য যেমন ব্যভিচার, প্রাক বৈবাহিক গর্ভধারন, অনৈতিক চরিত্র এবং প্রাক বৈবাহিক সম্পর্ক। বাংলাদেশি আইনের অধীনে এ সকল অপরাধগুলোর কোনটিকেই অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। *এ সকল ফতোয়া* জনগণের সংবিধান দ্বারা প্রতিশ্রুতি অধিকার হরন করেছে[১৫]। ১৯৯০ দশক থেকে আদালত ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে *এ সকল ফতোয়া* প্রয়োগ বাড়ছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১০ The Bangladesh Census 2011 shows that Sunni Muslims constitute 90% and Hindus make up 9.5%, while the rest are predominantly Christian (mostly Roman Catholic) and Theravada-Hinayana Buddhist.United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Bangladesh 2012 International Religious Freedom Report, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/NVkSYN

১১ Naripokkho, Country Profile: Bangladesh, 2016, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/NDGVcm

১২ Human Rights Watch (HRW), "Bangladesh: Don't Lower Marriage Age: Ending Child Marriage Should Include Support for Victims, At-Risk Girls," October 12, 2014, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/EVJkwC

১৩ The Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929), accessed May 20, 2017, https://goo.gl/66Gdmw

১৪ Rohini Alamgir and Afrose Jahan Chaity, "Child Marriage Restraint Act 2017 to Practice No Restrain," February 28, 2017, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/JMwQ9h

১৫ Meher Nigar, "Fatwa Violence Against Women: A Bangladeshi Perspective," 2012 (unpublished), accessed May 20, 2017, https://goo.gl/APf8Me

----------- এশিয়ার বাছাইকৃত দেশগুলো সিডা (CEDAW) দ্বারা নিবন্ধিত, তবুও রাষ্ট্রীয় আইন, নীতি, এবং অনুশীলনগুলি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে যার ফলস্বরুপ বৈষম্যের মূলধারাগুলো সক্রিয় হচ্ছে এবং নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সীমিত করছে।

মিয়ানমার (বারমা)/বৌদ্ধধর্ম [১৬, ১৭]

সিডা/ CEDAW	নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার উপর চরমপন্থার প্রভাব
অধিগ্রহন ও রক্ষণের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে সংশোধিত হয় (অনুচ্ছেদ-২৯, বিরোধ নিষ্পত্তির উপর)[৪]	জনসংখ্যা ও ধর্ম উভয়কে ব্যবহার করা হয়েছে মিয়ানমারের জাতীয় ধর্ম চিহ্নিতকরনে।[৩] সম্প্রতি বছরগুলোতে সরকার বেশ কয়েকটি আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করছে পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠি রোহিঙ্গা মুসলমানদের অধিকার সীমিত করার প্রেক্ষিতে। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছে এবং তাদের আন্দোলনও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারীদের বিয়ে করতে বা বিয়ে না করার জন্যও সরকারের কাছে অনুমোদন নিতে হয় যা অনেকটা কারাবাসের মতই। দুটি সন্তান জন্মদানেই তারা সীমাবদ্ধ এবং এর জন্য তাদেরকে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হয় যা লঙ্ঘনে আর্থিক জরিমানা ও কারাদন্ড ভোগ করতে হয় । ২০১৫ সালে ‘বৌদ্ধ নারীদের বিশেষ বিবাহ আইন’(The Buddhist Women's Special Marriage Bill) প্রনয়ণ করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে কোন বৌদ্ধ নারী (বৌদ্ধ পুরুষ নয়) যদি অন্য ধর্মের পুরুষকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে তাদের অভিপ্রায় প্রকাশ্যে নিবন্ধণ করতে হবে। বিদ্যমান গোত্রের/ধর্মের নিবন্ধণ নিতে হবে। ধর্ম রুপান্তর বিলে (The Religious Conversion Bill) উল্লেখ আছে যে, কাউকে ধর্ম পরিবর্তন করতে হলে আবেদন সাপেক্ষে অনুমোদন নিতে হবে। একবিবাহ বিল (The Monogamy Bill) যেসব সংখ্যলঘুদের বিবেচনায় প্রোনিত যাদের যৌন হয়রারি স্বীকার হয়ার সম্ভবনা থাকে[১৮]।

মালয়শিয়া/ ইসলাম ধর্ম[১৯]

সিডা/ CEDAW	নারীর যৌন, প্রজনন ও স্বাস্থ্য অধিকার উপর চরমপন্থার প্রভাব
১৯৯৫ সালে অনুমোদিত হয় সংরক্ষণের মাধ্যমে :[অনুচ্ছেদ-৯(২) শিশুদের জাতীয়তার উপর, ৬(১)(ক) বিবাহ ও পরিবার সর্ম্পকিত সব বিষয়ে বৈষম্য দূরীকরণ:১৬(১) (সি) বিবাহ ও বিবাহনামা:১৮(১)(চ) অভিভাবকত্ব , এলাকা আয়ত্ব, বিশ্বাস ও বাচ্চাদের অধিগ্রহণ:১৬(১)(ফ) ব্যক্তিগণ অধিকারের উপর ।	যদিও সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন, মালয়েশিয়ায় ”দ্বৈত্য” আইন চর্চা করা হয়। মুসলমানরা সাধারন এবং ইসলামিক আইন -যাকে বলা হয় কি শরিয়াহ আইন[২০] উভয় আইন দ্বারা শাসিত হয়। ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে (বিবাহ, তালাক, অধিগ্রহণ এবং অন্যান্য) আধুনিকতার সুযোগ-সুবিধাসমূহ সীমিত এবং ব্যক্তিগত সর্ম্পকিত বিষয়সমূহে ইসলামকে প্রধান্য দেওয়া হয় (যেমন মুসলমান দ্বারা সৃষ্টি ও সংঘঠিত মুসলিম বিরোধী অপরাধের শাস্তি সমূহ)। যাই হোক, সাম্প্রতিক সময়ে, শরিয়াহ আদালতে এর প্রয়েগের ভূমিকা মুসলমানদের আচার-আচরনে এবং অধিকার সীমিত করছে, বিশেষকরে নারীর যৌন, প্রজনন ও স্বাস্থ্য অধিকার সর্ম্পকিত বিষয় সমূহে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বির্তকের আরেকটি ক্ষেত্র হল *ফতোয়া*। (The Penal Code) দন্ডবিধি (মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতাকে নির্দেশ করে যৌন মিলন হিসেবে, কিন্তু বৈবাহিক ধর্ষণ হিসেবে নয় যা মুসলমান নারীদের জন্য সঙ্গী দ্বারা যৌন সহিংসতাকে অনুমোদন করছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১৬ Buddhists comprise 89% of the population. The rest is comprised of Christians 4% (Baptist 3% and Roman Catholic 1%), Muslims 4%, animists 1%, and others 2%. Burma People, Factrover, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/mGbmvw

১৭ Phyae Thet Phyo, "Census Figures on Religion to be Released by Year End," *Myanmar Times,* October 26, 2015, accessed May 20, 2017 https://goo.gl/EjthBc

১৮ Michael Caster, "The Truth About Myanmar's New Discriminatory Laws," *The Diplomat*, August 26, 2015, May 20, 2017, https://goo.gl/V11wxD

১৯ In Malaysia, 61% of the population are Muslim, 20% are Buddhists, 10% are Christians, 6% are Hindus, and 4% are from other religions. Department of Statistics Official Portal, "Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010 (Updated)," July 29, 2011, updated May 7, 2015, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/A56KL3

২০ Rosli Dahlan and Fawza Sabila Faudzi. "The Position of the Shariah Court in the Malaysian Legal System," *Malay Mail Online,* May 15, 2015, accessed May 17, 2017, https://goo.gl/gMUBsJ

সাম্প্রতি উন্নয়নের দেখা যায় যে এই সব সঙ্গী দ্বারা সংগঠিত সহিংসতা আরো খারাপ হয়ে উঠছে মুসলিম নারীদের জন্য যখন একটি নারীবাদী সংগঠন ধর্ষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে যেয়ে ("ধর্ষণ ধর্ষণই। অজুহাত নেই") কট্টরপন্থী ইসলামিক দলগুলোর হতে গুরুতর প্রতিক্রিয়া স্বীকার হতে হয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি *ফতোয়া*[২১] জারি হয়েছে যা ঘোষণা করছে যে একজন নারীর যখন বিয়ে হয় এবং বিয়ে বাবদ যৌতুকও প্রদান করে তখন সেই নারীর কোন অধিকার নেই তার স্বামীর সাথে যৌন মিলনকে প্রত্যাখান করার ঋতুস্রাব জনিত অসুস্থতা বা সদ্য সন্তান জন্মদানের কারণ ব্যতিরেকে।

সাধারণ আদালত ব্যবস্থাপনায় সমকামীতা হল অপরাধ। ইসলামীক শরিয়াহ আইনও সমকামিতাকে (পুরষ অথবা মহিলা/নারী যেই হোক না কেন) অপরাধমূলক কার্য বলে তিন বছরের কারাবাস ও চাবকানি/বেত্রাঘাতের শাস্তির বিধান রেখেছে। ২০০৮ সালে *একটি ফতোয়া*[২২] জারি হয় মেয়ে ও নারীদের পুরুষালী আচরণ বা চলাফেরাকে নিষিদ্ধ করার জন্য। অন্য একটিতে নারীদের পোষাক-পরিচ্ছেদ এবং আচার-আচরন নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে জারি করা হয় যা রাত্রি কালিন পুলিশি তল্লাশি সর্ম্পকিত স্থানের এবং মুসলিম নারীরা অভিযুক্ত হয় তাদের অশালীন পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং 'অনৈতিক কার্যক্রম' জন্য।

সংস্কার আইনের(বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ) অধীনে ধারা ১০ এবং ১২ অমুসলিমরা যাদের বয়স নুন্যতম ১৮ বছর তারা আইনগতভাবে বিয়ে করতে পারবে এবং যাদের বয়স ২১ বছরের কম তাদের বিয়ে করতে হলে বাবা-মার অনুমতি নিতে হবে। তবে, মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রের ইসলামীক আইন অনুযায়ী বিয়ের বৈধ বয়স হল ১৮ এবং ১৬ বছর পুরুষ ও নারীদের জন্য যাথাক্রমে । উপরন্তু, যাদের বয়স এর চেয়ে নিচে তারাও বিয়ে করতে পারবে শরিয়াহ বিচারকের সম্মতি সাপেক্ষে। স্থানীয় ইসলামীক পরিবার আইন গুলো বিয়ের জন্য এমন কোন গুনক তালিকাও করেনি যা শরিয়াহ আদালত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের অনুমোনের পূর্বে বিবেচনা করবে অথবা কোন সীমা আরোপ করবে যে কতটুকুন তরুন বয়সে একজন মুসলিম এই ব্যবস্থাপনায় বিয়ে করতে পারবে।[২৩]

প্রমাণে দেখা যায় যে, দেশে বাল্যবিবাহ বাড়ছে। মালয়শিয়ার শরিয়াহ বিচারকের নিবন্ধিত তথ্য মোতাবেক দেখা যায় যে, ২০০৫ থেকে ২০১০ মধ্যে বাৎসরিক গড়ে ৮৪৯টি মুসলিম বাল্য বিয়ের আবেদন জমা পড়েছে, যেখানে ২০১১ থেকে ২০১৫ সালে এর গড়ে হার ১০২৯টি [২৪]। সাম্প্রতি, এপ্রিল, ২০১৭ সালে মালয়েশিয়ান সংসদ শিশু বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ বিল (Sexual Offence against Children Bill) প্রনয়ণ করেছে যা ১৮ বছর বয়সের নিচে শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করে, কিন্তু এই বিল বাল্য বিবাহ উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সক্রিয়কর্মীরা এই আদেশ প্রতি অসুন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে যে শিশুদের রক্ষার নিমিত্তে প্রোনিত বিল ব্যর্থ হয়েছে শিশুদের অপ্রাপ্ত বয়স বলে যৌন সর্ম্পকে থেকে রক্ষা করতে, এমনকি বিবাহ দ্বারা শুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

২১ Michael Stone, "Islamic Cleric Rules Marital Rape Is No Crime," *Progressive Secular Humanist*, May 5, 201, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/6QKqoy

২২ Claudia Derichs and Andrea Fleschenberg, *Religious Fundamentalisms and Their Gendered Impacts in Asia* (Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010), accessed May 20, 2017, https://goo.gl/G2GkTk

২৩ Ida Lim, "Three Things About Child Marriages in Malaysia," April 14, 2017, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/GL7Nac

২৪ JKSM and NRD figures from Deputy Women Minister Datuk Azizah Mohn Dun's parliamentary reply, 19 May 2016 (Hansard).

২৫ "Dewan Rakyat Passes Sexual Offences Against Children Bill 2017," *The Star Online*, April 4, 2017, accessed May 20,2017, https://goo.gl/gw5Z6V

২৬ Mariam Mokhtar, "Expert: 'The Sexual Offences Against Children Bill 2017; What Next?,'" Rebuilding Malaysia, April 18, 2017, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/s2WPYr

ফিলিপাইন/খ্রিস্টানধর্ম (রোমান ক্যাথোলিক)[২৭]

সিডা/CEDAW	নারীর যৌন, প্রজনন ও স্বাস্থ্য অধিকার উপর চরমপন্থার প্রভাব
১৯৮০ সালে নিবন্ধিত এবং ১৯৮১ সালে অনুমোদিত হয় কোন নিষেধাজ্ঞা ছাড়া।[৪]	ক্যাথলিক চার্চ এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে ফিলিপাইনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার রদবদলে। সত্ত্বেও, সংবিধান মোতাবেক ফিলিপাইন একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, বাস্তবে এটি একটি প্রচলিত ক্যাথলিক রাষ্ট্রেরই অনুরূপ। The Responsible Parenthood and Reproductive Health -আইন ২০১২ (প্রজাতন্ত্র আইন নং ১০৩৪৫ যা RH আইন নামেও পরিচিত)[২৮] হল এর সাম্প্রতিক উদাহরন। ১৩ বছরের বেশি সময় ধরে কঠর লড়াইয়ের পর এই বিলটি প্রজনন স্বাস্থ্য সাম্পর্কিত তথ্য ও সেবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে গরীব ও প্রান্তিক নারীদের কথা বিবেচনা করে। যাহোক এই যুদ্ধের অবসান হয়নি। হতগোষ্টির সংবিধানিক প্রতি উত্থাপিত প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক RH আইনের উপর সংশোধনী আনা হয় যা গর্ভ নিরোধ উপাদানের সরবরাহ ও সেবা পাওয়ায়কে প্রভাবিত করছে। উপরন্তু, বৈধ ও নিরাপদ গর্ভপাত এবং বিবাহ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে অব্যাহত নিষেধাজ্ঞাগুলো ধর্মীয় প্রভাব দ্বারা তর্কবির্তকের বিষয় হিসাবে প্রসার ঘটছে। অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে মেনিলায়[২৯,৩০] গর্ভপাতের সরবরাহের প্রতুলতা নিষিদ্ধ এবং নির্বাহী অধ্যাদেশের মাধ্যমে সারা বছরই এর উপর অর্থায়নের জন্য যার চিত্র সম্প্রতি সরসগন শহরেও দেখা যাচ্ছে। ফিলিপাইন সমকামিতা অপরাধমূলক কোন আইন নেই, সেখানে LGBTIQ অধিকার রক্ষারও কোন আইন নেই। The Senate Bill ১২৭১ অথবা বৈষম্য বিরোধ অধ্যাদেশ ১৭ বছর যাবত বির্তকিত হয়ে আসছে যা এখনও প্রনয়েনের অপেক্ষায় আছে। যদি এই বিলটি আইনের মাধ্যমে প্রণয়ন হয়, তাহলে এটি নিশ্চয়তা দিবে যে কলঙ্ক এবং ঘৃণা বাধা হবে না LGBTIQ- দের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও চাকুরি মত মৌলিক অধিকার গুলোতে প্রবেশাধিকার পেতে। ক্যাথলিক গির্জা এর পাশাপাশি আইন প্রনেতারাও এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান নিয়েছেন কারণ তারা বিশ্বাস করেন এটি একটি গোপন সমযৌন বিবাহেরই একটি অংশ বিশেষ[৩১]। রাষ্ট্রের অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে এই পর্যালোচনাটি প্রকাশ করে যে, ধর্মের প্রভাবসহ এর সংকীর্ণ ব্যাখ্যা এবং ধর্মীয় চরমপন্থা জনজীবন ও ব্যক্তিজীবনে প্রভাব ফেলছে। নারীদের এবং প্রান্তিক নারীদের সমগ্র জীবন চক্রের উপর এর প্রভাব হল পদ্ধতিগত এবং গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠানিক। রাষ্ট্র ও ধর্মের মাঝে বাস্তবে কোন পার্থক্য নেই, এমনকি সেসব দেশগুলোতেও নেই যারা দাবি করে যে তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অন্যদিকে ধর্মের কারণে কিছু গোষ্টির আধিপত্য অন্যর উপর আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় দৃঢ়তার দিকে যেগুলো প্রভাবিত করছে সাম্প্রদায়িক আদান-প্রদান এবং জনমতে যা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করছে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে। ধর্ম প্রদেশের দলগুলোকে সমর্থন করে সুনিদিষ্ট কিছু নাগরিকের প্রতি বিরামহীন বৈষ্যমের এবং অধিকার ভোগীদের প্রতি জবাবদিহিতার অপূর্ণতাকেও সমর্থন করার জন্য।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

২৭ In the Philippines, Catholics comprise 83% of the population (Roman Catholic 81%, Aglipayan 2%), Muslims 5%, Evangelicals 3%, Iglesia ni Kristo 2%, other Christians 4%, other religions 2%, unspecified 0.6%, and none 0.1% (2000 census). Indexmundi, "Philippines Demographic Profile ২০১৪," ২০১৫, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/ni8Lkr

২৮ Junice L.D. Melgar and Joy Carrera-Pacete, *Understanding Catholic Fundamentalism in the Philippines: How Conservative Religious Teachings on Women, Family and Contraception Are Wielded to Impede the Reproductive Health Laws and Policies* (Quezon City and Kuala Lumpur: Likhaan and ARROW, 2017), accessed May 20, 2017, https://goo.gl/1dVLLf

২৯ Center for Reproductive Rights, "Manila City's Contraception Ban," October 29, 2009, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/Ps1DCw

৩০ "Rappler Talk: PH Liable for Manila's Contraception Ban-UN," *Rappler*, June 26, 2016, updated July 3, 2015, accessed May 20, 2017, https://goo.gl/YvkEZh

৩১ Vivean Pallera, "17 Years of Debates on the Anti-Discrimination Bill," April 4, 2017,accessed May 20, 2017, https://goo.gl/FPwkDq

চেয়ে ও বড় অবস্থান দেওয়া হয়েছে। ধর্মই হল জীবনের গঠনতন্ত্রেও যা অবিশ্বাস্য ও অপরিবর্তনীয়। এটি প্রদেশগুলোকে মানবাধিকার নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা এবং জনগণের প্রতি প্রদেশের পরিসেবার বাধ্যবাধকতাকে সব সময় /অবিরাম সীমাবদ্ধ রাখে।

সুপারিশসমূহ:

* রাষ্ট্রকে অবশ্য মানবাধিকার সম্মেলন/CEDAW থেকে বাদ দিতে যে সব সংরক্ষণকে যা ধর্মের উপর ভিত্তি করা হয় এবং যা ধর্মীয় গোষ্টির অধিকার রক্ষা সহ কিছু ধর্মীয় গোষ্টির অন্য গোষ্টির উপর অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রণয়ন করা হয় ।

* রাষ্ট্রগুলোকে মানবাধিকারের কাঠামোতে যে সকল শর্তবলী আছে তা সর্বোপরি অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে এবং অধিককার ভোগীদের কাছে এর বাধ্যবাধকতার দিকগুলোও চিহ্নিত করতে হবে। যখন এটি নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে জনগনের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে এই কৌশলগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

...ধর্মের প্রভাবসহ এর সংকীন ব্যাখ্যা সবই জনজীবনে ও ব্যক্তি জীবনে প্রভাব ফেলেছে। নারীদের ও প্রান্তিকের উপর এর প্রভাব হল পদ্ধতিগত ও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠানিক। রাষ্ট্র ও ধর্মের মাঝে বাস্তবে কোন পার্থক্য নেই এমনকি সে সব দেশে ও নেই যা দাবি করে যে তারা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

* রাষ্ট্রগুলো যদি বাদ দেওয়া সম্ভব না হয় কমিয়ে আনতে হবে। যে সমস্ত প্রভাব বিস্তারগুলো যা ধর্মীয় আইন, নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানের ভিত্তিে সহ সমান্তরাল আইনী ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক আইন ও CEDAW নীতিমালাসহ ধর্ম দ্বারা ন্যায় সঙ্গল যা যা অন্যোর উপর কিছু গোষ্টির আধিপত্য লক্ষ্যে গ্রহীতসহ যে সমস্ত প্রভাব বিস্তার যা বৈধতা পেয়েছে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতির / চিন্তাধারার ভিত্তিতে।

* রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের উচিত ধর্মকে রাজনৈতিকরণ না করা/ এড়ানো এবং তাদের উচিত নির্বাচনী এলাকায় বৃহত্তর সমর্থণ ও ক্ষমতা পাওয়া স্বার্থেও ধর্মকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। ধর্মীয় নেতাদের রাজ্যের নীতিমালা ও প্রনয়ন থেকে নিঃচিহ্নিতকরন ও তাদের প্রতি বিরোধ মনোভাব সৃষ্টির নিমিত্তে যে এই অন্তর্ভূক্তিগুলো প্রনয়ন করা হয়েছে তা নয়।

* রাষ্ট্রের উচিত ধর্মের প্রগতিশীল ব্যাখ্যাগুলোকে মূল ধারায় সক্রিয় করা এবং বহু সংস্কৃতি, বহুবচন /ধর্ম বৈচিত্রতা ও বৈষম্যহীনতা মনোভাব উৎসাহিত করন । শুধুমাত্র যে দুইটি সম্প্রদায়ের মাঝে তা নয় সম্প্রদায়গুলোর অভ্যন্তরে এবং প্রান্তিক কারনেও।

আজরা আব্দুল কাদের এবং মঙ্গালা নমো:সিভাম দ্বারা সংকলনকৃত
কর্মসুচী ব্যবস্থাপক, ARROW | যোগাযোগ: Email: azra@arrow.org.my | Email: mangala@arrow.org.my

সম্পাদনা পরিষদ

Sivananthi Thanenthiran (সিভানানথি থেনেনথিরিয়ান), নির্বাহী পরিচালক

Maria Melinda Ando (মারিয়া মেলিনন্ডা এন্ডু) পরিবর্তনের জন্য-ARROW, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, উর্ধ্বতন প্রোগ্রাম কর্মকর্তা, প্রকাশনা, যোগাযোগ এবং প্রচার।

Azra Abdul Cader (আজরা আব্দুল কাদের), **Programme Manager, Monitoring and Evidence Generation for Change**

(প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক, পর্যবেক্ষন ও প্রমাণিক তথ্য স"জন-পরিবর্তনের জন্য)

Mangala Namasivayam (মোঙ্গলা নমসিভায়ম), **Programme Manager for Information and Communications** (প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ)

বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা টিম

অনুবাদ সমন্বয়কারী ঃ

নওরীন খান, গবেষণা সমন্বয়ক ও ফোকাল পারসন, আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন)

সম্পাদক ঃ

এডভোকেট রোখসানা খন্দকার, নির্বাহী পরিচালক, আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন)

অনুবাদক:

নূর তাসলিমা জাহান, সহকারী পরিচালক (কর্মসূচী), আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন)

ওমর খৈয়াম, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন)

মো ঃ মোর্শেদ আলম, তদারক ও প্রতিবেদন ব্যবস্থাপক, আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন)

শারমিন ডেইজি, মানবসম্পদ কর্মকর্তা, আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন)

বহিরাগত বিশেষজ্ঞ পর্যালোচকসমূহ ঃ

Chayanika Shah (চয়নিকা শাহ), Queer Feminist-activist, Member, Forum Against Oppression of Women and LABIA-A Queer Feminist LBT Collective, India (Queer নারীবাদি কর্মী, সদস্য-নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন এবং LABIA -A Queer Feminist LBT Collective, ভারত)

Jeffry Acaba, Education and Advocacy Lead, (জেফ্রি আকাবা , শিক্ষা ও প্রচার পরিচালক), Asia Pacific Network of Young Key Populations (Youth LEAD)

Jennifer Vinas-Forcade (জেফিার ভিনাম), Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes (LAC Youth Alliance), and PhD student at Ghent University

Mary Racelis, Professorial Lecturer, Department of Sociology and Anthropology, and Research Scientist, Institute of Philippine Culture (মেরি রেছিলিস, অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা ও নৃতত্ত্ব বিভাগ এবং গবেষক বিজ্ঞানী, ফিলিপাইন সাংস্কৃতি ইনিস্টিটিউড)

Naeemah Khan, Feminist, Gender and Humanitarian Analyst, UN Women Fiji Multi-Country Office (নিমাহ মান, নারীবাদী, লিঙ্গ ও মানবিক বিশ্লেষক, UN Women Fiji Multi-Country Office)

Rashidah Shuib, Academic-activist, and Professor, School of Health Sciences (PPSK), Universiti Sains Malaysia (অধ্যাপনা বিষয়ক কর্মী এবং অধ্যাপক, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (PPSK), সেইন ইউনির্ভাসিটি, মালয়েশিয়া)

সম্পাদনা পরিষদ:

Rima Athar, Coordinator, Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR) (রিমা আখতার, সমন্বয়ক -যৌনতা ও শারীরিক অধিকার জোট, মুসলিম সমাজ (CSBR)

নকশা প্রণয়ন পরিষদ

Nicolette Mallari, Layout (নিকোলেট মাল্লারি,গঠন প্রণালী পরিকল্পনাকারী)

Chimera Sdn. Bhd., Template Design (চিমেরা Sdn,Bhd, টেসপ্লেট নকশা)

Cover Photography (প্রচ্ছদ আলোকচিত্র) , theskaman306/ Shutterstock

আমরা নিম্নলিখিত ARROW-এর বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাদের এবং প্রোগাম উপদেষ্ট কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এই জ্ঞানপত্রটির ধারণাগত কাঠামো তৈরির সময় তাদের মূল্যবান অভিপ্রায় / ধারণা প্রদানে অবদান রেখেছেন। তারা হলেন: Biplabi Shrestha Bridget Woods, Erika Sales, Nalini Singh, Otgonbaatar Tsedendemberel, Rachel Arinii, Sachini Perera, Sundari Ravindran, and Tabinda Sarosh (বিপ্লব শ্রেষ্ঠা, ব্রিজট উডস, এরিকা সেলস, নলিনী সিং, ওটংনব্রাট্রা টিসেনডেন্ডডেমবেরেল, রেচেল আরিনি,সাচিনী পেরেরা, সুন্দরি রবিদ্রান এবং টাবিন্ডা সার্রস) পরিবর্তনের জন্য-ARROW (AFC) একটি সমক্ষ্য পর্যালোচনামূলক জ্ঞানপত্র, যা দক্ষিণা/এশিয়া-মহদেশীয়, অধিকারভিত্তিক এবং নারী কেন্দ্রি মূলক বিভিন্ন বিশ্লেষণের এবং স্বাস্থ্য, যৌনতা ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বিশ্বব্যাপী আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি/অভিব্যক্তির একটি প্রতিফলন। AFC (এএফসি) বছরে দুইবার ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় এবং নির্বাচিত ভাষায় বছরে বহুবার অনুবাদ করা হয়। এটি প্রাথমিক ভাবে এশিয়া-মহাদেশীয় অঞ্চলের এবং বিশ্বব্যাপী নীতি-নির্দারক, যারা নারীর অধিকার , স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার জন্য প্রকাশিত করা হয়। কাজ করেছে তার উপর নিমিত্ত। এই জ্ঞানপত্রটি এশিয়া ও এশিয়া-মহাদেশীয় অঞ্চলের ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের এবং ARROW-এর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) জ্ঞান সহভাগিতা কেন্দ্রের তথ্য ভান্ডারের' (ASK-US;) তথ্যেও ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License -এর অনুমতিক্রমে এই বুলেটিনের কাজ করা হয়। অনুমতি পত্র দেখতে ভিজিট করুন: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ । স্থানীয়, অথবা অবাণিজ্যিক, অলাভজনক প্রয়োজন মেটাতে এই প্রকাশনার যে কোন বিষয়ের অংশ ফটোকপি, পুনরায় প্রস্তুত, পুনরুদ্ধার পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ, অথবা যে কোন মাধ্যমে রুপান্তর, অথবা অভিযোজ ও অনুবাদ করা যেতে পারবে। তবে যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বুলেটিনটির যে কোন ধরণের কপি, প্রস্থত, অভিযজন এবং রুপান্তরের করার জন্য উৎস বিবেচনায় ARROW-এর সম্মতি নেওয়া উচিত। বানিজ্যিভাবে ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ARROW-এর অনুমতির জন্য যোগাযোগ করতে হবে: arrow@arrow.org.my । ব্যবহৃত ছবিসমূহ কপি করার র্নিধারিত কপিহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। বুলেটিনটি পেতে দয়া করে লিখুন: afc@arrow.org.my । প্রকাশনাসমূহের সব ধরনের অদল-বদল করাকেও ARROW স্বাগত জানায়। AFC -এর সবগুলি প্রকাশনা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে ডাউনলোড করুন: www.arrow.org.my । বুলেটিনটি EBSCO-এর দ্বরা বিশ্বব্যাপিও বিতরন করা হয়েছে। অবদান প্রসঙ্গত মতামত এবং জিজ্ঞাসার ARROW স্বাগত জানায়। দয়া করে তাদের কাছে পাঠান/যোগাযোগ করুন:

ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক, পরিবর্তনের জন ARROW
এশিয়া-প্যাসিফিক রির্সোস এন্ড রির্সাচ সেন্টার ফর ওইমেন (ARROW)
No. 1 & 2 Jalan Scott, Brickfields
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.: +603 2273 9913
Fax.: +603 2273 9916
Email:
afc@arrow.org.my, arrow@arrow.org.my
Website: www.arrow.org.my
Facebook:

https://www.facebook.com/ARROW.Women
Follow us on Twitter: @ARROW_Women
YouTube: ARROWomen
Pinterest: arrowomen